CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৮ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 14 January 2022 ■ আগরতলা ১৪ জানুয়ারী, ২০২২ ইং ■ ২৯ পৌষ, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

জলপাইগুড়িতে এক্সপ্রেস বেলাইন, হত ছয়, আহত বহু

রেলের ইতিহাসে ফের ভয়াবহতা

ময়নাগুড়ি, ১৩ জানুয়ারি (হি.স.)।। জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়িতে দোমোহনির কাছে ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনা। লাইনচ্যুত হয়ে গেল গুয়াহাটি-বিকানের এক্সপ্রেস। বৃহস্পতিবার বিকেল পাঁচটা নাগাদ গুয়াহাটি-বিকানের এক্সপ্রেস ১৫৬৩৩ (আপ)-এর চারটি বগি লাইনচ্যুত হয়ে যায়। এই ট্রেন দুর্ঘটনায় বহু যাত্রীর প্রাণহানির আশঙ্কা করা হচ্ছে। এখনও পর্যন্ত ছয়জনের মৃতদেহ উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় উদ্ধারকাজ শুরু হয়েছে। দুর্ঘটনাগ্রস্ত ট্রেনটি থেকে অনেকে নিজে বার হয়ে এসেছেন। বাকিদের উদ্ধার করার চেষ্টা চলছে। ইতিমধ্যে ৪০জনকে উদ্ধার করা হয়েছে। তার মধ্যে চার জনের মৃত্যু হয়েছে। ১৫ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে রেলের উদ্ধারকারী দলও। ইতিমধ্যেই আশপাশের সদর হাসপাতাল এবং অন্যান্য হাসপাতালের সঙ্গেও যোগাযোগ

ছবি- হিন্দুস্তান সমাচার

করা হয়েছে।

বিহারের রাজধানী পাটনা থেকে অসমের গুয়াহাটিগামী ওই এক্সপ্রেস ট্রেনটি বৃহস্পতিবার বিকেল পাঁচটা নাগাদ দোমোহনির কাছে দুর্ঘটনায় পড়ে। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে আলিপুরদুয়ার থেকে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় একটি উদ্ধারকারী দল। ট্রেনটির ৪-৫টি বগি দুমড়ে মুচড়ে গিয়েছে। তার জেরে হতাহতের সংখ্যা বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। দুর্ঘটনার সময় ট্রেনটির গতিবেগ ঘণ্টায় ৪০ কিলোমিটার ছিল বলে প্রাথমিক ভাবে খবর পাওয়া গিয়েছে।

পটনা থেকে গুয়াহাটিগামী ওই ট্রেনটি বৃহস্পতিবার বিকেল পাঁচটা নাগাদ দুর্ঘটনায় পড়ে। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে আলিপুরদুয়ার থেকে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় একটি উদ্ধারকারী দল। ট্রেনটির ৪-৫টি বগি দুমড়ে মুচড়ে গিয়েছে। তার জেরে হতাহতের সংখ্যা বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। দুর্ঘটনার সময় ট্রেনটির গতিবেগ ঘণ্টায় ৪০ কিলোমিটার ছিল বলে প্রাথমিক ভাবে খবর পাওয়া গিয়েছে।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের জনসংযোগ আধিকারিক নীলাঞ্জন দেব বলেন, "বৃহস্পতিবার বিকেল ৫টা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ইকো গাড়ির ধাক্কায় গুরুতর আহত শিশু

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৩ জানুয়ারি।। মারুতি ইকো গাড়ির ধাক্কায় গুরুতর আহত ৮ বছর বয়সের এক শিশু। ঘটনা তেলিয়ামুড়া থানাধীন বালুছরা এলাকায়।

খবরে প্রকাশ, উত্তর মহারানী থেকে তেলিয়ামুড়া মুখী এক মারুতি সুজুকি ইকো গাড়ির ধাক্কায় গুরুতর আহত হয় নয়ন বিশ্বাস (৮) নামের এক শিশু এমনটাই অভিযোগ করে আহত শিশু কাকা রবীন্দ্র বিশ্বাস। রবীন্দ্র বাবু আরো অভিযোগ করে জানান এই গাড়িটি ৬০-৬৫ গতিতে ঐ বাচ্চাটিকে ধাক্কা দেয়, এতে গুরুতর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রধানমন্ত্রীর সভার পর রাজ্যে করোনার সংক্রমণ বৃদ্ধিঃ সিপিএম

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জানুয়ারি।। রাজ্যে করোনায় সংক্রমণ বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জনসভাকে দায়ি করেছে সিপিএম। দলের রাজ্য সম্পাদক জীতেন্দ্র চৌধুরী এক প্রেস বিবৃতিতে এই অভিযোগ করে বলেন চার জানুয়ারির আগে রাজ্যে করোনা সংক্রমণ তেমন ছিল না। স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে প্রধানমন্ত্রীর জনসভার পর রাজ্যে করোনার সংক্রমণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

করোনার গতি বাড়ছেই, চব্বিশ ঘন্টায় রাজ্যে নতুন আক্রান্ত ৯১৬ জন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জানুয়ারি।। ত্রিপুরায় করোনার দৈনিক সংক্রমণ হাজার ছুই ছুই। গত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে ৯১৬ জন করোনা আক্রান্তের সন্ধান মিলেছে। সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয় হল, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় দৈনিক সংক্রমণ বেড়েই চলেছে। শুধু পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় দৈনিক সংক্রমণ আরও বেড়ে ৫৫৯ জন করোনা আক্রান্তের খোজ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষা বৃদ্ধির সাথেই সংক্রমণের সংখ্যাতেও বড়সড় বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। দেশ জুড়ে ওমিক্রনের ভয়াবহতার মাঝে ত্রিপুরায় সংক্রমণের হার মারাত্মক বৃদ্ধি চিন্তা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। তবে সুস্থতা কিছুটা স্বস্তি দিচ্ছে। অবশ্য দিন যত গড়াচ্ছে কমছে সুস্থতার হার।

স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিন অনুসারে, গত ২৪ ঘণ্টায় আরটি-পিসিআরে ৭৫১ এবং রেপিড অ্যান্টিজেনের মাধ্যমে ৯৩১৭ জনকে নিয়ে মোট ১০০৬৮ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তাতে, আরটি-পিসিআরে ৬৮ জন এবং রেপিড অ্যান্টিজেনে ৮৪৮ জনের দেহে করোনার সংক্রমণ মিলেছে। সব মিলে গত ২৪ ঘণ্টায় মোট ৯১৬ জনের শরীরে নতুন করে করোনা সংক্রমণের খোঁজ পাওয়া গেছে। করোনা নমুনা পরীক্ষায় বৃদ্ধির জেরে দৈনিক সংক্রমণের হার সামান্য কমে হয়েছে ৯.১০ শতাংশ। গতকাল ৭৮৩ জনের দেহে নতুন করে করোনার সংক্রমণের খোজ মিলেছিল এবং দৈনিক সংক্রমণের হার ছিল ৯.১৮ শতাংশ।

এদিকে, সুস্থতা কিছুটা স্বস্তি দিচ্ছে। গত ২৪ ঘণ্টায় ১১২ জন করোনার সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেয়েছেন। তাতে বর্তমানে করোনায় আক্রান্ত সক্রিয় রোগী রয়েছেন ২৮৪৪ জন। প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত ৮৮২১৪ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ৮৪৪৭৩ জন সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেয়ে সুস্থ হয়েছেন। রাজ্যে বর্তমানে করোনা-আক্রান্তের হার বেড়ে হয়েছে ৩.৯৬ শতাংশ। তেমনি, সুস্থতার হার কমে হয়েছে ৯৫.৮৩ শতাংশ। এদিকে ০.৯৪ শতাংশ হয়েছে মৃত্যুর হার। গত ২৪ ঘণ্টায় একজনের মৃত্যু হওয়ায় এখন পর্যন্ত ত্রিপুরায় ৮২৯ জন করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিনে আরও ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

উদয়পুরে ২৪ ঘন্টা সিএনজি স্টেশন চালুর দাবি বিএমএসের

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১৩ জানুয়ারি।। গোমতী জেলার উদয়পুরে ২৪ ঘন্টা সিএনজি পরিষেবা চালু রাখার দাবি জানিয়েছে ভারতীয় মজদুর সংঘ। সংগঠনের প্রতিনিধি দল বৃহস্পতিবার গোমতী জেলার জেলা শাসকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এ বিষয়ে দাবি জানান। জেলাশাসক এই বিষয়ে আগরতলায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলেন এবং দ্রুত উদয়পুরের ২৪ ঘন্টা সিএনজি পরিষেবা চালু করার উদ্যোগ নিতে পরামর্শ দেন।

গোমতি জেলাশাসক ভারতীয় মজদুর সংঘের প্রতিনিধিদের আশ্বস্ত করেছেন পুলিশ খুব শীঘ্রই উদয়পুরে ২৪ ঘন্টা সিএনজি পরিষেবা চালু করার উদ্যোগ নেওয়া হবে। তবে প্রত্যেক মোটর শ্রমিককে করোণা বিধি মেনে সিএনজি সংগ্রহ করতে তিনি অনুরোধ জানিয়েছেন।

জেলাশাসকের সঙ্গে সাক্ষাৎ শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ভারতীয় মজদুর সংঘের নেতৃবৃন্দ বলেন, উদয়পুরে ২৪ ঘন্টা সিএনজি পরিষেবার সুযোগ না থাকায় সমস্যা দেখা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

তেলিয়ামুড়ায় কাঠ বোঝাই গাড়ি আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৩ জানুয়ারি।। তেলিয়ামুড়া অফিস টিলায় কাঠ বোঝাই মারুতি গাড়ি আটক করেছেন রেঞ্জার সুপ্রিয়া দেবনাথ। জানা যায় বৃহস্পতিবার একটি মারুতি গাড়ি বোঝাই করে কাঠ নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল পাচারকারীরা। সুনির্দিষ্ট খবরের ভিত্তিতে রেঞ্জার সুপ্রিয় দেবনাথ গাড়িটি আটক করতে সক্ষম হন। কাঠ সহ গাড়িটি গামাই বাড়ি অফিসে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। উদ্ধার করা কাঠের বাজার মূল্য আনুমানিক ২৫ হাজার টাকা বলে জানা গেছে।

এব্যাপারে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। মারুতি গাড়ির সহকার আটক করা সম্ভব হলেও গাড়ির চালক পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে। উল্লেখ্য প্রায়ই বনাঞ্চল ধ্বংস করে একই কায়দায় কাঠ পাচার অব্যাহত রয়েছে। বনদপ্তর মাঝেমধ্যে অভিযান চালিয়ে সাফল্য পেলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পাচারকারীরা তাদের পাচার অব্যাহত রেখেছে। এর ফলে বনজ সম্পদ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। তাতে প্রভাব পড়ছে পরিবেশের উপর। পাচারকারীদের বিরুদ্ধে আরও কঠোর মনোভাব গ্রহণ করার জন্য দাবি উঠেছে।

রাজ্যে চালু পুলিশ ক্যান্টিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জানুয়ারি।। অরুন্ধতী নগর পুলিশ লাইনে বৃহস্পতিবার আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হলো পুলিশ ক্যান্টিন। পুলিশ সপ্তাহে রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক ভিএস যাদব এই কেন্দ্রীয় পুলিশ ক্যান্টিনের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন।

পুলিশ ক্যান্টিনের আনুষ্ঠানিক সূচনা করে রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক ভিএস যাদব বলেন, এখন থেকে পুলিশ কর্মী ও তাদের পরিবারের সদস্যরা এই ক্যান্টিন থেকে অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ করতে পারবেন। তাতে প্রত্যেকেই উপকৃত হবেন বলেও তিনি আশা ব্যক্ত করেন।

উল্লেখ্য, একটি পুলিশ ক্যান্টিন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রতিবেশী মহিলাকে ধর্ষণ করে খুন, আসামীর যাবজ্জীবন সাজা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ১৩ জানুয়ারি।। গৃহবধূকে ধর্ষণের পর প্রমান লোপাটের জন্য খুনের ঘটনায় অভিযুক্ত প্রতিবেশী যুবকের আজ যাবজ্জীবন কারাদন্ডের সাজা দিয়েছে আদালত। এছাড়া তাকে ২০ হাজার টাকা আর্থিক জরিমানা করা হয়েছে। অনাদায়ে তিন মাসের কারাবাসের সাজা শুনিয়েছেন জেলা ও দায়রা আদালতের বিচারক আশুতোষ পান্ডে।

ওই মামলা সম্পর্কে পিপি আক্তার হোসেন মজুমদার বলেন, ২০২০ সালের ৫ অক্টোবর বাইখোড়া থানাধীন উত্তর ইচাছড়া এলাকায় রবিধন পাড়া লিচু বাগানে লাকড়ি সংগ্রহে গিয়ে ধর্ষিতা হন থৈক্রায়ু মগ(৩২)। তাঁর প্রতিবেশী হিরন্ত ত্রিপুরা(২০) ধর্ষণের পর খুন করে প্রমান লোপাটের জন্য মৃতদেহ পাশেই মুহুরী নদীর পাড়ে জঙ্গলে ফেলে পালিয়ে যান। পালানোর আগে ওই মহিলার স্বর্ণালংকার এবং লাকড়ি কাটার দা নদীর জলে ফেলে দেন।

এদিকে, দীর্ঘ সময় হলেও বাড়ি ফিরে না আসায় মহিলার স্বামী ও তার ছেলে তাঁকে খুজতে বের হন এবং লিচু বাগানে তার মৃতদেহ দেখতে পান। সঙ্গে সঙ্গে বাইখোড়া থানায় খবর দেওয়া হয় এবং পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌছে মৃতদেহ উদ্ধার করেন ও ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়ে দেন। তদন্তে নেমে ডগ স্কোয়াড ওই মহিলার প্রতিবেশী হিরন্ত ত্রিপুরাকে চিহ্নিত করে এবং পুলিশ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পুথিবা উৎসব শুরু আগরতলায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জানুয়ারি।। করোণা বিধি মেনে বৃহস্পতিবার থেকে অভয়নগরের রাধানগর পুথিবা দেবতা মন্দিরে পাঁচ দিনব্যাপী ধর্মীয় অনুষ্ঠান শুরু হয়েছে। মন্দির কমিটির সভাপতি দীপক সিনহা জানান, শুধু ধর্মীয় অনুষ্ঠান করা হচ্ছে।

এ বছর করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতির কারণে মেলা বসছে না। ভক্তবৃন্দদের প্রবেশাধিকারেও নিয়মকানুন আরোপ করা হয়েছে। তিনি আরো বলেন, রাজ্য সরকার করোনা বিধি সম্পর্কে যেসব নিয়মকানুন চালু করেছে তা সম্পূর্ণভাবে মেনেই এবছর পূজার আয়োজন করা হয়েছে। তিনি বলেন, এ ধরনের ধর্মীয় অনুষ্ঠান মানুষের কল্যাণের জন্যই করা হয়ে থাকে। যেহেতু করোনা পরিস্থিতি চলেছে সেহেতু মানুষের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পালানোর সময় বিএসএফের গাড়ির সাথে সংঘর্ষ, আহত তিন পাচারকারী

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ১৩ জানুয়ারি।। পাচার সামগ্রী নিয়ে পালানোর সময় বিএসএফের টহলদারী গাড়ির সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষে তিন পাচারকারী গুরুতর আহত হয়েছেন। তারা বর্তমানে জিবি হাসপাতালে চিকিতাধীন রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে হাসপাতাল সুত্রে খবর।

জানা গেছে, বুধবার রাত ১টা নাগাদ সিপাহীজলা জেলায় বক্সনগর বাজার থেকে কাপড় বোঝাই টিআর০১এই১৮৯৯ নম্বরের বুলেরং গাড়ি দক্ষিণ কলমচৌরা বিওপির সামনে আসতেই বিএসএফের টহলদারী গাড়ির সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়।

তাতে, পাচাকারীর গাড়িটি উল্টে যায়। বিএসএফের দাবি, সীমান্ত রক্ষী বাহিনীকে দেখেই পাচারকারী পালাতে গিয়ে ওই দুর্ঘটনা ঘটেছে। তাতে, তিনজন পাচারকারী গুরুতর আহত হয়েছেন। বিএসএফ জওয়ানরা আহতদের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

যুবকের মারে আহত চালক

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৩ জানুয়ারি।। এক যুবকের মারে আহত এক গাড়ির চালক, এমনটাই অভিযোগ। খবরে প্রকাশ, খোয়াই থেকে তেলিয়ামুড়া ম্যাজিক গাড়ি নিয়ে আসার সময় এক যুবকের বাইকে ধাক্কা লাগে ঐ ম্যাজিক গাড়িটির। সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে উভয়পক্ষের মধ্যে শুরু হয় বাকবিতন্ডা। দীর্ঘক্ষণ বাক-বিতণ্ডার পর বাইক চালক ও ম্যাজিক গাড়ির ড্রাইভার দুজনেই সিদ্ধান্ত করে তেলিয়ামুড়া থানায় আসার। কিন্তু ঐ ম্যাজিক গাড়ির ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে কঠোর পরিশ্রমই একমাত্র পথ, মুখ্যমন্ত্রীদের সাথে বৈঠকে জানালেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৩ জানুয়ারি (হি.স.)।। করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে কঠোর পরিশ্রমই একমাত্র পথ এবং বিজয়ই একমাত্র বিকল্প। দেশের কোভিড-পরিস্থিতি নিয়ে সমস্ত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠকের পর এমনটাই জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, '১০০ বছরের সবচেয়ে বড় মহামারীর বিরুদ্ধে ভারতের যুদ্ধ এখন তৃতীয় বছর হল। কঠোর পরিশ্রমই আমাদের একমাত্র পথ এবং বিজয়ই একমাত্র বিকল্প। ভারতের ১৩০ কোটি মানুষের প্রচেষ্টায় আমরা অবশ্যই করোনার বিরুদ্ধে জয়ী হব।' ভারতে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে, দেশের সামগ্রিক কোভিড পরিস্থিতি পর্যালোচনা

বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি করোনা পরিস্থিতি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীদের সাথে ভার্চুয়াল বৈঠক করেছেন। ছবি-পিআইবি।

করতে বৃহস্পতিবার বিকেলে বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী-সহ প্রায় সমস্ত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরাই গুরুত্বপূর্ণ এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। এই বৈঠকে কোভিড সম্পর্কিত নানা বিষয়ে হয়েছে আলোচনা।

মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠকের পর প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, আমেরিকার মতো দেশে একদিনে প্রায় ১৪ লক্ষ আক্রান্ত হচ্ছেন। আমাদের বিজ্ঞানী ও স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা সামগ্রিক পরিস্থিতির দিকে সর্বদা নজর রাখছেন। আমাদের অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৮ ▫ সংখ্যা ৯৯ ▫ ১৪ জানুয়ারি ২০২২ ইং ▫ ২৯ পৌষ ▫ শুক্রবার ▫ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

মকর সংক্রান্তি আদিপুরুষের ঐতিহ্য

হিন্দু বাঙ্গালীদের বারো মাসে তেরো পার্বণ এর অন্যতম পার্বণ হইল মকর সংক্রান্তি। আদি অনন্তকাল হইতে মকর সংক্রান্তিতে গ্রাম ত্রিপুরার হিন্দু বাঙালিরা পিঠাপুলি উৎসব এবং হরিনাম সংকীর্তনে মাতিয়া উঠেন। হিন্দু বাঙ্গালীদের এই আদি সংস্কৃতি গ্রামীণ এলাকায় এখনও পুরোদমে পালিত হলেও শহর এলাকায় ইহার তেমন কোনো কদর পরিলক্ষিত হয় না। শহর এলাকার মানুষ নিজেদেরকে অনেকটাই একঘরে করিয়া রাখিবার চেষ্টা করেন। স্বাভাবিক কারণেই আদিপুরুষের কৃষ্টি-সংস্কৃতি ধরিয়া রাখা অনেক ক্ষেত্রেই কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে। তদুপরি গ্রাম ত্রিপুরায় ঐতিহ্য এখনো অক্ষুন্ন থাকায় হিন্দু বাঙালিরা আদি পুরুষদের চিন্তা-চেতনা ও সংস্কৃতিকে বাঁচাইয়া রাখিবার প্রয়াস জারি রাখিয়াছেন।পৌষ মাসের সংক্রান্তি হইল উত্তরায়ণ সংক্রান্তি, মকর সংক্রান্তি,দধি সংক্রান্তি ও তিল বা তিলুয়া সংক্রান্তি।২১ ডিসেম্বর সূর্য উত্তরায়ন থেকে দক্ষিণায়নে প্রবেশ করে।এ দিনরাত সব থেকে বড় হয়, আর দিন সব থেকে ছোট হয়।এর পর থেকে দিন বড় আর রাত ছোট হইতে শুরু করে।মাঘ থেকে আষাঢ় পর্যন্ত ছয় মাস উত্তরায়ণ।আবার শ্রাবণ থেকে পৌষ মাস পর্যন্ত ছয় মাস দক্ষিণায়ণ।পৌষ মাসের সংক্রান্তিকে বলা হয় উত্তরায়ণ সংক্রান্তি।শাস্ত্রমতে মানুষের এক বছর দেবতাদেরএকটি দিন-রাতের সমান অর্থাৎ মানুষের উত্তরায়ণের ছয়মাস দেবতাদের একটি দিন ও দক্ষিণায়নের ছয়মাস দেবতাদের একটি রাত।রাত্রে মানুষ যেমন সকল দরজা-জানালা বন্ধ করিয়া ঘুমাইয়া পড়েন,তেমনি দেবতাগণও রাত্রে অর্থাৎ দক্ষিণায়ণে সবকিছু বন্ধ করিয়া ঘুমাইয়া পড়েন।এসময় বাহির থেকে প্রবেশ করিবার সুযোগ নাই, অর্থাৎ দক্ষিণায়ণে দেবলোক পুরোপুরি বন্ধ থাকে।আবার দেবগণের রাত পৌষ সংক্রান্তির দিন শেষ হয় বলিয়া পরবর্তী উদয়ের ব্রাহ্মমুহূর্ত থেকে দেবগণের দিবা শুরু হয়।উক্ত সময়ে স্বর্গবাসী ও দেবলোকের সকলেই নিদ্রা ভঙ্গ হয়এবং নিত্য ভগবৎ সেবা মূলক ক্রিয়াদি শুরু হইতে থাকে।এই জন্য ব্রহ্মমুহূর্তে স্নান,নামযজ্ঞ,গীতাপাঠ,শঙ্খধ্বনি ও উলুধ্বনির মাধ্যমে দিবসটিকে আনন্দময় করিয়া তোলেন।অন্যদিকে, গঙ্গাপুত্র ভীষ্ম তাহার পিতা শান্তনু থেকে বর পাইয়াছিলেন যে তিনি যখন ইচ্ছা মৃত্যুবরণ করিতে পারিবেন।অর্থাৎ তাঁহারনিজের ইচ্ছা ছাড়া কখনো মৃত্যু তাহাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না।মহাভারতের কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের বিশ্ববিখ্যাত বীর, মহাপ্রাজ্ঞ,সর্বত্যাগী ও জিতেন্দ্রিয় মহাপুরুষ ভীষ্মের মহাপ্রয়াণের স্মৃতির জন্য উত্তরায়ণ সংক্রান্তি আরও মর্যাদাপূর্ণ হইয়াছে।কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের দশম দিবসে সূর্যাস্তের কিছুক্ষণ পূর্বে পাণ্ডব পক্ষের সেনাপতি অর্জুনের শরাঘাতে ক্ষতবিক্ষত হইয়া ভীষ্মদেব রথ থেকে মাটিতে পড়িয়া যান।কিন্তু তিনি মাটি স্পর্শ না করিয়া আটান্ন দিন তীক্ষ্ম শরশয্যায় শুইয়া উত্তরায়ণের অপেক্ষা করিয়া পৌষ সংক্রান্তির দিনে যোগবলে দেহত্যাগ করেন। পৌষ সংক্রান্তিতে প্রাতকালে খড়-কুটা জড়ো করিয়া পিতামহ ভীষ্মদেবের প্রতীকি শবদাহ করিয়া থাকি। অনেকে এই শবদাহকে মেড়ামেড়ির ঘর বা ভেড়াভেড়ির ঘর জ্বালানো বলিয়া থাকেন,যাহা পিতামহ ভীষ্মের চিতার স্বরুপ অন্যদিকে এই দিবসটি এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, এই দিন প্রাতকালে দেবলোকের সকলদে বতাগন ও স্বর্গবাসী পিতৃপুরুষগন নিদ্রা থেকে জাগ্রত হন।পৌষ মাসের সংক্রান্তি সূর্য ধনু রাশি থেকে মকর রাশিতে সঞ্চারিত হয়, এজন্য পৌষ সংক্রান্তির অপর নাম মকর সংক্রান্তি। এই দিনই দেবতাদের সঙ্গে অসুরদের যুদ্ধ শেষ হয়।বিষ্ণু অসুরদের বধ করিয়া তাঁহাদের কাটা মুন্ডু মন্দিরা পর্বতে পুঁতিয়া দিয়াছিলেন।সূর্য এ দিন নিজের ছেলে মকর রাশির অধিপতি শনির বাড়ি এক মাসের জন্য ঘুরিতে গিয়াছিলেন।এই দিন দধি দ্বারা লক্ষ্মী ও নারায়নকে স্নান করাইয়া দধি ও ভোজ্য ব্রাহ্মণকে দান করা হয়।তাই পৌষ সংক্রান্তিকে বলা হয় দধি সংক্রান্তি।এ দিনতিল দিয়ে নাড়ু ও মিষ্টি তৈরি করিয়া পূজায় নিবেদন করা হয়।এজন্য পৌষ সংক্রান্তির অপর নাম তিল বা তিলুয়া সংক্রান্তি।তাছাড়া এ সংক্রান্তিতে পিঠা ও পুলির উৎসব চলে।পৌষ মাসের শেষ দিনে অক্রুর মুণি শ্রীকৃষ্ণকে রথে চড়াইয়া কংসের ধর্ণুযজ্ঞের উদ্দেশে মথুরা নিয়া গিয়াছিলেন এবং গোকুলবাসী হৈ হল্লাহ করিয়া পিছন পিছন কিছু পথ আসিয়াছিলেন।তাই এ দিন স্মরণে পৌষ সংক্রান্তির রথযাত্রা। পৌষ সংক্রান্তি মকর সংক্রান্তির এই ঐতিহ্যকে অক্ষুন্ন রাখে এতে আমাদের আরও ঐকান্তিক প্রয়াস নিতে হইবে। অন্যথায় আদিপুরুষের এসব কৃষ্টি-সংস্কৃতি চিরতরে মুছিয়া যাইবে।

পাচার সামগ্রী নিয়ে পালানোর সময় বিএসএফের গাড়ির সাথে সংঘর্ষ, আহত তিন পাচারকারী

আগরতলা, ১৩ জানুয়ারি (হি.স.) : পাচার সামগ্রী নিয়ে পালানোর সময় বিএসএফের টহলদারী গাড়ির সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষে তিন পাচারকারী গুরুতর আহত হয়েছে। তারা বর্তমানে জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। তাদের মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে হাসপাতাল সূত্রের খবর। জানা গেছে, বুধবার রাত একটা নাগাদ সিপাহিজলা জেলার বক্সনগর বাজার থেকে কাপড় বোঝাই টিআর ০১ এই ১৮৯৯ নম্বরের বলেরো গাড়ি দক্ষিণ কলমচৌরা বিওপির সামনে আসতেই বিএসএফের টহলদারী গাড়ির সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে পাচাকারীর গাড়িটি উল্টে যায়। বিএসএফের দাবি, সীমান্ত রক্ষী বাহিনীকে দেখেই পাচারকারীরা পালাতে গিয়ে ওই দুর্ঘটনা ঘটেছে। দুর্ঘটনায়, তিন পাচারকারী গুরুতর আহত হয়েছে।

বিএসএফ জওয়ানরা আহতদের উদ্ধার করে প্রথমে বক্সনগর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যায়। কিন্তু তাদের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় চিকিৎসকরা তিনজনকেই জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করেছেন। তারা বর্তমানে জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তাদের মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে।

এদিকে, পাচারকারীদের সাথে বিএসএফের গাড়ির সংঘর্ষের খবর পেয়ে কলমচৌড়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। দুর্ঘটনাগ্রস্ত বলেরো গাড়ি এবং কাপড় উদ্ধার করে থানায় নিয়ে গেছে। পুলিশ জানিয়েছে, বিশ্বজিৎ পাল, বিশ্বজিৎ নমশুদ্র এবং প্রদীপ দাস কাপড় পাচার করার সময় বিএসএফের গাড়ির সাথে সংঘর্ষে গুরুতর আহত হয়েছে। তারা সকলেই বক্সনগরের বাসিন্দা। আজ বৃহস্পতিবার সকালে বিএসএফ ওই বলেরো গাড়ির চালক বিশ্বজিৎ দাসের বিরুদ্ধে মামলা করেছে। পুলিশের দাবি, প্রায় ১০ লক্ষ টাকা মূল্যের কাপড় উদ্ধার হয়েছে।

যে নদী হারায়ে স্রোত

সুপ্রতিম কর্মকার

মাথায় টুপির মতো করে, গোল টোকা পরেই বাজারে এসেছে কৃষক। পায়ে কাদা খালি গা। হাড় লিকলিকে পাঁজর পেরিয়ে। চামড়া বাদামি। হাতে একটা বড় টিনের ঢপ। ডিজেল কিনতে এসেছে। খুব তাড়াহুড়োয় রয়েছে কৃষকটি। জমিতে সেচ দেওয়ার জন্য মাটির তলার জল তোলার ছোট পাম্পে হঠাৎ করে তেল ফুরিয়ে গেল। কাজেই জল তোলা যাচ্ছে নায যে কৃষক আগে জমির পাণে নদী-নালা থেকে জল তুলে সেচ দিতে, সেই কৃষক খোঁজ করছে মাটির নিচের জল তোলার জন্য তেলের। নদীর মৃত্যু তাহলে জন্য তেলের। নদীর মৃত্যু তাহলে আদের বেপরোয়াভাবে তেলনির্বর করে তুলছে? হারিয়ে যাওয়া নদীর সংখ্যা নেহাতকম নয় বিশ্বে, বঙ্গে। এই বঙ্গে মরা নদীর শরীরগুলো রিক্ত হয়ে মাঠ-ঘাট-পথের ধারে পড়ে রয়েছে। সেগুলো বর্তমানে কোথাও চাষের জমি। কিংবা নদীর বুককে দখল করেই তৈরি হযেছে বসতবাড়ি। এমন এক নদীর খোঁজ পেতেই যাওয়া উত্তর দিনাজপুর। জেলায়। রায়গঞ্জ থেকে কম বেশি ২৪ কিলোমিটার দূরে কালিয়াগঞ্জ, এক মফস্‌সলি শহরে। এই শহরের গা-ঘেঁষে একসময় বয়ে তলত শ্রীমতী নদী। লোকমুখে। 'ছিরামতী'। বাংলাদেশের বিল থেকে তার জন্ম। তারপর কাঠন্দরের কাছে উত্তর দিনাজপুরে প্রবেশ। এই নদীর চলার পথ নালাগোলা, বামনগোলা হয়ে মালদহ জেলায় টাঙন নদীতে শেষ হয়। এই যাত্রাপথে নদীটা আর 'নদী' নেই। নদীটা মরে গেল। কেন? প্রাকৃতিক কারণের থেকেও মানুষ সৃষ্ট কারণ নদীর মরার নেপথ্যে অনেক বেশি দায়ী। নদীর চলার পথে মানুষ বানাল রাস্তায় নদীর বহু জায়গা দখল করে তৈরি হল বসতবাড়ি। নদীর বুকে গড়ে উঠল ছোট ছোট সেতু। কাজেই নদীর চলার পথ হল সংকীর্ণ। বর্ষা হলে আশপাশের উঁচু এলাকা থেকে জল নেমে আসে। তখন মরা নদীর বুকে জল কমে। বৃষ্টির মরশুম ফুরয়। জলে টান ধরে। জল নামতে শুরু করলেই নদীর মরা শরীর তখন ধানের 'বীজতলা'। তারপর আরও জল নামে। পুরো নদীর বুক হয়ে ওঠে চাষের জমি।

পরিমল দাস, ৪৬ ভাগচাষি। শ্রীমতী নদীর বুকে চাষ করেন। ভূমি দফতরের রেকর্ডে নদীর বুকের জমির মালিকের নাম অন্য। সেই জমি দু'হাজার টাকা বিঘা দরে লিজ নিয়ে বছর দশেক চাষ করছেন পরিমল। বছর ২৫ আগেও নদীর বুকে চাষ হত। তখন বর্ষার সময় নদীর বুকের জমা জলকেই ব্যবহার করা হত চাষের জন্য। জনরোই, ঝিঙাশাল, মাগুরশাল, চেঙ্গা প্রভৃতি ধান হত। স্থানীয় ধানগুলো নদীর বুকে জমা হাঁটুজলে কিংবা তার থেকে কম 'ছিপছিপানি' জলেই হত। সেই ধানের বীজ তুলে রেখে পরে বছর চাষ করা, এটাই ছিল এই এলাকার পরম্পরা। এখন আর সেই ধানের কোনও বীজ নেই। কোম্পানির লোকেরা চাষিদের কাছে এসে বুঝিয়েছিল, দেশি ধানের ফলন কম, আবার লাভও কম। কাজেই নদীর বুকে 'সংকর' ধানের চাষ করে শেরগ্রাম, ভেলাই, খুঁকড়ামণি, ধনকৈল এই এলাকার মানুষ।

শ্রীমতীর পাশে বিপবন্ধ মোড়ের কাছে পেয়েছিলাম বছর ৫৫-র কৃষক শিবনাথকে। সেচ কীভাবে দেন জমিতে? প্রশ্নটা করতেই উত্তর আসে, ছোট ছোট ডিজেলচালিত পাম্প নদীর বুকে বসিয়ে দিলেই মাটরি তলা থেকে জল ওঠে। সার কীটনাশক ও তেল মিলিয়ে চাষের খরচ বেস অনেকটা বেড়ে যায়। অনেক সময় ছোট পাম্প চালিয়েও জল ওঠে না। তখন নদীর একেবারে মাঝখান থেকে জল তুলতে হয়। আবার, কোনও কোনও চাষি ডিপ টিউবয়েল থেকেও জল কেনে। এ তো গেল নদীর বুকে চাষের কথা। কিন্তু নদজীর জমি দখল, মাছচাষের কথা ভাবা হয়েছিল, ফারাক্কা ব্যারেজের আধিকারিকরা শ্রীমতী নদীর সমীক্ষায় এলে তাঁদের ঘিরে শুরু হয় প্রতিবাদ। এরপরই রাতারাতি জমির হস্তান্তর শুরু হয়। নদী জুড়ে পাট্টা পড়ে যায়। নদীর জমির এখন যাঁরা মালিক, তাঁরা পেশায় কেউই কৃষক বা মৎস্যজীবী নন---বেশিরভাগই বড় বড় ব্যবসাদার। তাঁরা-ই মূলত লিজে জমি দিয়ে চাষ করাচ্ছেন। শ্রীমতী বাঁচানোর লড়াই কিছু স্থানীয় মানুষ শুরু করলেও দানা বাঁধেনি।

মুর্শিদাবাদের গোয়াসে নেমে যে-রাস্তাটা ঘোষপাড়ার দিকে যাচ্ছে, সেখানেই পাওয়া যাবে আর একটা হারিয়ে যাওয়া নদী। গুমানি। শিয়ালমারি ও ভৈরবের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করত এই নদী।

নদীটার চলার পথে মানুষ বানাল রাস্তা। নদীর বহু জায়গা দখল করে তৈরি হল বসতবাড়ি। নদীর বুকে গড়ে উঠল ছোট ছোট সেতু। কাজেই নদীর চলার পথ হল সংকীর্ণ। বর্ষা হলে আশপাশের উঁচু এলাকা থেকে জল নেমে আসে। তখন মরা নদীর বুকে জল জমে। বৃষ্টির মরশুম ফুরয়। জলে টান ধরে। জল নামতে শুরু করলেই নদীর মরা শরীর তখন ধানের 'বীজতলা'। তারপর আরও জল নামে। পুরো নদীর বুক হয়ে ওঠে চাষের জমি।

নদীর জমির হস্তান্তর—সেটা কখন বা কীভাবে হল? শান্তি কলোমির শ্মশানের কাছে পাওয়া গেল এলাকার স্থানীয় বেশ কিছু মানুষকে। কথা বলে জানা গেল, এক সময় নদী সংস্কার করে কিছু এলাকার প্রবীণ মানুষ ছাড়া এই নদীটার নাম স্থানীয় বেশিরভাগ লোকই জানে না। যেদিন থেকে শিয়ালমারি মরে গেল, সেদিন থেকেই গুমানি নদীটাও আস্তে আস্তে মরে যায়।

আর, মরা নদীটার এই শরীরটা এখানেও চাষের জমি। তবে বর্ষায় যেটুকু জল জমে, তারা সেই জলটাকে সেচের কাজেও লাগায়। অনেক জায়গায় নদীটার বুকে আস্ত একটা পুকুর বাড়িয়ে নিয়েছে এলাকার মৎস্যজীবীরা। নদীর জল শুকালে স্থানীয় কৃষকরা সেখানে গিয়ে ধানের চাষ করছে। কিছু জায়গায় পাটও চাষ হচ্ছে। এখানে নদীর জনি হস্তান্তরিত হয়নি। চাষিরা স্বচ্ছন্দ তুলনায়। নদীর বুকে জলটা জমে থাকে বলে বহু জায়হায় পাট জাগ দিচ্ছে চাষিরা নদীর বুকে। বৃষ্টি কম হলে মরা নদীতে জল জমে না। জল তখন আসছে কোথা থেকে? মাটির তলার জল পাইপ দিয়ে তুলে নদীর বুকে পাট জাগ দেওয়া হয়।

বোরো চাষের সময় ডিপ টিউবওয়েল দিয়ে বেশি জল তুলে নিলে ছোট শ্যালো দিয়ে নদীর আসলে, নদী যখনই মরে, জল নির্ভরশীল সভ্যতার কেন্দ্রবিন্দু সরে যায় মাটির উপরের জল থেকে মাটির তলায় জলের দিকে। নদী-নির্ভর সভ্যতা নদীর জলের উপর আস্থা না রেখে তেল ও বিদ্যুৎতের উপর বেশি নির্ভরশীল। 'তেল পোড়ানো'-র অর্থ জীবাশ্ম জ্বালানি পোড়ানো, কম-বেশি এক কথা। তেল কিংবা কয়লার মতো জীবাশ্ম জ্বালানি যত পোড়ে, তত 'গ্রিন হাউস' গ্যাসের জন্ম দেয়। পৃথিবীর তাপমাত্রা বাড়ে। একের পর এক ক্লাইমেট সামিট হয়। ক্ষমতাশালী দেশের লোকেরা বড় বড় কথা বলেন। শেষ পর্যন্ত ক্লাইমেট চেঞ্জের নাম করে কে কতটা ফান্ড আদায় করে নিতে পারেন তারই নাকি আয়োজন চলে এমনই অভিযোগ। আর, অচিরাচলিত শক্তির উৎসব ও ব্যবহারের কথা বলা হলেও সেগুলোর দাম এবং পরিকাঠামো নির্মাণ অনেক ব্যয়সাপেক্ষ হয়ে পড়ে প্রান্তিক কৃষকের কাছে। সরকারি ভরতুকি পায় জমির মালিক। কাজেই ভাগচাষির তাতে কিছু লাভ হয় না। খাতায়-কলমে এক সত্য। আর, মাঠের সত্য সম্পূর্ণ আলাদা। সমাধানের পথে প্রথমে প্রয়োজন কৃষকের জন্য জলের সুরক্ষা প্রদান করা। এলাকা ভিত্তিতে 'ওয়াটার বাজেট' তৈরি করতে হবে প্রশাসনকে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিয়ে বৃষ্টির জল সংরক্ষণের পরিকাঠামোকে আরও নিপুণভাবে গড়ে তুলতে। হবে ১০০ দিনের কাজের মধ্য দিয়ে মরা নদীগুলোকে সংস্কার করা দরকার। আর, এলাকা ভিত্তিতে 'গ্রাউন্ড ওয়াটার রিচার্জিং পিট' তৈরি করা যেতে পারে। যে পরিমাণ জল পৃথিবীর তলপেট থেকে তোলা হচ্ছে, কিয়দংশ যদি পূরণ করা সম্ভব হয়।

(সৌজন্যে-সংবাদ প্রতিদিন)

সংসার সীমান্তে

দেবর্ষি ভট্টাচার্য

কুয়াশাচ্ছন্ন হিমেল ভোর। নিস্তব্ধ চারদিক বিদীর্ণ করে আচমকা বন্দুকের গুলির আওয়াজ। কিন্তু আশ্চর্য, লাশটি 'ঝপ' শব্দে মাটি ছুঁল না। ঝুলে রইল সীমান্তের কাঁটাতারে। মাথা নিচের দিকে, তারও নিচে চুলের গোছা। বাঁহাত ঝুলন্ত, ডানহাত আটকে কাঁটাতারে। দুই পা ছড়ানো, কাঁটাতারের সঙ্গে লটকে।

বাংলাদেশের কুড়িগ্রাম জেলার আদি বাসিন্দা। নুর ইসলাম। জীবিকার অন্বেষণে সীমান্তরক্ষীদের ফাঁকি দিয়ে সপরিবার চলে এসেছিল অসমে। নুর ইসলামের মেয়ে ফেলনি খাতুন। আশৈশব অসমে কেটেছে। পনেরো বছরে পা রাখতেই ২০১১ সালের ৮ জানুয়ারি বাংলাদেশে বিয়ে ঠিক হয়। সেই সুবাদে ৭ জানুয়ারি কুয়াশাচ্ছন্ন ভোরে দালালদের মাধ্যমে চোরাপথে সীমান্ত পারাপারের বন্দোবস্ত হয়। ভোরের আলো ফুটেছে। কিন্তু ঘন কুয়াশার আড়ালে আদিগন্ত যেন ঝাপসা কাচে মোড়া।

কথিত, দালালরা একটি বাঁশের মই সীমান্তের কাঁটাতারের গায়ে হেলিয়ে দাঁড় করায় এবং অন্য একটি মই বিছিয়ে দেয় কাঁটাতারের শীর্ষে, পারাপারের জন্য। প্রথমে নুর ইসলামকে মইয়ে তুলে দেয়। তারপর ভীত সন্ত্রস্ত ফেলানিকে। মই বেয়ে উঠতে গিয়ে ফেলানির কামিজ কাঁটাতারে আটকে যায় আতঙ্কে সে চিৎকার করে ওঠে। তার চিৎকার শুনে অদূরে বাঁশের মাচায় বসে থাকা প্রহরাত বিএসএফের জওয়ান বন্দুক উঁচিয়ে ছুটে আসে। নুর ইসলাম ততক্ষণে পৌঁছে গিয়েছে কাঁটাতারের শীর্ষে বিছানো মইয়ের শেষ প্রান্তে আর ফেলানি কাঁটাতারের গায়ে হেলানো মইয়ের শীর্ষে দাঁড়িয়ে। অভিযোগ, কোনওরকম মৌখিক সতর্কতা ছাড়া কর্তব্যরত প্রহরী সরাসরি ফেলানির শলীর লক্ষ্য করে গুলি চালায়। গুলিটা ফেলানির বুকের ডানদিক ভেদ করে পিঠ দিয়ে বেরিয়ে যায়। এই ভয়াবহ দৃশ্য দেখে ফেলানির বাবা কাঁটাতারের শীর্ষে বিছানো মই থেকে ছিটকে পড়ে বাংলাদেশের দিকে। অসহায়ভাবে তাকিয়ে দেখে, কাঁটাতারের বেড়ায় ঝুলে আছে নিহত মেয়ে। প্রায় পাঁচ ঘণ্টা কাঁটাতারের ঝুলে থাকার পর বিএসএফের জওয়ানরা এসে লাশ নামায়। এরপর দুই প্রতিবেশী দেশের সীমান্ত প্রহরীদের মধ্যে বসে ফ্ল্যাগ মিটিং। অতঃপর লাশ হস্তান্তর মার্মান্তিক ঘটনার প্রায় ৩০ ঘণ্টা পরে ফেলানি ফিরে যায় গ্রামের বাড়িতে। বিয়ের পিঁড়িতে বসার সৌভাগ্য আর হয়নি।

নিরস্ত্র এই কিশোরীর মর্মান্তিক মৃত্যুর জন্য কেউ 'দোষী' সাব্যস্ত হয়নি এখনও। ২০১৩ সালের বিএসএফের বিশেষ আদালত অভিযুক্ত জওয়ানকে 'নির্দোষ' রায় দিয়েছিল। সেই রায়ের পুনর্বিবেচনা মামলায় ২০১৫ সালে একই আদালত অভিযুক্ত জওয়ানকে পুনরায় 'নির্দোষ' ঘোষণা করে। ফেলানি ও তার বাবা অবৈধভাবে বাংলাদেশ থেকে ভারতে অনুপ্রবেশ করেছিল এবং একই কায়দায় আবার স্বদেশে ফিরতে গিয়েছিল। সেটা নিশ্চিতভাবে চরম বেআইনি কাজ এবং দণ্ডনীয় অপরাধই বটে। কিন্তু মানবাধিকার কর্মীদের প্রশ্ন, এহেন অপারধের শাস্তি কি মৃত্যু হতে পারে? আর, সেই মৃত্যুদণ্ড তো বিচার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আদালত-স্বীকৃত নয়। ফেলানি সম্পূর্ণ নিরস্ত্র হওয়া সত্ত্বেও কেন তাঁকে গ্রেফতার করে বিচার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দোষী সাব্যস্ত করে শাস্তি দেওয়া হল না? কেনই বা একজন নিরস্ত্র কিশোরীর (সে 'অবৈধ' অনুপ্রবেশকারী অবশ্যই) সরাসরি বুকে গুলি করা হল?

২০১৫ সালে ভারতের জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ফেলানির পরিবারকে ৫,০০,০০০ ভারতীয় টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য দেশের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রককে নির্দেশ দিলেও অভিযোগ যে, তা আদ্যাবধি কার্যকর হয়নি । কমিশনের তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য, হল, 'যদি ও দেশের রক্ষী বাহিনী সীমান্তে অত্যন্ত সংবেদনশীল দায়িত্ব পালন করে, কিন্তু সেই দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে তাদের বেশ কিছু নিয়ম বিধি মেনে চলা উচিত'। এই প্রসঙ্গে কমিশন ২০০৫ সালে প্রকাশিত বিএসএফেরই একটি আদেশনামার উল্লেখ করে, যাতে নির্দেশিত ছিল, প্রবল উসকানিমূলক অবস্থায়ও সীমান্তে নিরস্ত্র মহিলা ও শিশু এবং সশস্ত্র অনুপ্রবেশকারীদের মধ্যে ফারাক বুঝে নিয়ে সেইমতো ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে কমিশনেদ্দর গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্যটি হল, 'আলোচিত ঘটনার ক্ষেত্রে মৃত একজন নিরস্ত্র কিশোরী। ফলে অভিযুক্ত জওয়ান গুলি চালিয়ে ২০০৫ সালে নির্দেশিত বিএসএফের আদেশনামা নিশ্চিতভাবে অগ্রাহ্য করেছেন।

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে একদিকে চোরাচালান ও বেআইনি পাচেরর উদাহরণ যেমন ভূরি ভূরি, অন্যদিকে সীমান্তরক্ষীর গুলিতে মনুষ্য হত্যার সংখ্যাটাও নেহাত কম নয়। আর, এই সীমান্ত হত্যার লাশে চোরাকারবারের গন্ধ যেমন আছে, তেমনই আছে নিরস্ত্রের রক্তের ছিটে। ২০১৯ সালে ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সংসদে বিবৃতি দিয়ে বলেছিলেন, বিএসএফের দ্বারা সীমান্ত হত্যার ঘটনা ক্রমশ কমছে। একই সালে, বিএসএফের ডিজি আশ্বস্ত করে বলেন, অচিরেই সীমান্ত হত্যার ঘটনা শূন্যে নিয়ে আসা হবে। রূঢ় বাস্তব কিন্তু অন্য কথা বলে। কলকাতাকেন্দ্রিক একটি মানবাধিকার সংস্থার তথ্য অনুযায়ী ভারত বাংলাদেশ সীমান্তে ফি বছর হত্যার ঘটনা গড়ে ১৮০ থেকে ২০০। যার মধ্যে অধিকাংশই ভারতীয়। ঢাকা কেন্দ্রিক একটি মানবাধিকার সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, ২০০০ থেকে ২০১৯ সালের মধ্যে ভারত বাংলাদেশ সীমান্তে হত্যার ঘটনার সংখ্যা অন্ততপক্ষে ১,২৩৬। নারী এবং শিশুও রয়েছে।

ফেলানির বাবার ন্যায়বিচারের আবেদন গ্রাহ্য করে ভারতের মহামান্য শীর্ষ আদালত ফেলানি-হত্যা মামলাটি গ্রহণ করেছে, কিন্তু করোনা ভাইরাসের দৌরাত্মের কারণে শুনানি আপাতত স্থগিত রয়েছে। অদূর ভবিষ্যতে শীর্ষ আদালতে ফেলানি হত্যা মামলাটির শুনানিপর্ব হয়তো শুরু হবে। ততদিনে ফেলানির বুকের মাটি ফুঁড়ে তিরতির করে কাঁপতে কাঁপতে মাথা উঁচু করবে অগণিত চারাগাছ। ন্যায় বিচারের ঐকান্তিক আশা নিয়ে। (সৌজন্যে-সংবাদ প্রতিদিন)

শ্লেষবুক লাইভ

শুভময় মিত্র

সদ্য-লেখা একটা নোংরা কথা, ছেলেটা বলে ফেলেছিল স্রেফ বলার আনন্দে। বন্ধুরা মজা পেলেও বুঝিয়ে দিয়েছিল, স্যর জানলে স্কুল থেকে তাড়িয়ে দেবে। দেবেই, ভয়টা মনের মধ্যে চেপে বসেছিল তার। এতটাই যে, সে পালিয়ে যায়। উঠে পড়ে একটা ট্রেনে। আতঙ্কের কারণ বা যৌক্তিকতা যার কাছে অবান্তর, সে কী করে গন্তব্য ঠিক করবে? চূড়ান্ত দুর্ভাবনার আবহে যারা পড়ে, তাদের কখনওই 'বিকল্প' আশ্রয় থাকে না। পরে পুলিশ ছেলেটিকে বকাঝকা করে বাড়ি পৌঁছে দেয়। কিছুই ঘটেনি আর। কারণ, এটা আসলে ছোট ঘটনা।

বিপন্নতাকে মাপার স্কেল হয় না। তবুও সহ্যশক্তির শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেলে বিপদে পড়ার অসহায়তা, নিজের বা অন্যের প্রতি ঘৃণা, এমনকী, আত্মহনন নতুন নয়। বাঁচতে আগ্রহীরা বলবেন সাহসের অভাব। পলায়নবৃত্তি। অপারধ। মনোবিদরা মন ও হরমোনের প্রসঙ্গ তুলবেন। কিন্তু সেই অদৃশ্য স্কেলের কাঁটা বা ডায়াল দুমড়ে মুচড়ে গেলে কী হবেৎ সাংঘাতিক কাজটা যে করার সে করেই বসবে। তাই হয়ে আসছে সভ্যতার আদি যুগ থেকে। সমকালে 'স্বচ্ছামৃত্যু'-র অধিকার নিয়ে দাবিদাওয়া বাড়ছে। কার কাছে দাবি? যারা কিছুতেই উৎসাহীদের মৃত্যুমুখে এগিয়ে যাওয়াকে মান্যতা দিতে রাজি নয়। হোক, কেউ চায় না মরতে। কেউ চায় না মেরে ফেলতে।

যে-ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রসঙ্গ, সেখানে আলোচ্য উপপাদ্যগুলির একটিও কাজে লাগেনি। তিনজন মানুষ একত্রে আত্মহত্যা করেছেন বিবিধ সামাজিক লাঞ্ছনা ও অপমানের হাত থেকে মুক্তি পেতে। এই দুর্ঘটনার যে-অংশটি আমাদের প্রত্যেককে স্থাণু করে দিয়েছে তা হল, 'ফসবুক লাইভ' করে এঁরা জানিয়েছেন নিজেদের মর্মান্তিক পরিস্থিতি, সিদ্ধান্ত। সারা দুনিয়া দেখে ফেলেছে আত্মহননের নারকীয় দৃশ্য। এই মুহূর্তে তা নিশ্চয়ই মুছে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ঘটে গিয়েছে ঘটনা। বিপন্ন মানুষগুলো সাহায্য চেয়ে পাননি। 'আমরা মরতে চাই' বললে গণ-প্রতিরোধে তা বানচাল হয়ে যেতে পারত। তাই মৃত্যুর নিশানা থেকে বিচ্যুত না হয়ে তাঁরা চলে গিয়েছিলেন জনবর্জিত জায়গায়। প্রশ্ন উঠেছে, থামানো যেত না কি এসব সহ দেখতে পেয়েও? কোটি কোটি মানুষের মধ্যে কোথাও একটি অমানুষিক, অমানবিক ক্রিয়াকর্মের লাইভ প্রুফ তৈরি হতে শুরু করলে সেটি থামানো যেত কি না, তা প্রযুক্তিবিদরা বলবেন। দায়িত্ব না এড়িয়ে পদক্ষেপও করবেন নিশ্চয়ই। না কি, দুনিয়াজোড়া অবসাদে ক্রমাগত বিপন্ন হয়ে পড়া মানুষ দেখেও দেখতে চায়নি এসব। এই 'লাইভ' সামনে না এলে এত কথা উঠত না। একটি সোশ্যাল নেটওয়ার্কি সাইটকে কাঠগড়ায় তোলার আগে ভাবা উচিত, আমরা নিজেরাই কিন্তু শ্লেষবুক। যা বলতে চাই, কিন্তু কেউ শুনছে না, কারণ যাই হোক, এই হল একমাত্র মঞ্চ যেখান থেকে প্রথম, পরবর্তী, ক্রমাগত, এমনকী, শেষ চিৎকারটুকু আমরা উগরে দিতে পারি মহাকাশে। ঈশ্বরের খাতায় তার কোনও খতিয়ান থাকে কি না, জানা নেই। তবে সেই শ্বদ, লেখায়, ধ্বনিতে ছবিতে ভাইরাসের চেয়েও দ্রুতগতিতে ছড়িয়ে পড়ে দুনিয়াময়। নিজস্ব আকাশবাণী বা দূরদর্শনের সুবিধা থাকলে তা মানুষ নেবে, এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। নিজেদের দাম্পত্য আহ্লাদ, ভ্রমণ ফুতি বা রাজনৈতিক মতামতের বন্যায় কারও আর ঘর ভাসে না এখন। জ্বলে যায়, অন্যের জীবনের লাভাস্রোত বয়ে এলে। এর কোনও পূর্বাভাস, থাকে না যে। দুর্ভাগা মানুষগুলি সম্ভবত তাই চেয়েছিলেন।

ইতিহাস স্থান ও সময়ভিত্তিক সভ্যতার অনেক কথা বলে আসছে। অসভ্যতার বিবর্তনের কথা সমাজবিজ্ঞানে থাকতে পারে। কিন্তু ক্রমাগত মরিয়া হয়ে ওঠো, অন্যের এবং নিজের প্রতি অসন্তোষের যন্ত্রণার সূত্রগুলি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হয়েও আমরা সুবিধা করতে পারছি না। কারণ, আমরা জানি, আজ যা অন্যের কাছে ভয়ংকর, আগামিকাল তার গিলেটিন এড়ানোর ক্ষমতা আমাদের না ও থাকতে পারে। ভয় বাড়ছে কাঁটাতারহীন সীমানা জুড়ে। 'মৃত্যুবরণ' শব্দটি নিত্যনতুন মিউটেশনে নবরূপে উদয় হচ্ছে। আমরা মানি বা না মানি, সেটি সংক্রমণ দ্রুত এবং অমোঘ। দুর্ঘটনায় পড়া, মৃত্যুর সঙ্গে লড়তে না পারা, রক্তাক্ত মানুষকে দেখতে পেয়ে তৎক্ষণাৎ তার 'লাইভ' করার প্রবণতা বেড়েছে। কে দায়ী? ফোন। ইলাস্ট্রেটিভ এগজাম্পল আর না দিয়ে বরং নিজেকেই জিজ্ঞেস করি, ঠিক কোথায় দাঁড়িয়ে আছি আমরা? গুপ্তযুগে মানুষ কি হিংস্রতাকে লুকিয়ে রাখতে? আদিম মানুষের চরিত্র কি হরিণশিশুর মতো ছিল? ৯/১১ আমাদের দেখিয়ে দিল যে, চাইলে যা ইচ্ছা করে ফেলাই যায়, শুধু ইচ্ছাশক্তির জোর থাকতে হবে। আর চাই সাহস। সাহস ব্রেনের কোন কোষে অবস্থান করে জানা গেল সেটিকে একটু টিউনিং করা যেত নিসচয়ই। পরিস্থিতি যতই খারাপ হোক, সেটিকে নিশ্চতভাবে ঘুরিয়ে দেওয়া যেত নেতিবাচক পদক্ষেপের বদলে ইতিবাচ মার্চ পাস্টে। তবে আমরা প্রত্যেকেই জানি এসব কথার কথা। টাইম পাস আলোচনা। এই কাণ্ড সামনে রেখে দু'একটি ব্যাপার আমরা ভাবতে পারি। যেহেতু আমরা বেঁচে আছি। অমন হঠকারিতা করার কথা মাথায় আনিনি কখনও বা আনছি না , ধরে নিলাম। ব্যক্তি যদি ব্যক্তিকেন্দ্রিক, সমষ্টি যদি ব্যক্তিত্বরহিত এই কথাগুলি খুব বেশিদিন আগের নয়। এমন ভাবার কারণ নেই যে, আলাদা কতিপয় নিম্নমানের মানুষের কথা এখানে বলা হয়েছে। সত্যি ঘটনা হল, যা আমরা কিছুতেই মানতে চাই না, এসব আমাদেরই নির্মম বর্ণনা। অজস্র রিপু সর্বাঙ্গে ধারণ করে আমাদের দ্রুত জীবনে যতক্ষণ ছন্দ খুঁজে পাওয়া গেল, ততক্ষণ পরিবেশ বসন্তময়। স্রেফ মানুষ হওয়ার দুর্ভাগ্যে, কেউ কেউ, কখনসখনও পড়ে যান অকালবর্ষণের ঘূর্ণাবর্তে। এমন নয় যে বিপদসীমার বাইরে থাকা ভাগ্যবানেরা সেই সময় নিরো সেজে মেঘমল্লার বাজান। স্বাভাবিক সাহসটুকু সবার মধ্যেই আছে। বিপদের সময় পাশে থাকার, ঝাঁপিয়ে পড়ার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত আমরা দেখেছি দুর্যোগের সাম্প্রতিক পরিস্থিতিতে। সামান্য ত্যাগ, কিঞ্চিৎ বুদ্ধিমত্তা নিয়ে বাঁচতে রাজি থাকলে খারাপ সময়ের স্থায়িত্ব হ্রাস পাবেই। অন্যের ভেঙেচুরে যাওয়া আয়নায় নিজেদের মুখ দেখার দিবাস্বপ্ন থেকে মুক্তি পাওয়ার সম্ভাবনা বাড়বে। তোমরা আমাদের বাঁচতে দেবে না, মরতেও দেবে না। তাহলে অসহায়ভাবে দেখো, আতঙ্কিত হও, কিছুক্ষণের জন্য হলেও, বুঝতে না চাইলেও উপলব্ধি করো,স্রেফ বেঁচে থাকার অহস্য কর কীভাবে ফাঁক দিতে হয়, এমন জিহাদের প্রয়োজন আর কখনও যেন না হয়।

(সৌজন্যে-সংবাদ প্রতিদিন)

রাত পোহালেই মকর সংক্রান্তির স্নান,করোনা রুখতে তৎপর বীরভূম জেলা প্রশাসন

বোলপুর, ১৩ জানুয়ারি (হি. স.) : রাত পোহালেই মকর সংক্রান্তির স্নান। শুরু হয়ে যাবে জয়দেব কেন্দুলির বাউল মেলা। শেষ পর্বের প্রস্তুতি তুঙ্গে, অজয় নদীর চড়ে তৈরি হয়েছে হাতেগোনা কয়েকটি মাত্র অখাড়া। যেখানেই ৩দিন ব্যাপি নাম সংকীর্তন ও বাউল গানের আসরে বসবে। এমনিতেই অনাগোনা শুরু হয়েছে পূর্ণার্থীদের সাথে বাউল শিল্পীদের। অপরদিকে নিরপত্তা আটোসাটো করছে বীরভূম পুলিস প্রাসাশন।করোনা রুখতে তৎপর বীরভূম জেলা প্রশাসন ও।

প্রশাসনের পক্ষ থেকে মেলার এক সপ্তাহ আগে সিদ্ধান্ত হয়েছিল করোনা সংক্রমণের বাড়বাড়ন্তের কারনে এবছর বন্ধ থাকবে জয়দেবের কেন্দুলি মেলা। কিন্তু চারদিনের মাথায় সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে ফের জয়দেব কেন্দুলি মেলা করার উদ্যোগ নেয় জেলা প্রশাসন। আগেই সিদ্ধান্ত হয়েছিল পূণ্য স্নান হবে কোভিড বিধি মেনেই। কিন্তু অন্যান্য বছরের তুলনায় এ বছর জয়দেবের মেলার পরিসর অনেকটাই ছোট করা হয়েছে। জয়দেব মেলার মূল আকর্ষণ যদি হয়ে থাকে জয়দেবের মন্দির হলে, মনের মানুষ বাউল আখড়া আকর্ষণ ও কম নয়। বহু দূর দূরান্ত থেকে মানুষজন বাউল গান শোনার জন্য মনের মানুষ আখড়ায় এসে উপস্থিত হত। কিন্তু এবছর করোনা পরিস্থিতির জন্য মনের মানুষ বাউল আখড়া বন্ধ রাখা হয়েছে।

অন্যদিকে নিরাপত্তার জন্য ২০০০ পুলিশকর্মী নিয়োগ করা হয়েছে। একই সঙ্গে থাকছে সাদা পোশাকের পুলিশও। সামগ্রিক দায়িত্বে থাকছেন ডিএসপি পদমর্যাদার দুই পুলিশ আধিকারিক। এছাড়া ৭০ টি সিসিক্যামেরা, ৫ টি অস্থায়ী ওয়ার্চ টাওয়ারের মাধ্যমে নজরদারি চালানো হবে। একই সাথে বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরের দুটি টিম সহ বেশ কয়েকটি স্পিড বোর্ড রাখা হয়েছে অজয় নদীর জলে ভাসমান অবস্থায়। মকর স্নানের জন্য আগত পুর্ণার্থীদের সুবিধার্থে নদীতে ৩ ঘাট মহিলা দের সংরক্ষন করা হয়েছে। এছাড়াও পুরুষদের জন্য আরও পাঁচটি অস্থায়ী ঘাট তৈরি করা হয়েছে প্রশাসনের পক্ষ থেকে। একই সাথে মেলার নিরাপত্তার জন্য বোম স্কোয়াড সদস্যরা মেটাল ডিটেক্টটার দিয়ে তল্লাশি চালাচ্ছে। এমনকী মেলা প্রাঙ্গন ও মন্দির চত্বরে পিপি কীট পরে স্যানিটাইজ করা হচ্ছে আগত দর্শনার্থী দের স্বাস্যের কথা চিন্তা করে। আকাশে থাকবে ড্রোন নজরদারি। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জয়দেব মেলার প্রস্তুতি প্রায় চুড়ান্ত পর্যায়ে। শুধু সময়ের অপেক্ষা এবার। প্রসঙ্গত বলে রাখা ভালো প্রশাসনের পক্ষ থেকে অন্যান্য বছর জয়দেব মেলায় যে সরকারই বাউল মঞ্চ তৈরি করা হয় তা এবছর করোনা পরিস্থিতির জন্য তৈরি করা হয়নি। শুধুমাত্র কীর্তন গানের বেশ কিছু আখড়া নিয়েই মেলা সাজিয়ে তোলা হচ্ছে।বোলপুরে মহকুমা শাসক অয়ন নাথ বলেন, 'জয়দেব কেন্দুলি মেলা জন্য প্রশাসনের তরফে করোনা বিধি মেনেই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

সাব্রুমে রক্তদান শিবিরে আক্রান্ত যুবকের সাথে কথা বলেন বিজেপি বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন। ছবি নিজস্ব।

গুয়াহাটি-বিকানের ট্রেন দুর্ঘটনায় তিনটি দেহ উদ্ধার, উচ্চ-পর্যায়ের তদন্তের নির্দেশ

ময়নাগুড়ি, ১৩ জানুয়ারি (হি.স.): জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়িতে দোমোহনির কাছে লাইনচ্যুত হয়ে গেল গুয়াহাটি-বিকানের এক্সপ্রেস। বৃহস্পতিবার বিকেল পাঁচটা নাগাদ গুয়াহাটি-বিকানের এক্সপ্রেস ১৫৬৩৩ (আপ)-এর চারটি বগি লাইনচ্যুত হয়ে যায়। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে মোট ১২টি বগি, এই ট্রেন দুর্ঘটনায় এখনও পর্যন্ত তিনটি দেহ উদ্ধার হয়েছে, বহু যাত্রীর প্রাণহানির আশঙ্কা করা হচ্ছে। জলপাইগুড়ির জেলাশাসক মৌমিতা গোদারা বসু জানিয়েছেন, এখনও পর্যন্ত তিন জনের মৃত্যু হয়েছে। উদ্ধারকাজ চলছে, আরও মৃতদেহ রয়েছে ভিতরে। ময়নাগুড়ি স্টেশনে ঢোকার মুখেই ময়নাগুড়ি ওভারব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় ঘটেছে দুর্ঘটনাটি। এখনও পর্যন্ত ১০ থেকে ১২ জনকে আহত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে। তাদের সকলকেই জলপাইগুড়ি সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। এ দিকে ঘটনাস্থলে পৌঁছেছেন স্থানীয় বিধায়ক কৌশিক রায়। তিনিও উদ্ধারকাজে হাত লাগিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে কোভিড-বৈঠকে ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই সময়ই ময়নাগুড়িতে বিকানের এক্সপ্রেসের দুর্ঘটনার খবর পান তিনি। সূত্রের খবর, সঙ্গে সঙ্গেই রাজ্য সরকারি আধিকারিকদের থেকে গোটা বিষয়টির খোঁজ নেন মমতা। দ্রুত উদ্ধারকার্য চালানোর নির্দেশ দেন তিনি। পাশাপাশি সরকারি আধিকারিকদের দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখার নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। দুর্ঘটনা প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে খোঁজ নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীও। ইতিমধ্যেই প্রায় ৫১টি অ্যাম্বুল্যান্স ঘটনাস্থলে পৌঁছে গিয়েছে। জলপাইগুড়ি সদর হাসপাতাল থেকেই ৩০টি অ্যাম্বুলেন্স ঘটনাস্থলের উদ্দেশে রওনা দিয়েছে। জেলা প্রশাসনের তরফে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজকে প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। চিকিৎসক নার্সদেরও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে প্রস্তুতির।

বিহারের রাজধানী পাটনা থেকে অসমের গুয়াহাটিগামী ওই এক্সপ্রেস ট্রেনটি বৃহস্পতিবার বিকেল পাঁচটা নাগাদ দোমোহনির কাছে দুর্ঘটনায় পড়ে। দুর্ঘটনার খবর পাওয়া মাত্রই আলিপুরদুয়ার থেকে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় একটি উদ্ধারকারী দল। ট্রেনটির ৪-৫টি বগি দুমড়ে মুচড়ে গিয়েছে। তার জেরে হতাহতের সংখ্যা বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। দুর্ঘটনার সময় ট্রেনটির গতিবেগ ঘণ্টায় ৪০ কিলোমিটার ছিল বলে প্রাথমিক ভাবে খবর পাওয়া গিয়েছে।

ভারতীয় রেল জানিয়েছে, গুয়াহাটি-বিকানের এক্সপ্রেস ১৫৬৩৩ দুর্ঘটনায় উচ্চ-পর্যায়ের তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রেলের পক্ষ থেকে দেওয়া হেল্পলাইন নম্বর হল-০৩৬১২৭৩ ১৬২২ এবং ০৩৬১২৭৩১৬২৩। পাটনা জংশনের মুখ্য রিজার্ভেশন সুপারভাইজার রাজেশ কুমার জানিয়েছেন, পাটনা জংশন থেকে ৯৮ জন যাত্রী ওই ট্রেনে উঠেছিলেন। এছাড়াও ৯ জন মোকামা থেকে ও দু''জন বখতিয়ারপুর থেকে।

সপা-কে খোঁচা রাউতের, বললেন উত্তর প্রদেশে কোনও দলের সঙ্গে জোট নয়

লখনউ, ১৩ জানুয়ারি (হি.স.): উত্তর প্রদেশে কোনও দলের সঙ্গে জোট করবে না শিবসেনা। জানিয়ে দিলেন শিবসেনার সাংসদ ও নেতা সঞ্জয় রাউত। একইসঙ্গে অখিলেশ যাদবের সমাজবাদী পার্টিকে খোঁচা দিয়ে সঞ্জয় রাউত বলেছেন, সমাজবাদী পার্টির সঙ্গে মতাদর্শগত পার্থক্য রয়েছে শিবসেনার। উত্তর প্রদেশে এবার পরিবর্তন আনাই লক্ষ্য বলে জানিয়েছেন সঞ্জয় রাউত।

ইতিমধ্যেই সঞ্জয় রাউত জানিয়েছেন, উত্তর প্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনে ৫০ থেকে ১০০টি আসনে লড়বে শিবসেনা। এরপর বৃহস্পতিবার সকালে তিনি বলেছেন, 'উত্তর প্রদেশে কোনও জোটের মধ্যে থাকছে না শিবসেনা। সমাজবাদী পার্টির সঙ্গে আমাদের মতাদর্শগত পার্থক্য রয়েছে, আমরা উত্তর প্রদেশে পরিবর্তন চাইছি। উত্তর প্রদেশে আমরা দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছি, কিন্তু আমরা কখনও নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিনি শুধুমাত্র বিজেপিকে আঘাত না করার জন্য।' উল্লেখ্য, উত্তরপ্রদেশে সাত দফায় ভোট হবে। প্রথম দফা ১০ ফেব্রুয়ারি, দ্বিতীয় দফা ১৪ ফেব্রুয়ারি, তৃতীয় দফা ২০ ফেব্রুয়ারি, চতুর্থ দফা ২৩ ফেব্রুয়ারি, পঞ্চম দফা ২৭ ফেব্রুয়ারি, ষষ্ঠ দফা ৩ মার্চ এবং সপ্তম দফা ৭ মার্চ। ভোটগণনা হবে ১০ মার্চ।

কুয়াশার সুযোগে নদিয়ার সীমান্তে বাড়ছে চোরাচালান, সতর্কতা জারি বিএসএফের

নদিয়া, ১৩ জনুয়ারি (হি. স.) : কুয়াশার কারণে দৃশ্যমানতা খুবই কম। বিশেষ করে চাষের জমিতে দাঁড়িয়ে পাঁচ-দশফুট দূর কী রয়েছে বোঝা সম্ভব নয়। আর এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে কাজ হাসিল করতে চাইছে চোরাকারবারিরা। কুয়াশায় ঢাকা সর্ষেখেতকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করছে তারা। রাত বাড়লেই পোয়াবারো চোরা কারবারীদের। কারণ, সীমান্তের অধিকাংশ জায়গায় হাইমাস্ট লাইট থাকলেও পর্যাপ্ত পরিমাণে আন্টি ফগ লাইটের ব্যবস্থা নেই। এই সুযোগই কাজে লাগাতে সম্প্রতি মরিয়া হয়ে উঠছে পাচারকারিরা। সম্প্রতি মালদা চোরাচালান আটকাতে গিয়ে ১৫৯ নম্বর ব্যাটেলিয়ানের কনস্টেবল বিবেক তেওয়ারি প্রাণ দিয়েছেন। বিএসএফ সূত্রে জানা গিয়েছে, চোরাকারবারিদের ধরতে গিয়ে জলে ডুবে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। ওই ঘটনার পরই নদিয়ার সীমান্তেও সতর্কতা জারি করেছে বিএসএফ। বৃহস্পতিবার বিএসএফের দক্ষিণবঙ্গ ফ্রন্টিয়ারের এক কর্তা বলেন, পাচারকারিদের জন্য এই সময়টা অনুকূল। আবহাওয়ার খোঁজখবর সাধারণ মানুষের চেয়ে ওরা বেশি রাখে। তাছাড়া রাতের দিকে মোটামুটি আন্দাজ পাওয়া যায়, ভোরের দিকে কুয়াশা কেমন হবে। সেভাবে ওরা পাচারের যাবতীয় পরিকল্পনা নেয়। তবে আমাদের জওয়ানরাও জীবন বাজি রেখে চোরাকারবার আটকাতে সবসময় সচেষ্ট। তবে কুয়াশার কারণে মাঝেমধ্যে আমাদেরও নজরদারিতে সমস্যা হয়। কারণ ঘন কুয়াশার সঙ্গে মোকাবিলার মতো অত্যাধুনিক আন্টি ফগ লাইটের ব্যবস্থা সব জায়গায় নেই। তাছাড়া কুয়াশার মধ্যে বায়নোকুলার কিংবা নাইট ভিশন ক্যামেরাও ঠিকমতো কাজ করে না, তাই সারাবছর কমবেশি পাচারের ঘটনা ঘটলেও শীতের মরশুমে সীমান্তের চোরাকারবার কয়েকগুণ বেড়ে যায়। বৃহস্পতিবার বিএসএফ সূত্রে জানা গিয়েছে, জেলায় প্রায় ২০ কিলোমিটার এলাকায় কাঁটাতারের বেড়া নেই। ফলে বাংলাদেশ সীমান্তে অনায়াসে চোরাচালান চলে। সম্প্রতি নদিয়ার চাপড়ার সীমান্তবর্তী এলাকা থেকে প্রায় দু'লক্ষ টাকার প্রসাধনী সামগ্রী ও ওষুধ উদ্ধার করেছে বিএসএফ। এছাড়া কয়েকদিন আগে দামি পাখিও উদ্ধার হয়েছে। সূত্রের খবর, এইসময় সীমান্তের কাঁটাতার লাগোয়া অধিকাংশ কৃষিজমিতে সর্ষে চাষ হচ্ছে। সে কারণে মানব পাচারকারীরাও ওই জমি ব্যবহার করছে। কারণ, ওই জমির ভিতর দিয়ে সহজেই জওয়ানদের নজর এড়িয়ে এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে মিলিয়ে যাওয়া যায়। পাশাপাশি দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার জন্য অপেক্ষায় থাকে কারবারিরা। নদিয়ার চাপড়ার মহাখোলা, হাটখোলা সীমান্তবর্তী এলাকার বাসিন্দাদের অনেকেই বলেন, বছর কয়েক আগে এলাকায় হাইমাস্ট লাইটের ব্যবস্থা হয়েছে। তাতে বছরের অন্যান্য সময় রাতে এলাকা আলোকিত থাকে। কিন্তু শীতের সময় কুয়াশার কারণে ওই আলোর তীব্রতা কমে যায়। অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার না হলে কোনওভাবেই শীতের মুরশুমে চোরাচালান আটকানো সম্ভব নয়। যদিও এইসময় জওয়ানরাও বাড়তি সর্তকতা অবলম্বন করেন। কিন্তু তা সত্বেও চোরাকারবারের ঘটনা পুরোপুরি আটকানো সম্ভব হচ্ছে না। পাচার আটকাতে গোয়েন্দা শাখাকেও সক্রিয় রাখছে বিএসএফ।

ওমিক্রনের প্রকোপ কমছেই না

ভারতে করোনার নয়া রূপে আক্রান্ত ৫,৪৮৮

নয়াদিল্লি, ১৩ জানুয়ারি (হি.স.): করোনার নতুন প্রজাতি ওমিক্রনে আক্রান্তের সংখ্যা দ্রুততার সঙ্গে বাড়ছে ভারতে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে ৬২০ জনের শরীরে মিলেছে ওমিক্রনের হদিশ। বৃহস্পতিবার সকাল পর্যন্ত দেশে ওমিক্রনে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ৫ হাজার ৪৮৮-তে পৌঁছে গিয়েছে, ওমিক্রনে সংক্রমিত ২, ১৬২ জন ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, দেশের মোট ২৮টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে সন্ধান মিলেছে ওমিক্রনের। ওমিক্রনের আক্রান্তের নিরিখে শীর্ষে মহারাষ্ট্র, তারপর রাজস্থান ও দিল্লি।মহারাষ্ট্রে ওমিক্রনে মোট আক্রান্ত হয়েছেন ১,৩৬৭ জন, রাজস্থানে আক্রান্ত ৭৯২ জন, দিল্লিতে ৫৪৯ জন, কেরলে ৪৮৬ জন, কর্নাটকে ৪৭৯ জন, পশ্চিমবঙ্গে ২৯৪ জন, উত্তর প্রদেশে ২৭৫ জন, তেলেঙ্গানায় ২৬০ জনগুজরাটে ২৩৬ জন, তামিলনাড়ুতে ১৮৫ জন, ওডিশায় ১৬৯ জন, হরিয়ানায় ১৬২ জন, অন্ধ্রপ্রদেশে ৬১ জন, মেঘালয়ে ৩১ জন, বিহারে ২৭ জন, পঞ্জাবে ২৭ জন, জম্মু ও কাশ্মীরে ২৩ জন, গোয়ায় ২১ জন, মধ্যপ্রদেশে ১০ জন, অসমে ৯ জন, উত্তরাখণ্ডে ৮ জন, ছত্তিশগড়ে ৫ জন, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে ৩ জন, চন্ডীগড়ে ৩ জন, লাদাখে দু''জন, পুদুচেরিতে দু''জন, হিমাচল প্রদেশে একজন ওমিক্রনে আক্রান্ত ও মণিপুরে একজন ওমিক্রনে আক্রান্ত হয়েছেন।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ওমিক্রনে আক্রান্ত ৫,৪৮৮ জনের মধ্যে ইতিমধ্যেই ১,২,১৬২ জন সুস্থ হয়েছেন। মহারাষ্ট্রে সুস্থ হয়েছেন ৭৩৪ জন, রাজস্থানে ৫১০ জন, দিল্লিতে সুস্থ হয়েছেন ৫৭ জন, কেরলে ১৪০ জন, কর্নাটকে ২৬ জন, পশ্চিমবঙ্গে ১০ জন, উত্তর প্রদেশে ৬ জন, তেলেঙ্গানায় ৪৭ জন, গুজরাটে ১৮৬ জন সুস্থ হয়েছেন, তামিলনাড়ুতে ১৮৫ জন সুস্থ, ওডিশায় ৮ জন, হরিয়ানায় ১৪৬ জন, অন্ধ্রপ্রদেশে ৯ জন, মেঘালয়ে ১৬ জন, পঞ্জাবে ১৬ জন, জম্মু-কাশ্মীরে ৬ জন, গোয়ায় ১৯ জন, মধ্যপ্রদেশে ১০ জন, অসমে ৯ জন, উত্তরাখণ্ডে ৮ জন, ছত্তিশগড়ে ৫ জন, চন্ডীগড়ে ৩ জন, লাদাখে দু''জন, পুদুচেরিতে দু''জন, হিমাচল প্রদেশে একজনই সুস্থ ও মণিপুরে ওমিক্রনে আক্রান্ত একজন সুস্থ হয়েছেন।

আইসিইউ অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা চালু হবে রানাঘাট পুরসভায়

নদিয়া, ১৩ জনুয়ারি (হি. স.) : নদিয়া জেলায় প্রথমবার রানাঘাট পুরসভার উদ্যোগে আইসিইউ অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা চালু করতে চলেছে। এজন্য পুরসভার নিজস্ব তহবিল থেকে প্রায় ৩৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরেই শহরের বাসিন্দারা অত্যাধুনিক প্রযুক্তির আইসিইউ অ্যাম্বুলেন্সের দাবি জানিয়ে আসছিলেন। সেইমতো পুরসভা উদ্যোগ নেওয়ায় খুশি বাসিন্দারা। চলতি সপ্তাহে আনুষ্ঠানিকভাবে ওই অ্যাম্বুলেন্সের উদ্বোধন করা হবে। পুরসভার প্রশাসকমন্ডলীর চেয়ারম্যান কোশলদেব বন্দোপাধ্যায় বলেন, জেলায় একমাত্র কল্যাণীতে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার আইসিইউ অ্যাম্বুলেন্স ছিল। ফলে বেশিরভাগ সময় সঙ্কটজনক রোগীকে কলকাতার বড় হাসপাতালে নিয়ে যেতে সমস্যায় পড়তে হতো। তাই শহরবাসীর চাহিদামতো এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এইজন্য রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য আমাদের উৎসাহিত করেছেন। তবে রানাঘাট পুরসভা ওই অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করলেও পার্শবর্তী এলাকার বাসিন্দারাও এর পরিষেবা পাবেন।কারণ রোগীর জীবন বাঁচানোই আমাদের আমাদের একমাত্র লক্ষ্য। জানা গিয়েছে, কলকাতা থেকে ওই অ্যাম্বুলেন্সটি তৈরি করে আনা হবে। ওই অ্যাম্বুলেন্সে ট্রান্সপোর্ট ভেন্টিলেটর, কার্ডিয়াক পেশেন্ট মনিটর, ডিফিব্রিলেটর, সাকশন মেশিন, অটো লোডার স্ট্রেচার, আম্বু ব্যাগ প্রভৃতির ব্যবস্থা থাকবে। হাসপাতালের আইসিইউ বিভাগের মতো অ্যাম্বুলেন্সে একজন প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত টেকনিশিয়ান রাখা হবে। চিকিৎসকরা জানান, এতদিন রানাঘাট মহাকুমা হাসপাতাল থেকে কলকাতার বড় হাসপাতালে রোগী স্থানান্তরের ক্ষেত্রে বড় সমস্যা ছিল। অ্যাম্বুলেন্স মিললেও অক্সিজেন পরিষেবা ছাড়া অন্য সাপোর্ট রোগীদের অ্যাম্বুলেন্সে দেওয়া সম্ভব হতো না। এই ধরনের উদ্যোগ নিশ্চিতভাবেই রোগী স্থানান্তরের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। পুরসভা সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, অ্যাম্বুলেন্সটি উদ্বোধনের পরই বোর্ড কমিটির মিটিংয়ে ভাড়ার বিষয়টি চূড়ান্ত করা হবে।

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায় কল্যাণের মন্তব্যে প্রশ্ন রাজনৈতিক মহলে

কলকাতা, ১৩ জানুয়ারি (হি. স.) : তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্যে রাজ্য সরকারকেই চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে। দলের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্যে প্রশ্ন উঠেছে রাজনৈতিক মহলে। এই মুহূর্তে সব রকম জমায়েত এবং ভোট না হওয়ার ওপর প্রকাশ্যে সওয়াল করেছেন অভিষেক। জেলা প্রশাসনের কাছ থেকে নির্দিষ্ট কোনও সংখ্যা পাওয়া না গেলেও একটি সূত্র জানিয়েছে, দিনভর কলকাতা হয়ে অসংখ্য বাস এবং অন্যান্য পরিবহণে কয়েক হাজার মানুষ গঙ্গাসাগরে পৌঁছেছেন। এই প্রেক্ষাপটেই আবার সব কর্মসূচি বন্ধ রাখা নিয়ে অভিষেকের বক্তব্যের বিরুদ্ধে বৃহস্পতিবার প্রকাশ্যে সংবাদমাধ্যমের কাছে মুখ খুলেছেন তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিষেক বলেছিলেন, ওই মত তাঁর ব্যক্তিগত। কল্যাণবাবুর মতে, "দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের পদটি সর্বক্ষণের। তাই এই পদে থেকে কারও ব্যক্তিগত কোনও মত থাকতে পারে না। অনেক বিষয়ে আমারও ব্যক্তিগত মত আছে। দলীয় শৃঙ্খলার কারণেই তা প্রকাশ্যে বলা যায় না। এটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের বিরুদ্ধাচারণ। এ ভাবে রাজ্য সরকারকেই চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে।" এই সঙ্গে খোঁচা দিয়ে কল্যাণবাবু এ দিন বলেন , "বর্ষবরণের দিনে ডায়মন্ড হারবারে ফুটবল প্রতিযোগিতার আয়োজন হয়েছিল সেখানে কয়েক হাজার মানুষ ছিলেন। মুম্বইয়ের গায়ককে এনে জলসা হয়েছিল। সেখানে কি সংক্রমণের সম্ভাবনা ছিল না?" তৃণমূলের তরফে এখনও কল্যাণবাবুর মন্তব্য নিয়ে প্রতিক্রিয়া জানানো হয়নি। তবে, প্রশ্ন উঠছে বিভিন্নমহলে ডায়মন্ড হারবারে অভিষেকের উদ্যোগে রেকর্ড সংখ্যক করোনা পরীক্ষা নিয়ে বিরোধীরা প্রশাসনের বিরুদ্ধে পক্ষাপাতিত্বের অভিযোগ করেছেন। সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তী বলেন, "রাজ্যে পরীক্ষার কিট কমছে আর ডায়মন্ড হারবারে বেড়ে গেল। রাজ্যে সংক্রমণের হার বাড়ছে আর সেখানে তা কমে গেল। একটা জায়গাকে মডেল তৈরি করতে এ সব করা হচ্ছে।"রাজ্য বিজেপির মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্যের কটাক্ষ, "ওই মডেল দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে মুখ্যমন্ত্রী সারা রাজ্যে তা চালু করে দিন। সকলের পরীক্ষা হোক, সকলে মাস্ক পান।"

দেশে দৈনিক আক্রান্ত আড়াই লক্ষের দোরগোড়ায়, সংক্রমণের হার ১৩ শতাংশ পার

নয়াদিল্লি, ১৩ জানুয়ারি (হি.স) : ভয়াবহ থেকে আরও ভয়াবহ হচ্ছে দেশের কোভিড গ্রাফ। দৈনিক আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে রীতিমতো উল্কার গতিতে। দু'লক্ষ ছাড়িয়ে আড়াই লক্ষের কাছে পৌঁছে গেল দেশের দৈনিক কোভিড সংক্রমণ। গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে আক্রান্ত হয়েছেন ২ লক্ষ ৪৭ হাজার ৪১৭ জন। বুধবার আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ১ লক্ষ ৯৪ হাজার ৭২০। সঙ্গে সংক্রমণের হারও ১১ থেকে বেড়ে হয়েছে ১৩ শতাংশ। যেনতেন প্রকারেণ সংক্রমণের গতি নিয়ন্ত্রণ করা না গেলে করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ের মতো এবারেও ভেঙে পড়তে পারে দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা। বৃহস্পতিবার স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রকের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ২ লক্ষ ৪৭ হাজার ৪১৭ জন। যা আগের দিনের থেকে প্রায় ২৭ শতাংশ বেশি। আগের দিন যেখানে আক্রান্তের সংখ্যাটা ১৫ শতাংশ বেরেছিল, সেখানে এই আজ এই বিরাট বৃদ্ধি রীতিমতো উদ্বেগের। দেশের পটিজিভিটি রেট রাতারাতি বেড়ে হয়েছে ১৩.১১ শতাংশ। সাপ্তাহিক পজিটিভিটি রেটও বেড়ে হয়েছে ১০ শতাংশ। এখনও পর্যন্ত দেশে মোট ওমিক্রন আক্রান্ত ৫ হাজার ৪৮৮ জন। এদের মধ্যে সুস্থ হয়েছেন ২ হাজার ১৬২ জন।গত ২৪ ঘণ্টায় দেশের মধ্যে সবথেকে বেশি আক্রান্ত হয়েছে মহারাষ্ট্রে। ৪৬ হাজার ৭২৩ জন করোনায় সংক্রমিত। দ্বিতীয় স্থানে থাকা দিল্লিতে তা সাড়ে ২৭ হাজার ছাড়িয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে আক্রান্ত ২২ হাজার ১৫৫ জন। কর্নাটক (২১,৩৯০) এবং তামিলনাড়ুতেও (১৭,৯৩৪) গত ২৪ ঘণ্টায় আক্রান্ত অনেকটাই বেড়েছে। কেরলে বেড়ে ১২ হাজার এবং উত্তরপ্রদেশে তা সাড়ে ১৩ হাজার ছাড়িয়েছে। রাজস্থান, গুজরাত এবং ওড়িশায় দৈনিক সংক্রমণ ১০ হাজারের দোরগোড়ায় পৌঁছে গিয়েছে। বিহার, পঞ্জাব, ঝাড়খণ্ড, হরিয়ানা, ছত্তীসগঢ় এবং গোয়াতেও আক্রান্তের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। মধ্যপ্রদেশ, তেলঙ্গানা, অসম, উত্তরাখণ্ড, হিমাচলেও আক্রান্ত বাড়তে শুরু করেছে।

ত্রিপুরা পুলিশের উদ্যোগে স্বচ্ছ ভারত অভিযান কর্মসূচি আগরতলায়। ছবি নিজস্ব।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

বয়সের ছাপ কমিয়ে রাখতে পারে যে চা

চা পানে সতেজভাব আসে। তবে সব চা বয়সের ছাপ ধীর করতে পারে না।

সতেজভাব, মাথা ধরা সারানো বা আড্ডা জমাতে- প্রতিদিন চা পানের এরকম বহু কারণ থাকতে পারে।

ধরন অনুযায়ী চায়ের উপকারিতাও ভিন্ন। তবে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ পানীয় বয়স্ক হওয়ার বিরুদ্ধে লড়তে পারে।

আর বিশেষজ্ঞদের মতে এই ধরনের পানীয়র মধ্যে রয়েছে গ্রিন টি। যুক্তরাষ্ট্রের শরীরচর্চা ও রূপ-বিষয়ক প্রতিষ্ঠান 'টোটাল শেইপ'য়ের সহকারী প্রতিষ্ঠাতা, পুষ্টিবিদ ও প্রশিক্ষক মাইকেল গ্যারিকো ইটদিস নটদ্যাট ডটকম'য়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলেন, ''গ্রিন টি'তে আছে 'এপিগ্যালোক্যাটেচিন গ্যালেট' নামক অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট যা ত্বকের মৃতপ্রায় কোষকে পুনুরুজ্জীবিত করতে সহায়তা করে।''

তিনি আরও জানান, এই পানীয়তে থাকে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন বি এবং ই। যা ত্বকের সুস্থতার জন্য উপকারী। ভিটামিন বি-২ ত্বককে সতেজ রাখে ও তারুণ্য ফুটিয়ে তোলে। ভিটামিন ই ত্বকের নতুন কোষ গঠনে সহায়তা করে। আর মসৃণতা বাড়ানোর পাশাপাশি উজ্জ্বলভাব ফুটিয়ে তোলে।

যুক্তরাষ্ট্রের নিবন্ধিত পুষ্টিবিদ ট্রিস্টা বেস্ট'য়ের মতে, বয়স্কভাব রোধের জন্য সেরা পছন্দ হতে পারে গ্রিন টি।

তিনি বলেন, ''গ্রিন টি অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ আর নানান স্বাস্থ্যগুণে ভরপুর। অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট দুর্বলতা কাটানো, প্রদাহ এমনকি ক্যান্সারের ঝুঁকি কমানোর পাশাপাশি সার্বিক সুস্থতার ওপর প্রভাব রাখে।''

''এই অ্যান্টিঅক্সিডেন্টগুলো উন্মুক্ত রেডিকেলের কারণে হওয়া কোষের ক্ষয় কমায় যা বিপাক ধীর হওয়ার জন্য দায়ী। ফাইটোনিউট্রিয়েন্টস ও অ্যামিনো অ্যাসিডের ভেষজ পানীয় হিসেবে গ্রিন টি পান করা যায়।''

যুক্তরাষ্ট্রের আরেক পুষ্টিবিদ জুলিয়ানা টামায়ো একইভাবে গ্রিন টি'কে বয়স ধীর করার ভালো উপায় বলে মনে করেন।

টামায়ো ইট দিস, নট দ্যাট'কে জানান, গ্রিন টি 'নিউরোপ্রোটেক্টিভ' উপাদান হিসেবে কাজ করে যা জ্ঞানীয় ক্ষয় কমাতে সহায়তা করে এবং বার্ধক্যজনিত রোগের ঝুঁকি কমায়।

তবে পুষ্টিবিদ গ্যারিকো সতর্ক করে দিয়ে বলেন, ''প্রয়োজনের তুলনায় উচ্চ মাত্রায় গ্রিন টি পান করা ক্ষতিকর হতে পারে। এর ফলে মাথা ব্যথা, বমিভাব, ঘুমের সমস্যা, বমি, ডায়ারিয়া, অস্বস্তি, অনিয়ন্ত্রিত হৃদগতি, কাঁপুনি, বুক জ্বালা, মাথা ঘোরানো, কানে শব্দ হওয়া ইত্যাদি হতে পার।''

গ্রিন টি'তে থাকা রাসায়নিক উপাদান বেশি পরিমাণে গ্রহণ করলে অনেকক্ষেত্রে যকৃতের ক্ষতিও হতে পারে বলে জানান তিনি।

স্তনের সুস্বাস্থ্য বজায় রাখতে ৮ অভ্যাস

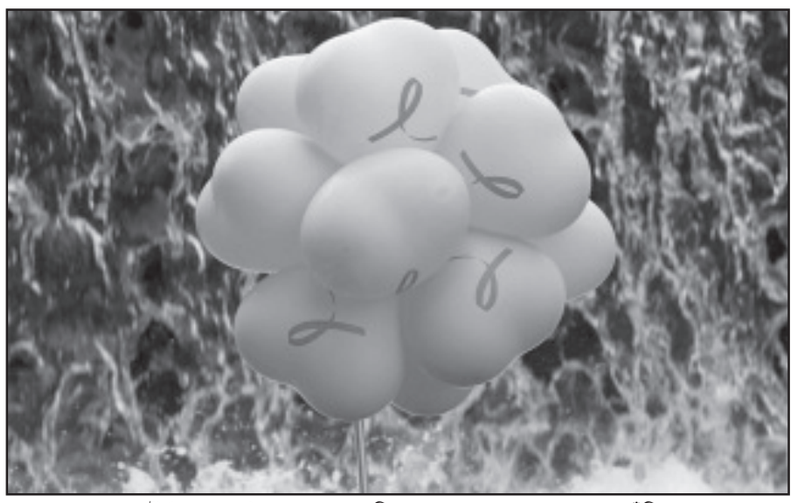

বিশ্বব্যাপি নারীদের মৃত্যুর কারণের তালিকায় স্তন ক্যান্সারের অবস্থান দ্বিতীয়। 'আমেরিকাল ক্যান্সার সোসাইটি'র তথ্য মতে, ''প্রতি আটজন নারীর মধ্যে একজন তার জীবনকালে এই রোগে আক্রান্ত হন।''

'বেভারলি হিলস'য়ে অবস্থিত 'পিঙ্ক লোটাস ব্রেস্ট সেন্টার'য়ের 'ব্রেস্ট ক্যান্সার সার্জন' ডা. ক্রিস্টি ফাঙ্ক 'রিয়েলসিম্পল ডটকম'য়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলেন, ''পাঁচ থেকে ১০ শতাংশ স্তন ক্যান্সারের পেছনে বংশগত কারণ দায়ী থাকে। ১৩ শতাংশ রোগীর 'ফার্স ডিগ্রি রিলেটিভ' থাকেন যাদের এই রোগ ছিল।''

ক্রিস্টি ফাঙ্ক তার 'ব্রেস্টস: দ্য ওনার'স ম্যানুয়াল' বইতে লিখেছেন, ''জিনগত ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের বাইরে হলেও, মনে রাখা জরুরি যে সিংহভাগ স্তন ক্যান্সার নারীর নিজের নিয়ন্ত্রণে। দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় কিছু অভ্যাস গড়ে তোলার মাধ্যমে এই প্রাণঘাতি রোগকে দূরে রাখা সম্ভব।''

পরীক্ষা করা: ঋতুস্রাব শুরু হয়ে গেলেই প্রতিটি নারীর উচিত প্রতি মাসে নিজেই নিজের স্তন পরীক্ষা করানো। দেখতে হবে স্তনে এমন কোনো দাগ কিংবা 'লাম্প' বা গোটা টের পাওয়া যায় কি-না যা আগে ছিল না।

কীভাবে পরীক্ষা করতে হবে তা জানতে অনলাইনে 'টিউটোরিয়াল' দেখতে পারেন কিংবা সরাসরি চিকিৎসকের কাছ থেকে শিখে নিতে হবে।

ম্যামোগ্রাম: নিজে পরীক্ষা তো করবেনই, বয়স যখন ৪০'য়ের কোঠায় পৌঁছাবে তখন নিয়মিত 'ম্যামোগ্রাম' করতে হবে।

'বেভারলি হিলস'য়ের 'বেডফোর্ড ব্রেস্ট সেন্টার'য়ের স্তন-স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ ডা. হেদার রিচার্ডসন বলেন, ''৪০'য়ের পর থেকে 'ম্যামোগ্রাম' করানো সাধারণ নির্দেশনা। তবে চিকিৎসক এতে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনতে পারেন। যেমন, পরিবারে যদি কারও স্তন ক্যান্সার থাকে তবে আরও আগে থেকেই 'ম্যামোগ্রাম' করানোর পরামর্শ দিতে পারেন চিকিৎসক। আপনার স্তনের ঘনত্ব জানা যাবে এই 'ম্যামোগ্রাম' থেকে। যার স্তনের ঘনত্ব বেশি তার জন্য বাড়তি কিছু পরীক্ষার প্রয়োজন হতে পারে।''

উদ্ভিজ্জ খাবার: ডা. ফাঙ্ক বলেন, ''যখনই কিছু খাই তখনই আমরা ক্যান্সারের কাছে কিংবা দূরে যাই। আর এখানে কোনো সন্দেহই নেই যে উদ্ভিজ্জ উৎস থেকে আসা খাবার স্তনের সুস্বাস্থ্যের জন্য উপকারী।''

এ ধরনের খাবার ক্যান্সারের বিরুদ্ধে সুরক্ষা কবচ তৈরি করে। অপরদিকে প্রাণিজ উৎসের খাবার ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়ায় 'ইস্ট্রোজেন' হরমোনের মাত্রা বাড়ানোর মাধ্যমে। আর এই হরমোনই ৮০ শতাংশ স্তন ক্যান্সার কোষের জ্বালানি যোগায়।

উদ্ভিজ্জ উৎসের খাবার এই প্রভাবকে প্রশমিত করতে পারবে।

বিশেষ তিনটি খাবার: স্তন ক্যান্সার থেকে সুরক্ষিত থাকতে খাদ্যাভ্যাসে প্রতিদিন থাকা চাই ব্রকলি, সয়া এবং তিশির গুঁড়া।

ডা. ফাঙ্ক বলেন, ''আধা কাপ কাঁচা কিংবা ভাপে সিদ্ধ ব্রকলি খাওয়ার মাধ্যমে শরীরে ক্যান্সারের সঙ্গে লড়াইকারী 'আইসোথাইয়োসায়ানেইটস' নামক উপাদানের মাত্রা বাড়ানো যায়। খাওয়ার সময় ব্রকলি ভালোভাবে চিবাতে হবে। এতে ব্রকলির বিভিন্ন 'মলিকিউল' মিশে তৈরি হবে 'সালফোরাফেন।''

ডা. ফাঙ্কের ভাষায়, এই উপাদান স্তন ক্যান্সারের জন্য দায়ী কোষগুলো খুঁজে বের করে ধ্বংস করতে অনন্য।

এরপর প্রতিদিন দুই থেকে তিন বেলা সয়া খেতে হবে। সয়া স্তন ক্যান্সার হওয়া, একবার সেরে যাওয়া পর আবার ফিরে আসা এবং তা থেকে মৃত্যু সবকিছুই দমাতে অত্যন্ত সহায়ক।

আর খেতে হবে এক টেবিল-চামচ তিশির গুঁড়া। যা একটি শক্তিশালী ক্যান্সার রোধকারী 'ফাইটোনিউট্রিয়েন্ট' সরবরাহ করে, যার নাম 'লিগনান্স'।

অ্যালকোহল বাদ: ডা. ফাঙ্ক বলেন, ''অ্যালকোহলের কোনো নিরাপদ পরিমাণ নেই। এটি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে দুর্বল করে, 'ইস্ট্রোজেন'য়ের মাত্রা বাড়ায়। পাশাপাশি শরীরের 'ফোলেইট' উপাদানটিকে 'মিথাইলফোলেইট'য়ে পরিণত করার ক্ষমতাকে প্রভাবিত করে অ্যালকোহল।''

'মিথাইলফোলেইট'য়ের কাজ হল জিনগত বৈশিষ্ট্য রক্ষা করা। এসবই স্তন ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়ায়। চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে 'মিথাইলফোলেইট'য়ের 'সাপ্লিমেন্ট' নেওয়া যায়।

শারীরিক পরিশ্রম: যারা নিয়মিত শরীরচর্চা করেন তাদের স্তন ক্যান্সারের ঝুঁকি ২০ শতাংশ কম বলে দাবি করেন ডা. রিচার্ডসন। অপরদিকে অলস জীবনযাত্রা এই রোগের ঝুঁকি বাড়ায় ৪০ শতাংশ, যোগ করেন ডা. ফাঙ্ক।

তার মানে এই নয় যে প্রচুর ব্যায়াম করতে হবে।

ডা. ফাঙ্ক বলেন, 'দৈনিক মাত্র ১১ মিনিট ব্যায়াম করলে স্তন ক্যান্সারের ঝুঁকি কমে ১৮ শতাংশ। শুধু হাঁটাহাঁটিই হতে পারে এই ব্যায়াম।''

স্বাস্থ্যকর ওজন: অতিরিক্ত ওজন নানান স্বাস্থ্য সমস্যা ডেকে আনে, এমনকি স্তন ক্যান্সারও।

ডা. ফাঙ্ক বলছেন, ''অতিরিক্ত ওজন, 'ওবেসিটি' রজঃবন্ধ হয়ে যাওয়া নারীদের স্তন ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়ায় ৫০ থেকে ২৫০ শতাংশ। এদের মধ্য থেকে ৫০ শতাংশের মৃত্যুর জন্যও দায়ী হবে অতিরিক্ত ওজন।''

বিপদের ইঙ্গিত: স্তনে নতুন কিছু চোখে পড়লেই চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে দ্রুত।

ডা. ফাঙ্ক বলেন, ''বেশিরভাগ ক্ষেত্রে স্তনে নতুনভাবে দেখা দেওয়া যে কোনো বিষয়ই হবে সাধারণ, ভয়ের কোনো কারণ থাকবে না। তাই বলে চিকিৎসককে বার বার দেখালে কেউ বিরক্ত হবে না।''

ঝুঁকিপূর্ণ ইঙ্গিত হতে পারে নতুন কোনো 'লাম্প' বা গোটা, ফুলে যাওয়া, স্তন কিংবা বৃন্তে ব্যথা, বৃন্ত ছোট হওয়া ইত্যাদি।

চুল কালো করার ঘরোয়া উপায়

প্রাকৃতিক উপাদান ব্যবহার করে কোনো পার্শপ্রতিক্রিয়া ছাড়া সাদা চুল কালো করা যায়।

বর্তমানে কেবল বয়সের জন্যই নয় খাদ্যাভ্যাস, পরিবেশ, আবহাওয়া ইত্যাদি নানান কারণে চুল সাদা হয়ে যাওয়ার প্রবণতা দেখা দেয়।

শিবানী'জ অ্যারোমা'র কর্ণধার রূপবিশেষজ্ঞ শিবানী দে প্রাকৃতিক উপায়ে চুল কালো করতে ভেষজ উপাদান দিয়ে মাস্ক তৈরির পদ্ধতি ও উপকারিতা সম্পর্কে জানান।

উপকরণ

নারিকেল তেল ১০০ মি.লি.। আমলকির গুঁড়া ২ চা-চামচ। মেথি গুঁড়া ২ চা-চামচ। কালোজিরা ২ চা-চামচ। কর্পুর গুঁড়া বা কর্পুরের তেল ১ চা-চামচ।

তৈরির পদ্ধতি

লোহার কড়াইয়ে ১০০ মি.লি. নারিকেল তেল নিয়ে এর মধ্যে দুই চা-চামচ আমলকির গুঁড়া ভালো মতো মিশিয়ে নিতে হবে।

এরপরে এর সঙ্গে মেথি ও কালোজিরার গুঁড়া নিয়ে ভালো

মতো মিশিয়ে নিতে হবে। সব উপকরণ ভালো মতো মিশে গেলে এর সঙ্গে এক চা-চামচ কর্পুর গুঁড়া যোগ করতে হবে।

মিশ্রণটি সারা রাত রেখে দিলে এর ঘনত্ব বাড়বে এবং রং অনেকটা কালচে হয়ে আসবে।

এই প্যাকটি যে কোনো পাত্রে রেখে সংরক্ষণ করা যাবে।

ব্যবহার বিধি

প্রাকৃতিক উপাদান রাতারাতি কাজ করে না। মাস্কটি সপ্তাহে দুবার করে নিয়মিত ব্যবহার করতে হবে।

মাথার ত্বক ও সম্পূর্ণ চুলে মাস্কটি ব্যবহার করে এক থেকে দেড় ঘণ্টা অপেক্ষা করে ধুয়ে ফেলতে হবে।

উপকারিতা

নারিকেল তেল চুলের স্বাস্থ্য ভালো রাখে। আমলকী, মেথি ও কালোজিরা চুলকে শক্ত ও কালো করতে সহায়তা করে। কর্পুর মাথার ত্বকের স্বাস্থ্য ভালো রাখে এমনকি উকুনও দূর করে।

এই মাস্ক ব্যবহারে সাদা চুল কালো হবে এবং নতুন চুল গজাবে। এছাড়াও চুলকে মসৃণ ও কোমল করতেও সহায়তা করে।

বয়সের ছাপ পড়া রোধ করতে চাইলে

ত্বকে বয়সের ছাপ পড়া স্বাভাবিক। তবে এই প্রক্রিয়া ধীর করা যায় নানান পন্থায়।

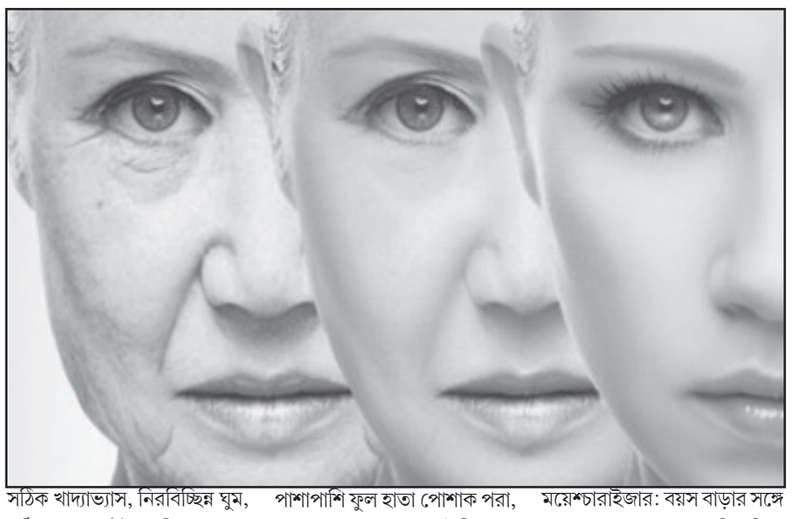

সঠিক খাদ্যাভ্যাস, নিরবিচ্ছিন্ন ঘুম, সঠিক রূপচর্চা ইত্যাদির মাধ্যমে ত্বকের তারুণ্য ধরে রাখা যায় বলে মনে করেন ভারতের 'ব্লসম কোচার গ্রুপ অব কম্পানিজ'য়ের পরিচালক ব্লসম কোচার।

ত্বকে বয়সের ছাপ ধীর করতে এই রূপবিশেষজ্ঞ বেশ কয়েকটি বিষয় খেয়াল রাখার পরামর্শ দেন 'টাইমস অফ ইন্ডিয়া'তে প্রকাশিত প্রতিবেদনে।

সানস্ক্রিন: বয়সের ছাপ কমানোর জন্য সবচেয়ে ভালো কাজ করে সানস্ক্রিন।

সূর্যালোক ত্বকের দাগছোপ, পিগমেন্টেইশন এমনকি বলিরেখাও দৃশ্যমান করতে ভূমিকা রাখে।

সূর্যালোক থেকে ত্বক সুরক্ষিত রাখতে রোদ বা মেঘলা দিনে ঘরে থাকলেও কম পক্ষে এসপিএফ ৩০ যুক্ত সানব্লক ব্যবহার করা প্রয়োজন।

সানব্লক বা সানস্ক্রিন ব্যবহারের পাশাপাশি ফুল হাতা পোশাক পরা, সানগ্লাস ব্যবহার এবং টুপি পরা শরীরকে সূর্যালোক থেকে সুরক্ষিত রাখে।

ঘুম: ঘুমের মধ্যে আমাদের শরীর পুনর্গঠিত হয়। এই সময় দেহে রক্ত সঞ্চালন বাড়ে, দাগছোপ হালকা হয় এবং বলিরেখা হ্রাস পায়।

ত্বক ভালো রাখতে দৈনিক সাত থেকে নয় ঘন্টা ঘুমানো প্রয়োজন। অনিয়মিত ঘুম জীবনযাত্রায় প্রভাব ফেলে। ফলে বয়সের ছাপ বাড়ে।

স্বাস্থ্যকর খাবার: অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ খাবার ত্বকের স্থিতিস্থাপকতা বাড়ায় এবং অকালে পড়া বয়সের ছাপ কমাতে সাহায্য করে।

বলিরেখা ও অন্যান্য বয়সের ছাপ ধীর করতে প্রচুর সবজি, ফলমূল, শাক, মরিচ, ব্রকলি, গাজর ইত্যাদি খাওয়া উপকারী।

এছাড়াও নানান রকমের ফল যেমন- ডালিম, বেরি, এবং খাবার তালিকায় জলপাইয়ের তেল যোগ করা ভালো ফলাফল দেয়।

ময়েশ্চারাইজার: বয়স বাড়ার সঙ্গে ত্বকে নিয়মিত ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করা উপকারী। যা ত্বক আর্দ ও সতেজ রাখে। এছাড়াও বয়সের ছাপ ও বলিরেখা দূর করতে সহায়তা করে।

ভিটামিন সি এবং এ সমৃদ্ধ ময়েশ্চাইজার ব্যবহার ত্বকের গভীরে প্রবেশ করে বয়সের ছাপ কমায়। এটা সূর্যরশ্মি থেকেও সুরক্ষিত থাকতে সহায়তা করে।

ত্বকের যত্নের প্রসাধনী: ত্বকের যত্নে প্রসাধনী কেনার সময় বয়সের ছাপ কমায় এমন প্রসাধনী বাছাই করা প্রয়োজন।

তাজা অ্যালো ভেরার জেলের সঙ্গে ল্যাভেন্ডার তেল মিশিয়ে ব্যবহার করা ত্বকে 'অক্সিজেন মলিকিউলস' বাড়ায় এবং রোদের কারণে হওয়া ত্বকের ক্ষতি কমায়। এই দুই উপাদান বলিরেখা কমানোর পাশাপাশি ত্বক টানটান রাখতে সহায়তা করে।

কেঁকড়ানো চুলের যত্নে ব্যবহার করুন

একরাশ কালো-ঘন চুল সবারই স্বপ্ন থাকে। সুন্দর চুল আমাদের বাহ্যিক সৌন্দর্য বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তবে মনের মতো চুল পেতে গেলে সঠিকভাবে চুলের যত্ন নেওয়া অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু চুলের যথাযথ যত্ন নেওয়াটা কিন্তু খুব একটা সহজ নয়। বিশেষ করে কেঁকড়ানো চুল দেখতে যতটা সুন্দর হয়, সামলানো কিন্তু ঠিক ততটাই কঠিন। কেঁকড়ানো চুলে জট পড়ার প্রবণতা অনেকটাই বেশি থাকে। তাই ভালো কন্ডিশনার ব্যবহার করা খুবই প্রয়োজন। বাজারে বিক্রিত রাসায়নিকযুক্ত কন্ডিশনারগুলি চুলের ক্ষতি করতে পারে। তাই কেঁকড়ানো চুলের যত্ন নিতে ব্যবহার করুন ঘরে তৈরি এই ৫টি কন্ডিশনার ১) ডিম এবং অলিভ অয়েল হেয়ার কন্ডিশনার কেঁকড়ানো চুলের জন্য ডিম দুর্দান্ত প্রাকৃতিক কন্ডিশনার। ডিম ভিটামিন-এ সমৃদ্ধ, যা সিবাম উৎপাদন বাড়ায়, চুলকে ময়শ্চারাইজ করতে সহায়তা করে। অলিভ অয়েলও চুলকে হাইড্রেট রাখতে সহায়তা করে। এই দু'টি উপাদানই চুলকে মসৃণ করতে সহায়তা করে। এই কন্ডিশনারটি তৈরি করতে, এক টেবিল চামচ অলিভ অয়েলের সাথে একটি ডিম নিয়ে ভালো করে ফেটিয়ে নিন। তারপরও এই মিশ্রণটি চুলে লাগিয়ে শাওয়ার ক্যাপ পরুন এবং ১০ মিনিটের জন্য কম তাপমাত্রায় ব্লো ড্রাই করুন। এরপর ঠান্ডা জল দিয়ে শ্যাম্পু করে নিন। ২) নারকেলের দুধ এবং মধুর হেয়ার কন্ডিশনার নরম বাউন্সি কেঁকড়ানো চুল পেতে এই কন্ডিশনারটি দুর্দান্ত কার্যকর। নারকেল দুধ ক্ষতিগ্রস্ত চুলকে মেরামত করতে সহায়তা করে। অপরদিকে মধু চুলকে নরম এবং ময়েশ্চারাইজ করে। এই কন্ডিশনারটি তৈরি করতে, এক কাপ নারকেলের দুধে ৪ টেবিল চামচ মধু মিশিয়ে নিন। চুলে শ্যাম্পু করার পরে, ওই মিশ্রণটি ভালো করে পুরো চুলে লাগিয়ে ১০ মিনিট রেখে দিন। তারপর ঠান্ডা জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। ৩) ক্যাস্টর অয়েল এবং ডিমের কন্ডিশনার চুলের বৃদ্ধি করতে ও চুল পড়া কমাতে ক্যাস্টর অয়েল খুব উপকারি। অপরদিকে, ডিম প্রোটিন এবং অ্যামিনো অ্যাসিডের উৎস, যা চুলের প্রাকৃতিক তেল সংরক্ষণ করে, চুলকে বাউন্সি এবং ঝকঝকে করে তুলতে সহায়তা করে। একটি ডিমের সাথে এক টেবিল চামচ ক্যাস্টর অয়েল নিয়ে ভালো করে ফেটিয়ে নিন। তারপর ওই মিশ্রণটি শুকনো চুলে লাগিয়ে, শাওয়ার ক্যাপ পরে এক ঘণ্টা রেখে দিন। তারপর ঠান্ডা জল এবং শ্যাম্পু দিয়ে মাথা ধুয়ে ফেলুন। আরও পড়ুন :এই ৮ উপায়ে কেঁকড়ানো চুলের যত্ন নিন, চুল থাকবে উজ্জ্বল ও সুন্দর ৪) লেবুর রস, অলিভ অয়েল ও নারকেলের দুধের হেয়ার কন্ডিশনার অলিভ অয়েল এবং নারকেলের দুধ চুলের জন্য খুব উপকারি এবং চুলকে ময়েশ্চারাইজ করতেও সহায়তা করে। আর লেবুর রস, কেঁকড়ানো চুলের ফ্রিজি ভাব কমাতে ও আর্দ ভাব নিয়ন্ত্রণ করতে খুব কার্যকর। এই হেয়ার কন্ডিশনারটি তৈরি করতে, ২ চা চামচ লেবুর রসের সাথে ২ চা চামচ অলিভ অয়েল এবং ১ টেবিল চামচ নারকেলের দুধ ভালো করে মিশিয়ে নিন। এরপর ওই মিশ্রণটি শুকনো চুলে লাগিয়ে ২০ মিনিট রেখে দিন। তারপর হালকা গরম জল এবং শ্যাম্পু দিয়ে মাথা ধুয়ে নিন। ৫) মেয়োনিজ, দই এবং এগ হোয়াইট হেয়ার কন্ডিশনার মেয়োনিজ কেঁকড়ানো চুলের ক্ষেত্রে অত্যন্ত উপকারি। এটি চুলের ফ্রিজি ভাব দূর করতে সহায়তা করে এবং দই চুলকে ময়েশ্চারাইজ করে। এগ হোয়াইট লুটেইনের উৎস, যা চুলকে উজ্জ্বল করে তোলে। এই কন্ডিশনারটি তৈরি করতে, ১/৪ কাপ মেয়োনিজ এবং ১/৪ কাপ দই, একটি ডিমের সাদা অংশ ভালো করে মিশিয়ে নিন। এরপর ওই পেস্টটি চুলের গোড়া থেকে আগা পর্যন্ত লাগিয়ে শাওয়ার ক্যাপ পরে ৩০ মিনিট রেখে দিন। তারপর মাইল্ড শ্যাম্পু দিয়ে চুল ধুয়ে ফেলুন।

উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মন রাজ্য যাদুঘর ঘুরে দেখেন বৃহস্পতিবার। ছবি নিজস্ব।

বাড়ছে করোনায় বিমার দাবি বাড়তে পারে প্রিমিয়ামের হার

কলকাতা, ১৩ জানুয়ারি (হি. স.) : করোনা সংক্রমণের সংখ্যা বাড়ায় হাসপাতালে রোগীর সংখ্যাও বেড়েছে। আর এর পাশাপাশি বিমার দাবির সংখ্যাও বাড়ছে। সূত্রের খবর, এই অবস্থায় আগামী দিনে বিমা সংস্থাগুলি নিজেদের প্রিমিয়ামের হার আবারও বাড়াতে পারে।

করোনা মহামারির তৃতীয় ঢেউয়ে বড় সংখ্যক মানুষ দ্রুতগতিতে সংক্রমিত হচ্ছেন। দেশে সক্রিয় করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বর্তমানে সাড়ে নয় লক্ষেরও বেশি। যা গত ৭ মাসের তুলনায় অনেকটাই বেশি। বিমা সংস্থাগুলির চিন্তা দ্বিতীয় ঢেউয়ে বিমার দাবির সংখ্যা এত বেড়েছিল যে বিমা সংস্থাগুলির উপর এর প্রভাব সরাসরি দেখতে পাওয়া গিয়েছিল। আশঙ্কা রয়েছে যে এবারের তৃতীয় ঢেউয়ে আগের চেয়ে অনেক দ্রুতগতিতে ছড়ানোর কারণে দাবিও সেই অনুপাতে বাড়তে পারে। অনেকেই জানেন যে গত বছর করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ে বিমার দাবির সংখ্যা অনেক বেশি ছিল। এর ফলে বিমা সংস্থাগুলির মুখে পড়েছিল। তাদের ক্ষতির অনুপাত দ্রুতগতিতে বেড়ে গিয়েছিল। বিষয়টিকে মাথায় রেখে বিমা নিয়ন্ত্রক সংস্থা আইআরডিএ বিমা সংস্থাগুলিকে প্রিমিয়ামের হার ৫ শতাংশ বাড়ানোর অনুমতি দিয়েছিল।

করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়েই বিমা সংস্থাগুলির লোকসানের হার বেড়েছিল, যা গত বছর অক্টোবর মাস থেকে ঠিক হতে শুরু করেছিল। এখন যে গতিতে এই সময় করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে, তাতে আগামী দিনে বিমা সংস্থাগুলি নিজেদের প্রিমিয়ামের হার আবারও বাড়াতে পারে। বাজার বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য অনুযায়ী, করোনার তৃতীয় ঢেউয়ের কারণে অনেক বেশি সংখ্যক মানুষ বিমা পলিসি কিনতে পারেন। স্টার হেলথ অ্যান্ড অ্যালায়েড ইনসিওরেন্সের এমডি আনন্দ রায়ের বক্তব্য, প্রিমিয়ামের হার পরিবর্তন করার ব্যাপারে জানুয়ারির শেষ দিক পর্যন্ত কিছু বিষয় নিশ্চিত করবে। তিনি বলেন, যে গতিতে করোনার সংখ্যা বাড়ছে, সেই গতিতে হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার সংখ্যা বাড়েনি। এই কারণে দাবির সংখ্যাও এখনও নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। একইভাবে অন্যান্য ও বক্তব্য যে করোনা সংক্রমণের সংখ্যা দ্রুতগতিতে বাড়া বজায় থাকলে প্রিমিয়ামও বাড়াতে পারে।

মানস জাতীয় উদ্যানে পরিষেবা প্রদানকারী বেশ কয়েকজন ফরেস্ট গার্ড, ফরেস্টারদের সম্মাননা

বাকসা (অসম), ১৩ জানুয়ারি (হি.স.) : রাজ্যের কৃষকরা যাতে বাণিজ্যিকভাবে তাঁদের কৃষি সামগ্রী উৎপাদন করতে পারেন, তার জন্য অসম সরকার এক অ্যাগ্রিকালচার কমিশন (কৃষি আয়োগ) গঠন করবে। কৃষি গবেষকদের নিয়ে গঠিত এই কমিশন গোটা রাজ্যের কৃষকরা যাতে বাণিজ্যিকভাবে কৃষিজাত সামগ্রী উৎপান বাড়িয়ে উপকৃত হন সে ব্যাপারে যথাযথ পরামর্শ দেবে। বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

আজ বৃহস্পতিবার বাকসা জেলার অন্তর্গত ককলাবাড়ির নবদিহিরায় 'অ্যাগ্রো ফরেস্ট্রি অ্যান্ড বায়োডাইবার্সিটি কলেজ' এবং 'বেঙ্গল ফ্লোরিকান কনজারভেশন, রিসার্চ অ্যান্ড ইকো ট্যুরিজম সাইট'-এর শিলান্যাস করে কথাগুলি জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। এগুলির শিলান্যাসের পাশাপাশি একই অনুষ্ঠানে ২০২১-২২ অর্থবর্ষের এমজিএনরেগা তহবিলে নবনির্মিত ১০৭টি মডেল অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রেরও উদ্বোধন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। শিলান্যাস এবং অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের উদ্বোধন উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত সমাবেশে ভাষণ দিতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ড় শর্মা আরও বলেন, ককলাবাড়ি কৃষি খামারের এক ঐতিহাসিক পটভূমি আছে। প্রায় ছয় হাজার বিঘা কৃষিজমির ওপর অবস্থিত এই কৃষি খামারের উন্নয়ন করতে বিটিআর প্রশাসন নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বর্তমান রাজ্য সরকার বিটিআর-এর পাশাপাশি গোটা রাজ্যের উন্নয়নকে এক নতুন দিগন্তে নিয়ে যাওয়ার পদক্ষেপ হাতে নিয়েছে। বলেন, রাজ্যের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির পাশাপাশি সম্পদ এবং সম্ভাবনাকে বিকশিত করতেও বহু পদক্ষেপ হাতে নিয়েছে সরকার। অসমে উপযুক্ত জলবায়ু রয়েছে। সে অনুযায়ী যতটুকু কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি হওয়ার কথা ছিল, তা হচ্ছে না। ফলে এখনও অসমে প্রচুর পরিমাণে খাদ্য সামগ্রী আমদানি করতে হচ্ছে।

আবেগের সঙ্গে খেদ মিশিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, জাতির মেরুদণ্ড সোজা করার সময় হয়ে গেছে। কেননা, আজ এমন পর্যায়ে আমরা গিয়েছি যে, মাঘ বিহুর উরুকার সময়ও আমাদের বহিঃরাজ্য থেকে খাদ্য সামগ্রী কিনে আনতে হচ্ছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে তিনি স্বাবলম্বিতার প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে আধুনিক কৃষির প্রতি সকলকে আকৃষ্ট হওয়ার আহ্বান জানান। ককলাবাড়ি কৃষি খামারকে জড়িয়ে এক উজ্জ্বল ভবিষ্যত নির্মাণ করতে এখানে একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে বিটিআর প্রশাসন এবং অসম সরকার চেষ্টা করবে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী।

আজকের অনুষ্ঠানে ভাষণ দিয়েছেন রাজ্যের হস্ততাঁত ও বস্ত্র শিল্পমন্ত্রী উর্খাও গৌরা ব্রহ্ম, বিটিআর-প্রধান প্রমোদ বড়ো প্রমুখ। ছিলেন মুখ্যমন্ত্রীর রাজনৈতিক সচিব তথা বিধায়ক জয়ন্তমল্ল বরুয়া, বিধায়ক যথক্রমে জুলেন দৈমারি, ভুপেন বড়ো, লরেন্স ইসলারি প্রমুখ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। বাকসার জেলাশাসকের স্বাগত ভাষণের পর সভার কাজ শুরু হয়। সভার পর মানস জাতীয় উদ্যানের আধিকারিক-কর্মচারী, কনজারভেশন পার্টনার, বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সঙ্গে বৈঠকে বসেন মুখ্যমন্ত্রী। বৈঠকে তিনি জানান, রাজ্য সরকার ইকো-ট্যুরিজম, জীবিকা, অরণ্য সংরক্ষণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। এর জন্য এক রোডম্যাপও তৈরি করা হবে। মুখ্যমন্ত্রী এদিন মানস জাতীয় উদ্যানে দীর্ঘদিন ধরে পরিষেবা প্রদানকারী বেশ কয়েকজন ফরেস্ট গার্ড, ফরেস্টার প্রমুখের হাতে মানপত্র ও শংসাপত্র তুলে দিয়ে সম্মান জানান।

রেল দুর্ঘটনায় দ্রুত পদক্ষেপের নির্দেশ মমতার

কলকাতা, ১৩ জানুয়ারি (হি. স.): জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়িতে দোমোহনির কাছে ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনা। বৃহস্পতিবার বিকেল পাঁচটা নাগাদ লাইনচ্যুত হয় ১৫৬৩৩ (আপ) গুয়াহাটি-বিকানের এক্সপ্রেস। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে কোভিড-বৈঠকে ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই সময়ই ময়নাগুড়িতে বিকানের এক্সপ্রেসের দুর্ঘটনার খবর পেলেন তিনি।

সূত্রের খবর, সঙ্গে সঙ্গেই রাজ্য সরকারি আধিকারিকদের থেকে গোটা বিষয়টির খোঁজ নেন মমতা। দ্রুত উদ্ধারকার্য চালানোর নির্দেশ দেন তিনি। পাশাপাশি সরকারি আধিকারিকদের দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখার নির্দেশ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। দুর্ঘটনা প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে খোঁজ নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীও। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে আলিপুরদুয়ার থেকে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় একটি উদ্ধারকারী দল। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় উদ্ধারকাজ শুরু হয়েছে। এই ট্রেন দুর্ঘটনায় বহু যাত্রীর প্রাণহানির আশঙ্কা করা হচ্ছে। এই ট্রেন দুর্ঘটনায় বহু যাত্রীর প্রাণহানির আশঙ্কা করা হচ্ছে।দুর্ঘটনাগ্রস্ত ট্রেনটি থেকে অনেকে নিজে বার হয়ে এসেছেন। বাকিদের উদ্ধার করার চেষ্টা চলছে। ইতিমধ্যে ৪০জনকে উদ্ধার করা হয়েছে। তার মধ্যে চার জনের মৃত্যু হয়েছে। ১৫ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। ইতিমধ্যেই আশপাশের সদর হাসপাতাল এবং অন্যান্য হাসপাতালের সঙ্গেও যোগাযোগ করা হয়েছে। দুর্ঘটনার সময় ট্রেনটির গতিবেগ ঘণ্টায় ৪০ কিলোমিটার ছিল বলে প্রাথমিক ভাবে খবর পাওয়া গিয়েছে।

মকর সংক্রান্তির প্রাক্কালে বৃহস্পতিবার আগরতলায় বুড়ির ঘর বানাতে ব্যস্ততা। ছবি নিজস্ব।

অভিনব কায়দায় সোনা পাচার কলকাতা বিমানবন্দরে আটক ২ যাত্রী

কলকাতা, ১৩ জানুয়ারি (হি.স) : অভিনব কায়দায় সোনা পাচার করতে গিয়ে কলকাতা বিমানবন্দরের শুল্ক দফতরের আধিকারিকদের কাছে ধরা পড়ল দুই যাত্রী। তাদের কাছ থেকে উদ্ধার হয় ১.৬ কেজি সোনা। যার বাজারমূল্য ৬৬ লক্ষ টাকা। কাস্টমস অফিসাররা জানিয়েছেন, জিন্সের ভিতরে এই সোনা পাচার করা হচ্ছিল।

ধৃত দুই যাত্রী দুবাই থেকে কলকাতায় আসে। কাস্টমস তল্লাশির সময় ধরা পড়ে যায় তারা। সোনাকে গলিয়ে তার পেস্ট বানিয়ে জিন্সের প্যান্টের মধ্যে করে পাচার করতে চেয়েছিল ওই দুই যাত্রী। ধরা পড়ার পর তাদের জিন্সের প্যান্টের পেছনের অংশের কাপড় কেটে প্লাস্টিকে মোড়া সোনার পেস্ট উদ্ধার করে কাস্টমস।

সোনার পেস্ট বানিয়ে পাচারের ঘটনা এই প্রথম নয়। এর আগেও কেরলের কান্নুর বিমানবন্দরের কাস্টমস থেকে ধরা পড়েছিল ১৪ লক্ষ টাকার সোনা। এক ব্যক্তি তার প্যান্টের কাপড়ের সঙ্গে আরও একটি কাপড় যোগ করে। সেই দুই কাপড়ের স্তরের মধ্যে সোনাকে পেস্টে পরিণত করে পাচার করছিল সে। সোনার পেস্ট ওই দুই কাপড়ের স্তরে লাগিয়ে রাখা ছিল। যাতে বাইরে থেকে কিছু বোঝা না যায়। বিমানবন্দরের কাস্টমসে ওই ব্যক্তিকে আটক করার পর তার প্যান্ট চিড়ে দেখা যায়, প্যান্টের উপর থেকে নীচ পর্যন্ত হলুদ পেস্ট লাগানো রয়েছে।

উত্তর প্রদেশে ফের ধাক্কা খেল বিজেপি

প্রাথমিক সদস্যপদ থেকে ইস্তফা মুকেশ বর্মার

লখনউ, ১৩ জানুয়ারি (হি.স.): উত্তর প্রদেশে বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে ফের বড়সড় ধাক্কা খেল ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)। এবার বিজেপির প্রাথমিক সদস্যপদ থেকে ইস্তফা দিলেন বিজেপি বিধায়ক মুকেশ বর্মা। মুকেশ বর্মা উত্তর প্রদেশের ফিরোজাবাদের শিকোহাবাদের বিজেপি বিধায়ক। নিজেকে স্বামী প্রসাদ মৌর্যের অনুগামী আখ্যা দিয়েছেন তিনি। সূত্রের খবর, তিনি ইস্তফা দিয়েছেন বিধায়ক পদ থেকেও। মুকেশ হলেন উত্তর প্রদেশের সপ্তম বিধায়ক যিনি বিগত তিন দিনের মধ্যে ইস্তফা দিয়েছেন। উত্তর প্রদেশে বিধানসভা নির্বাচনের এক মাসেরও কম সময় বাকি, এমতাবস্থায় একের পর এক ধাক্কা খাচ্ছে বিজেপি। বিগত তিনদিনে স্বামী প্রসাদ মৌর্য এবং আরও ৪ জন বিজেপি ছেড়েছেন। সেই তালিকায় এবার অনগ্রসর শ্রেণীর নেতা মুকেশ বর্মার নাম যুক্ত হল। বিজেপির প্রাথমিক সদস্যপদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার পর মুকেশ বর্মা জানিয়েছেন, 'স্বামী প্রসাদ মৌর্য আমাদের নেতা। তিনি যে সিদ্ধান্ত নেবেন আমরা তা মেনে নেব। আগামী কয়েকদিনে আরও অনেক নেতা আমাদের সঙ্গে যোগ দেবেন।' বিজেপির বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়ে মুকেশ বর্মা বলেছেন, 'কেউ আমাদের কথা শোনে না।'

বিধি ভেঙে প্রচারের অভিযোগ বিজেপি নেতার বিরুদ্ধে, জবাব দিলীপ ঘোষের

কলকাতা, ১৩ জানুয়ারি (হি. স.) : আসানসোল, চন্দননগর কিংবা বিধাননগর সর্বত্রই বিধি ভেঙেই বেপরোয়া ভাবে প্রচার চালাচ্ছেন বিজেপি-র সর্বভারতীয় সহ সভাপতি দিলীপ ঘোষ। তৃণমূলের তরফে এই অভিযোগ তোলা হয়েছে। অভিযোগের পাল্টা জবাব দিয়েছেন তিনি।

রাজ্য নির্বাচন কমিশনের তরফে নির্দেশিকা জারিই রয়েছে যে কোনও প্রার্থী পাঁচজনের বেশি কর্মী বা সমর্থক নিয়ে প্রচার করতে পারবে না। কিন্তু দিলীপবাবুর প্রচার অনেক ক্ষেত্রে কার্যত মিছিলে পরিণত হচ্ছে। গত দু'দিন বিষয়টি নিয়ে অশান্তি হয়।বৃহস্পতিবার সকালে বিধাননগরে ৩৩ নম্বর ওয়ার্ডে পুরভোটের প্রচারে এফডি পার্কে, এর পর বেলা ১১টায় ৩২ নম্বর ওয়ার্ডের প্রচারে ডিএল ব্লকে যান তিনি। দুটি জায়গাতেই সমাগম হয়েছে।এ ব্যাপারে দিলীপ ঘোষ প্রতিক্রিয়ায় প্রচারমাদ্যমকে বলেছেন, 'আমরা এখন নির্বাচন করতে বলিনি। বলেছিলাম, দু-মাস পিছিয়ে দেওয়া হোক। দু-বছর যদি ভোট না করে থাকতে পারে, তাহলে দু-মাস পিছোলে কী অসুবিধা? মানুষ বাঁচলে তো গণতন্ত্র সফল হবে। এখন ভোট হলে হয় ৫০ শতাংশ লোক অসুস্থ হবে, অথবা, ভয়ে বেরোবে না। তাহলে ভোটের কী মানে!দিলীপবাবু বলেন, 'পুলিশ, সুরক্ষাকর্মী অসুস্থ হয়ে যাবে। ভোটকর্মীরা বেরোচ্ছে না, ব্যাপকহারে সংক্রমণ হচ্ছে। কারা সফল করবে ভোট? যদি তৃণমূল মনে করে করোনা পরিস্থিতে ভোট করে ফাঁকা মাঠে জিতে যাবে, সেটা বিজেপি হতে দেবে না। নির্ধারিত সময় ভোট হলে বিজেপিও রাস্তায় নেমে মিটিং-মিছিল করবে।'করোনা কালে পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা ভোট হচ্ছে। এ নিয়েও যুক্তি দিয়েছেন বিজেপি নেতা। তিনি জানিয়েছেন, 'বাকি পাঁচ রাজ্যে সরকার আগে থেকে কড়াকড়ি করেছে। সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে। তাই ভোট হবে।

পঞ্জাবে ঘোষণা কেজরিওয়ালের

আপের মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী স্থির হবে টেলি ভোটিং-র মাধ্যমে

চণ্ডীগড়, ১৩ জানুয়ারি (হি.স) : 'জনতা চুনেগা আপনা সিএম'। পঞ্জাবে ভোটের আগে এমনই জানাল আপ। তাদের বক্তব্য, আপ জিতলে কে মুখ্যমন্ত্রী হবেন, তা সাধারণ মানুষই স্থির করবেন। বৃহস্পতিবার দলের পক্ষ থেকে একটি নম্বর দেওয়া হয়েছে। পঞ্জাবের সাধারণ মানুষের উদ্দেশে আহ্বান জানানো হয়েছে, আপনারা ৭০৭৪৮৭০৭৪৮ নম্বরে ফোন করুন। আমাদের জানান, কাকে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে দেখতে চান। আপ থেকে টুইট করে বলা হয়েছে, এত মানুষ ওই নম্বরে ফোন করছেন যে, লাইন জ্যাম হয়ে গিয়েছে। আপের শীর্ষ নেতা অরবিন্দ কেজরিওয়াল জানিয়েছেন, টেলি ভোটিং-র ভিত্তিতে আগামী ১৭ জানুয়ারি তিনি দলের মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থীর নাম ঘোষণা করবেন। তিনি বলেন, এই প্রথমবার কোনও পার্টি জনসাধারণকে নিজেদের মুখ্যমন্ত্রী বেছে নেওয়ার সুযোগ দিচ্ছে। কেজরিওয়ালের কথায়, "পঞ্জাবের মানুষ একটি নির্দিষ্ট নম্বরে ফোন করতে পারেন। হোয়াটস অ্যাপও করতে পারেন। তাঁরা জানান, মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে কাকে চাইছেন। নম্বরটি ১৭ জানুয়ারি বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত খোলা থাকবে। আমরা দেখব সাধারণ মানুষ কাকে মুখ্যমন্ত্রী পদে চাইছেন।" পঞ্জাবের আপের একটি নির্বাচনী পোস্টারে লেখা হয়েছে, 'জনতা চুনেগি আপনা সিএম, কল ৭০৭৪৮৭০৭৪৮।'প্রসঙ্গত, আগামী ১৪ ফেব্রুয়ারি নির্বাচন হবে পঞ্জাবে। পঞ্জাব বিধানসভা ভোটে এবার চতুর্মুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে। কংগ্রেস, আপ, বিজেপি ও অমরিন্দর সিং-র দলের জোট এবং অকালি দলের জোট, এই চারটি শিবির লড়াই করবে পরস্পরের মধ্যে।

পয়লাপুল জওহর নবোদয় বিদ্যালয় চত্বর করোনাক্রান্ত ৯৩ জন ছাত্র, শিক্ষক, কর্মচারী

পয়লাপুল (অসম), ১৩ জানুয়ারি (হি.স.) : করোনা সংকটকালে শিক্ষায়তনকে নিয়ে যখন উদ্বেগ, আশংকা বাড়ছিল, তখন কাছাড় জেলার পয়লাপুলে অবস্থিত জওহর নবোদয় আবাসিক বিদ্যালয়ে একদিনে ৯৩ জন ছাত্র এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে দুশ্চিন্তা তাড়া করছে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সহ স্বাস্থ্য বিভাগের কর্তাদেরও। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে বিদ্যালয়কে কনটেনইমেন্ট জোন করেছে স্বাস্থ্য বিভাগ।আবাসিক এই বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ আব্দুল আজিজ, শিক্ষক, অশিক্ষক-কর্মচারী সহ পড়ুয়াদের একসাথে আক্রান্তের বিষয়টি ভাবিয়ে তুলেছে জেলার জনগণকে। আক্রান্তদের মধ্যে রয়েছেন ৮১ জন ছাত্র, ১২ শিক্ষক এবং অশিক্ষক কর্মচারী। করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাওয়ার আশঙ্কা ঘণীভূত হচ্ছে। এনিয়ে উদ্বেগজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে নবোদয় বিদ্যালয়ে। এদিকে এক সাথে এত বেশি সংখ্যায় আক্রান্তের খবর চাউর হতেই নবোদয়ে পড়ুয়াদের অভিভাবকদের মধ্যে তীব্র আতঙ্ক ও হাহাকার বিরাজ করছে। আজ বৃহস্পতিবার পয়লাপুল জওহর নবোদয় আবাসিক বিদ্যালয়ে পাঠরত ছাত্রছাত্রীদের বাড়ি নিয়ে যেতে উপস্থিত হয়েছেন অভিভাবকরা। প্রথমে পড়ুয়াদের ছাড়া হয়নি। পরবর্তীতে ছাত্রছাত্রীদের করোনা পরীক্ষা করে অভিভাবকদের হাতে সমঝে দেওয়া হয়েছে।

কোভিড-পরিস্থিতি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠক প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১৩ জানুয়ারি (হি.স.): ভারতে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে, করোনার তৃতীয় ঢেউ শুরুতেই চিন্তা বাড়াচ্ছে। দেশের সামগ্রিক কোভিড পরিস্থিতি পর্যালোচনা করতে বৃহস্পতিবার বিকেলে বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী-সহ প্রায় সমস্ত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরাই গুরুত্বপূর্ণ এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। এই বৈঠকে কোভিড সম্পর্কিত নানা বিষয়ে হয়েছে আলোচনা। নতুন বছরের শুরু থেকেই ভারতে দ্রুততার সঙ্গে বাড়ছে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা, বিভিন্ন রাজ্যে লাগু হয়েছে বিধিনিষেধ। তা সত্ত্বেও করোনার বাড়বাড়ন্তে রাশ টানাই যাচ্ছে না। ইতিমধ্যেই ভারতে দু'লক্ষের গণ্ডি ছাড়িয়ে গিয়েছে দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা। ওমিক্রনের প্রভাবেই বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা। এই পরিস্থিতিতে বৃহস্পতিবার বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

বন্ধ অ্যাকাউন্ট চালুর অজুহাতে লক্ষাধিক টাকা প্রতারণা

জয়পুর, ১৩ জানুয়ারি (হি.স) :চৌমু থানা এলাকায় বন্ধ থাকা অ্যাকাউন্ট চালু করার নামে দুষ্ট ঠগীর কথার ফাঁদে পড়ে এবং অ্যাকাউন্ট থেকে ১.৮৩ লাখ টাকা প্রতরণা। প্রতারণার বিষয়টি জানতে পেরে থানায় অভিযোগ জানানো হয়েছে।

পুলিশ আধিকারিক হেমরাজ গুর্জার জানান, কাচোলিয়া চৌমুর বাসিন্দা লক্ষ্মণ সিং যাদব এই অভিযোগ দায়ের করেছেন। তার স্ত্রীর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট পুনরুদ্ধার করার জন্য গুগল থেকে এসবিআই ব্যাঙ্কের হেল্পলাইন নম্বরে কল করে নিজেকে ব্যাংকের কাস্টমার কেয়ার অফিসার পরিচয় দেন। স্ত্রীকে তার অ্যাকাউন্ট সক্রিয় করতে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ শেয়ার করতে বলেছিল। যার উপর ভুক্তভোগী তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের সমস্ত বিবরণ ঠগীর সঙ্গে ভাগ করে নেন এবং তার পরে ভুক্তভোগী মোবাইলে একটি ওটিপি পান। ভুক্তভোগী মোবাইলে প্রাপ্ত ওটিপি শেয়ার করার সঙ্গে সঙ্গে অ্যাকাউন্ট থেকে ১.৮৩ লাখ টাকা গায়েব ও ওই মোবাইলটি বন্ধ হয়ে যায়। ভুক্তভোগী প্রতারিত হয়েছেন বুঝতে পেরে, থানায় গিয়ে প্রতারণার মামলা দায়ের করেন।

আঙুল দেখিয়ে প্রাথমিকে চাকরি প্রার্থীদের বিক্ষোভ

কলকাতা, ১৩ জানুয়ারি (হি. স.) : অবিলম্বে চাই নিয়োগ। নাহলে স্বেচ্ছামৃত্যুর অনুমতি দেওয়া হোক। বৃহস্পতিবার দুপুর থেকে এমমনই দাবি নিয়ে বিকাশ ভবনের সামনে তীব্র আন্দোলনে এসএসসি প্রার্থীরা। আট বছর পরেও কেন নিয়োগ হল না, এই অভিযোগে তীব্র বিক্ষোভ শুরু করেন ২০১৪ সালের প্রাথমিক টেট উর্তীর্ণরা। আন্দোলনকারীদের মুখে শোনা গেল নিয়োগ নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ।

কোনও হবু শিক্ষকের কোলে একরত্তি শিশু, কারও হাতে পোস্টার, রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তাঁরা জড়ো হয়েছেন সল্টলেকের আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র ভবনের সামনে। চাকরি প্রার্থীদের দাবি, তাঁরা টেট উর্তীর্ণ হয়েছেন, ডিএলএড রয়েছে, তার পরেও দীর্ঘদিন ধরে তাঁরা বঞ্চিত। শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়ায় দুর্নীতির অভিযোগ করে প্রতিবাদে মুখর হয়েছেন এঁরা। তাঁদের বক্তব্য, বারবার সরকারের দ্বারস্থ হয়েও কাজের কাজ কিছু হয়নি। এমতাবস্থায় তাঁরা বাধ্য হয়েছেন আন্দোলনে নামতে। উঠল এই বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপের দাবিও।এদিকে করোনা অবস্থায় এমন জমায়েত ও আন্দোলন ঠেকাতে পথে নামে পুলিশ। তারা আন্দোলনকারীদের কাছে আবেদন করেন দাবিদাওয়া নিয়ে এসএসসি কর্তাদের সঙ্গে দেখা করুন।

করিমগঞ্জ জেলায় বর্ধিত কোভিড পরিস্থিতিতে জেলা প্রশাসন চালু করেছে কন্টোলরুম

করিমগঞ্জ (অসম), ১৩ জানুয়ারি (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলায় কোভিড সংক্রমিতের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে আপৎকালীন যোগাযোগের জন্য জেলাস্তরে একটি কন্টোল রুম চালু করা হয়েছে। সরকারি এক বিবৃতির মাধ্যমে এই খবর দিয়ে বলা হয়েছে, কন্টোল রুমের ফোন নম্বর ৯৩৯৪৪ ৪৩১৩০ এবং ০৩৮৪৩-২৬৫১৪৪। কন্টোলরুমটি ২৪ ঘন্টা চালু থাকবে। এর দায়িত্বে রয়েছেন অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার বহ্নিশিখা চেতিয়া। তাঁর ফোন নম্বর ৮৪৮৬৭৮৬৫২১।

টাইলস, মার্বেলের যুগে হারিয়ে গেছে ঢেঁকির ঘর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর,, ১৩ জানুয়ারি।। ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভাঙ্গে। আমাদের গ্রাম বাংলার কৃষক পরিবারের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত ঢেঁকিকে নিয়ে বহু গান ও প্রবাদ প্রচলিত থাকলেও ঐতিহ্যবাহী সেই ঢেঁকি এখন প্রায় বিলুপ্তির পথে। আধুনিক প্রযুক্তির যুগে কালের আবর্তনে হারিয়ে যাচ্ছে প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী ঢেঁকি। টাইলস , মার্বেলের যুগে হারিয়ে গেছে ঢেঁকির ঘর। শোনা যায় না এখন আর ঢেঁকির সেই ধুপর ধুপর শব্দ।

, গম সহ বিভিন্ন কাজ সম্পন্ন করতো। এছাড়াও ত্রিপুরার সংখ্যালঘু সমাজে বিয়ের সময় ঢেঁকিতে ধান ভাঙতে ভাঙতে যে আউসের ভাড়ার মধুর গান শোনা যেতো সেদিনগুলো আজ শুধুই অতীত। তখন মানুষের মধ্যে আন্তরিকতা ছিলো। সামাজিকতার বন্ধনে আবদ্ধ ছিলো গ্রামীণ এলাকার মানুষ। কারোর বাড়িতে ঢেঁকি না থাকলে অন্যের ঢেঁকিতে গিয়ে নির্দ্ধিধায় কাজ করতো। পাড়া প্রতিবেশীরা সবাই মিলে ধান ভাঙতো।

বর্তমানে ঢেঁকি বাধার একটি অভিধানিক শব্দ ছাড়া আর কিছুই নয়। ভারত উপমহাদেশের গ্রামীণ মানুষের জীবনযাত্রার সঙ্গেও ওৎপ্রোতভাবে জড়িত এই যন্ত্রটি এখন শুধুই স্মৃতি। দুর ভবিষ্যতে নয় , বর্তমানেও যদি কোন জাদুঘরে ঢেঁকি রাখা হয় নবীন প্রজন্মের অধিকাংশ ছেলেমেয়েদের মনে প্রশ্ন জাগবে এত বড় যন্ত্রটা কী ? গ্রামীণ এলাকায় শীতকালের পিঠার মরশুমে সামাজিক অনুষ্ঠানে বা পূজা অর্চনা , বিয়ে প্রভৃতিতে ঢেঁকি ব্যবহৃত হলেও শহর এলাকা থেকে ঢেঁকি কয়েক যুগ আগেই বিলুপ্ত। যার ফলে পূর্ব প্রজন্মের মা - ঠাকুরমাদের কী কঠোর পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে আমরা আজ আধুনিক প্রযুক্তির শীর্ষস্থানে এসে পৌঁছেছি। আর হিসাব অনেকের কাছেই নেই। ধান থেকে খোসা ছাড়িয়ে চাল , চালের গুঁড়ো তৈরি করে বিভিন্ন খাবার উপকরণ তৈরিও বর্তমানে অনেক কমে গেছে। ঢেঁকি মূলত কাঠের তৈরি ধান ভাঙ্গা , শস্যের গুঁড়ো তৈরি বা খোসা ছাড়ানোর জন্য ব্যবহৃত পাঁচ সাত হাত লম্বা কপিকল যন্ত্র বিশেষ আকৃতি অনেকটা বিমানের মতো। ঢেঁকির বিভিন্ন অংশের নাম ছিলো। যে দুখণ্ড কাঠের গুঁড়ির ফাঁকে ঢেঁকিকে স্থাপন করা হয় তার নাম কিলা।

গাছের গোড়ার মধ্যে গর্ত করে যার মধ্যে ধান চাল দেওয়া হয় তার নাম পাল। ঢেঁকির যে অংশটি ধান ভাঙ্গার কাজ করতো বা পালে আঘাত করতো তাকে বলা হতো সোনাই বা মোশল। মোশলের মাথায় লোহার পোলাক স্থাপন করা থাকতো। তাকে বলা হতো গুলা। কির পেছনের চ্যাপ্টা অংশে পা দিয়ে চাপ দিলে ঢেঁকি উপরে উঠে আর ছেড়ে দিলে মোশলটা দিয়ে আঘাত করে পরে মধ্যে ক্রমাগত। এই প্রক্রিয়ার ধান ভাঙ্গা , গুঁড়া মশলা প্রভৃতি তৈরি করা হয়। আমাদের আধুনিক সভ্যতার জীবনধারায় বিভিন্ন ধরনের প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে ঢেঁকি আজ বিলীন হতে চলেছে। গ্রামীণ এলাকার দু - চারটি ঘরে ঢেঁকির দেখা মিললেও তা একেবারেই নগন্য। আজ থেকে কয়েক বছর আগেও ঢেঁকির ব্যবহার ছিলো ব্যাপক হারে। কিন্তু যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ঢেঁকির ব্যবহার না থাকায় আজ তা বিলুপ্তির পথে। একটা সময় ছিলো যখন ঢেঁকি ছাড়া মানুষের দৈনন্দিন কাজ করা যেন কোন অবস্থাতেই সম্ভব ছিলো না। কিন্তু বর্তমান যুগে বিভিন্ন অত্যাধুনিক প্রযুক্তির কারণে ঢেঁকি শিল্পের ব্যবহার আর নেই বললেই চলে। অতীতে মহিলারা বাড়ির ঢেঁকিতে ধান গীত গাইতো। ঢেঁকি ঘর ছিলো গ্রামীণ মহিলাদের অবসর বিনোদন , আড্ডা মারার জায়গা।

একজন ধান নিয়ে এলে অন্যেরা তাতে হাত লাগাতো। ভূমিহীন পরিবারের মহিলাদের আয়ের একমাত্র উৎস ছিলো ঢেঁকি। চালের বিনিময়ে তারা গৃহস্থের বাড়িতে কাজ করতো। হতদরিদ্র মহিলাদের দুবেলা খাবারের পাশাপাশি সংসারের আর্থিক জোগানেও সহায়ক ভূমিকা ছিলো ঢেঁকি। তখন গ্রামে গ্রামে ধান ভাঙ্গার ততো মিলছিলো না। পাড়া প্রতিবেশী গরিব অংশের মহিলাদের ডেকেই ধান ভাঙ্গার কাজ করা হতো। ঢেঁকিতে চাল তৈরি করে বাজারে বিক্রি করলেই গৃহস্থ বাজার করতে পারতো। তেল , ডাল , শুটকি , মশলা , কাপড় প্রভৃতি কিনতে পারতো। মোট কথায় ঢেঁকি ছাড়া বাণিজ্যিক লেনদেন , ক্রয় বিক্রয় অর্থনৈতিক ক্রিয়াকর্ম ছিলো অচল। তাই গ্রামীণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ঢেঁকির গুরুত্ব ছিলো অপরিসীম। ঢেঁকিতে ধান থেকে যে চাউল হতো তার স্বাদও ছিলো অন্যরকম। কিন্তু এখন আধুনিকযুগে সব প্রযুক্তিতে ধান থেকে যে চাউল হয় তা খেতে তেমন একটা স্বাদ লাগে না। স্বাস্থ্যের পক্ষেও অনুকূল নয়। বাণিজ্যিকভাবে ধান থেকে চাল তৈরির যে প্রক্রিয়া তাতে চালের সঙ্গে থেকে যায় নুড়ি পাথর , বালি প্রভৃতি। বিভিন্ন জায়গায় চাল তৈরির প্রক্রিয়ায় ব্যবহার করা হয় কেমিক্যাল , রাসায়নিক পদার্থ। বাজারে চাল দীর্ঘ সময়ের জন্য সংরক্ষণ করতে তার সঙ্গে মেশানো হয় রাসায়নিক পদার্থ। এর ফলে ঢেঁকির চালের সঙ্গে বাজারের চারে একটা তফাৎ থেকেই যায়। যুগ পরিবর্তনের কারণে ঢেঁকির ব্যবহার না থাকায় ঐতিহ্যবাহী কারণে ঢেঁকির সংস্কৃতি আজ নষ্ট হতে বসেছে। কল্যাণপুর ব্লক এলাকার পশ্চিম ঘিলাতলি রামকুমার ঠাকুরপাড়ায় সত্তর বছরের প্রবীণ মহিলা সুধামণি দাস জানান , ঢেঁকিতে ধান ভাঙতে না জানলে আগে মেয়েদের বিয়ে দিতে সমস্যা দেখা দিতো। যে মেয়েরা ঢেঁকিতে ধান ভাঙ্গতে শেখেনি তাকে শ্বশুর বাড়িতে লোকের অনেক কটুক্তি শুনতে হতো। নববধূ ধান ভাঙতে রান্না করতে , চুল বাঁধতে জানে কিনা তা দেখে আগে বিয়ে দেয়। হতো। কিন্তু এখন আর সেইদিন নেই। ধানের মিল হয়ে গেছে। দিন বদলে গেছে মানুষের কোন গৃহবধূকে আর কষ্ট করে ঢেঁকিতে পাড় দিতে হয় না। ঢেঁকি গ্রাম বাংলার এক ঐতিহ্যবাহী শিল্প। যখন এক সময় ছিলো যখন কাকভোরের সময়কালে নববধূরা ঢেঁকিতে পাড় দিয়ে চিড়া কুটতো আর গান শোনাতো। সেইদিনের কথা মনে পড়লে আজও মনে চরম আনন্দ লাগে। তিনি আরো বলেন , একসময় ধান থেকে চাউল তৈরি করতে ঢেঁকি ছাড়া আর বিকল্প কিছুই ছিলো না। অনেক কষ্ট করে মেয়েদের ঢেঁকিতে পাড় দিতে হতো। বিয়ের সময় ঢেঁকিতে বাংলার গৃহবধূরা মিষ্টি মধুর গান গাইতো আর ঢেঁকিতে পাড় দিতো।

মনটা গান শুনে ভরে যেতো। আজ ঢেঁকির কথা শুনে একটি গানের কথা মনে পড়ে যায়। তখন তিনি বলেন , " ও বউ ধান ভাঙ্গেরে , ঢেঁকিতে পাড় দিয়া , ঢেঁকি নাচে বউ নাচে , হেলিয়া দুলিয়া। ও বউ ধান ভাঙ্গরে ...। সব মিলিয়ে কালের বিবর্তনে গ্রাম বাংলার ঐতিহ্যবাহী ঢেঁকি আজ বিলপ্তির পথে। আমাদের সকাল বেলার টিফিনের তালিকায় এখন আর থাকে না পিঠা চিড়ার মতো সুস্বাদু খাবার। তার জায়গায় স্থান করে নিয়েছে আধুনিক যুগের খাবারের মতো তালিকা। চা , বিস্কুট , কেক , মুড়ি ছাড়া আর বিশেষ কিছু জোটে না অধিকাংশ ঘরে। আগেকার দিনের দিদা ঠাকুরমাদের মতো দৈহিক শক্তিও নেই আজকালের জিন্স টপের মেয়েদের। আমাদের জীবনযাত্রা থেকে হারিয়ে যাওয়া ঢেঁকিকে ফিরিয়ে আনা হলেও মানুষের দৈহিক শক্তি হ্রাস পাওয়ায় প্রযুক্তির উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ায় অলস জীবনযাত্রার দিকে মানুষ ধাবিত হওয়ার আজকে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছে ঢেঁকি। তাই মানব সভ্যতায় ইতিহাস জানার তাগিদেই ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য অন্তত জাদুঘরেও ঢেঁকির স্থান পাওয়া প্রয়োজন বলে মনে করছেন অনেকে। মা , শাশুড়িদের কাছ থেকে চালের গুড়ি তৈরি করতে শিখেছি। এই চালের গুড়ি দিয়েই শীতের দিনগুলিতে পিঠেপুলি তৈরি করি। আমাদের এলাকর বেশির ভাগ পরিবারেই ঢেঁকিতে চালের গুড়ি করে। কথাগুলি বললেন কল্যাণপুরের এলাকার এক গৃহিনী।

শীতের সকালে ওই বাড়িতে গিয়ে দেখা যায়। বাড়ির মহিলারা ঢেঁকিতে চালের গুড়ি তৈরি করতে ব্যস্ত। এসেছে পিঠেপুলির উৎসব পৌষ সংক্রান্তি। হিন্দুদের বারো মাসে তেরো পার্বণের মধ্যে এটিও একটি। গ্রামীণ এলাকায় পৌষ সংক্রান্তির কিছুদিন আগে থেকেই এর প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায়। মহিলারা বাড়িঘরে ধুয়ামুছা করেন। সঙ্গে পিঠেপুলি তৈরির প্রস্তুতি। শুধু পৌষ সংক্রান্তির জন্যই নয় প্রায় মালপোয়া , পাটিসাপ্টা , পুলিপিঠা তৈরি করেন। জানালেন এক এলাকারই জনৈকা মহিলা। তিনি আরো বলেন , চালের গুড়ি তৈরি পিঠা শরীরের নজ্য কোনরকম ক্ষতিকারক নয়। সুজি , ময়দা দিয়ে তেলে ভাজার পিঠা অনেক সময় পেটের ক্ষতি করতে পারে। পৌষ পার্বণে শুধু পিঠাপুলিই নয়। উঠোনজুড়ে আল্পনা আঁকারও রেওয়াজ রয়েছেগ্রামীণ এলাকায়। সংক্রান্তির দুই তিনদিন আগে থেকেই তা শুরু হয়ে যায়। বাড়ির মহিলারাই তা করেন। উঠোন জুড়ে আঁকা হয় আল্পনা। ভারি শীতের মরশুমে পৌষ পার্বণ যে এক অন্য আমেজ নিয়ে আসে। নিত্যদিনের কাজের সঙ্গে পৌষ পার্বণের প্রস্তুতিও চালিয়ে যান গৃহিনীরা কনকনে ঠান্ডা উপেক্ষা করেই। পৌষপার্বণে পিঠেপুলির সঙ্গে পায়েস এক অন্যতম উপঢৌকন। আর এই পায়েস হতে হবে খেজুরের গুড়ের। সঙ্গে থাকা চাই তিল্লাইবাতাসা। বাজরে রয়েছে পৌষ পার্বণের সমস্ত উপকরণই। খেঁজুরের গুড় ১৩০ টাক থেকে ১৭০ টাকা কেজি পর্যন্ত আছে। বাজারে যোগান বেড়েছে তিল্লাই বাতাসারও। গ্রাম পাহাড়ের জীবনের সঙ্গে অনেকটাই পার্থক্য রয়েছে নগর জীবনের। এখন মিষ্টির দোকানের পাশাপাশি ফুটপাতের ব্যবসায়ীরাও পিঠে পুলি নিয়ে বসেন। বেচাকেনাও হয় বেশ ভালোই। বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের বাজার তৈরি পিঠেপুলির দিকেই ঝোক। গৃহবধূরাও কর্মময় ব্যস্ততার জীবনে বাজারের উপরই বেশি ভরসা করেন। অনেকে আবার পিঠেপুলি তৈরির বিষয়টা রপ্ত করতে না পারায় বাজর থেকেই রেডিমেড কিনে নিয়ে যান। তবে শহর থেকে গ্রাম পৌষমাস যেন পিঠেপুলি , পায়েস এসবের জন্যই।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

কেন্দ্রীয় তথ্য কমিশনের আদেশে স্থগিতাদেশ দিতে অস্বীকার করল দিল্লি হাইকোর্ট

নয়াদিল্লি, ১৩ জানুয়ারি (হি.স) : দিল্লি হাইকোর্ট হকি ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে তথ্য দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় তথ্য কমিশনের জারি করা আদেশ স্থগিত করার অন্তর্বর্তী আদেশ দিতে অস্বীকার করল। বিচারপতি রেখা পল্লীর বেঞ্চ এই মামলার পরবর্তী শুনানি আগামী ২০ জানুয়ারি ধার্য করেন।

হকি ইন্ডিয়া ১৩ ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় তথ্য কমিশনের আদেশের উপর স্থগিতাদেশ চেয়ে একটি পিটিশন দায়ের করে। আবেদনকারীর পক্ষে উপস্থিত অ্যাডভোকেট শাইল ত্রেহান বলেন, কেন্দ্রীয় তথ্য কমিশনের আদেশ স্বেচ্ছাচারী এবং সম্পূর্ণ বেআইনি। পিটিশনে বলা হয়েছে, তথ্য জানার অধিকার আইনের কর্মী সুভাষ আগরওয়াল হকি ইন্ডিয়ার কাছে হকি ইন্ডিয়ার ঠিকানা, এর কর্মীদের বেতন এবং হকি ইন্ডিয়ার মাসিক ভাড়ার বিষয়ে তথ্য চেয়েছেন। সুভাষ আগরওয়াল বিদেশে হকি ইন্ডিয়ার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট এবং এর লেনদেনের বিবরণও চেয়েছেন। পিটিশনে হকি ইন্ডিয়া বলেছে যে এই তথ্যে জনসাধারণের কোনো আগ্রহ নেই। হকি ইন্ডিয়ার বার্ষিক হিসাব তার ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হয়।

শুনানির সময় কেন্দ্রীয় সরকার আদালতকে বলে, হকি ইন্ডিয়ার কাছে কেন্দ্রীয় তথ্য কমিশন যে তথ্য চেয়েছে তা কেন্দ্রীয় সরকার জারি করা জাতীয় ক্রীড়া কোডের অধীনে চাওয়া হয়েছে। শুনানির সময়, কেন্দ্রীয় সরকার উত্তর দাখিলের জন্য সময় চাইলে আদালত ২০ জানুয়ারির মধ্যে উত্তর দাখিল করার নির্দেশ দেয়।

সর্বভারতীয় আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় ধর্মনগর শহরের ঝুলিতে প্রথম ও তৃতীয় পুরস্কার

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৩ জানুয়ারি।। আবৃত্তিতে রাজ্যের বুকে আরেকটি মাইলফলক যুক্ত হলো।বঙ্গীয় সঙ্গীত পরিষদ আয়োজিত ২০১৯-২০২০ ইংরেজি বর্ষের সর্বভারতীয় স্তরে আবৃত্তি বিভাগের ৫ম বর্ষের শাস্ত্রীয় ও ক্রিয়াত্মক পরীক্ষায় শ্রীমতী সুমিতা ভট্টাচার্য্য তৃতীয় স্থান অধিকার করে ব্রোঞ্জ পদক লাভ করেন। তাঁর বাড়ি উত্তর জেলার ধর্মনগর শহরে।সাথে একই ইংরেজি বর্ষের সপ্তম বর্ষে প্রথম স্থান অধিকার করে স্বর্ণ পদক লাভ করে ধর্মনগরের বহ্নিশিখা ভট্টাচার্য্য। অর্থাৎ সর্বভারতীয় আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় ধর্মনগরে শহরের ঝুলিতে প্রথম ও তৃতীয় পুরস্কার।দু"হাজার একুশের বারো ডিসেম্বর আগরতলার মুক্তধারা প্রেক্ষাগৃহে বঙ্গীয় সঙ্গীত পরিষদ আয়োজিত সমাবর্তন উৎসব মঞ্চ থেকে স্বর্ণ ও ব্রোঞ্জ পদক গ্রহণ করেন ধর্মনগরের দুজন প্রতিভাবান আবৃত্তিকার।পুরস্কার বিতরণ মঞ্চে অতিথর আসনে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরার বিশিষ্ট শিল্পী শ্রীমতী সুব্রতা সোম,শ্রী রতন চক্রবর্তী, শ্রীমতী ইন্দ্রানী চক্রবর্তী এবং শ্রী প্রতাপ রঞ্জন নাথ প্রমুখরা।উল্লেখ্য সুমিতা ভট্টাচার্য্য শুধু সর্বভারতীয় স্তরে আবৃত্তিতেই বোঞ্জ পদক পেয়েছেন এখানেই ওনার প্রতিভা সীমাবদ্ধ নয়।তিনি ১৯৮১- ১৯৮২ ইং এ ভারতের নাগপুর ইউভার্সিটি থেকে মাষ্টার ডিগ্রীতে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে স্বর্ণ পদক লাভ করেছিলেন। তাছাড়া তিনি কর্ম জীবনে ইউবিআই ব্যাঙ্কে হেড ক্যাশিয়ার হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন।চোখের সমস্যার কারণে অবসর হওয়ার কয়েক বছর পূর্বেই স্বেচ্ছায় ওনাকে অবসর নিতে হয়েছিল। তারপর থেকেই বৃদ্ধ বয়সে আবৃত্তি 'শ্রুতিপুরমএর গুরু শ্রীমতী ইন্দ্রানী চক্রবর্তীর অনুপ্রেরণা ও সঠিক পরিচর্যা পেয়ে ৫ম বর্ষ পরীক্ষায় বসে শ্রীমতি সুমিতা ভট্টাচার্য্য সর্বভারতীয় স্তরের পরীক্ষায় তৃতীয় স্থান দখল করেন।একি সাথে ধর্মনগর শহরের মেয়ে বহ্নিশিখা ভট্টাচার্য্য শ্রুতিপুরমএ আবৃত্তি শিখে সপ্তম বর্ষে সর্বভারতীয় স্তরে প্রথম পুরস্কার দখল করে স্বর্ণ পদক তথা আবৃত্তি রত্ন লাভ করতে সক্ষম হয়।

মূলত বঙ্গীয় সঙ্গীত পরিষদ কর্তৃক স্বীকৃত সমগ্র ত্রিপুরা রাজ্যে আবৃত্তি রত্ন রয়েছেন হাতে গোনা কয়েকজন।এরমধ্যে শ্রুতিপুরম-এ রয়েছেন বর্তমানে দুজন। একজন শ্রুতিপুরমএর আবৃত্তি গুরু ইন্দ্রানী চক্রবর্তী আরেকজন বহ্নিশিখা ভট্টাচার্য্য। সমগ্র ত্রিপুরা রাজ্যে আবৃত্তি রত্নে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে প্রথম স্থান অর্জনকারী জানামতে রয়েছেন ইন্দ্রানী চক্রবর্তী ও বহ্নিশিখা ভট্টাচার্য্য। উভয়ের ঘর ধর্মনগর শহরে।আর বঙ্গীয় সঙ্গীত পরিষদ কর্তৃক আবৃত্তি বিভাগে ত্রিপুরারাজ্যে গুটিকয়েক পদক প্রাপকদের মধ্যে শ্রুতিপুরম-এর প্রাপকদের সংখ্যাটাই সর্বাধিক। সুতরাং ধর্মনগরবাসীর জন্য বাড়তি একটি পাওনা।এক সাক্ষাৎকারে আবৃত্তিতে স্বর্ণপদক প্রাপকরা জানিয়েছেন,উনাদের গুরু ইন্দ্রানী চক্রবর্তীর অনুপ্রেরণা ও অসামান্য সহযোগিতার ফলস্বরূপ তাঁরা সর্বভারতীয় স্তরে আবৃত্তিতে পদক অর্জন করে রাজ্যের সাথে ধর্মনগর শহরে নাম উজ্জ্বল করতে পেরেছেন। পাশাপাশি শ্রুতিপুরমএর গুরু ইন্দ্রানী চক্রবর্তী জানান, আবৃত্তি হলো বোধের শিক্ষা। আবৃত্তি করলে জীহ্বের জরতা দূর হয়। তোতলানো দূর হয়। শ্বাস-প্রশ্বাস সঠিকভাবে নেওয়া যায় ইত্যাদি। তিনি বলেন, সঙ্গীত ও নৃত্য থেকে আবৃত্তিও কোন অংশে কম নয়। তবে উনার শ্রুতিপুরমথেকে দুজন ছাত্রী সর্বভারতীয় স্তরে স্বর্ণ ও ব্রোঞ্জ পদক পাওয়াতে তিনি বেজায় খুশি।

ভোগালি বিহু উপলক্ষ্যে অসমবাসীকে শুভেচ্ছা মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব'র

গুয়াহাটি, ১৩ জানুয়ারি (হি.স.) : ভোগালি বিহু উপলক্ষ্যে অসমের সর্বস্তরের জনসাধারণকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

এক শুভেচ্ছা বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, ভোগালি হল খাওয়া-দাওয়া, ভোগের উৎসব। কৃষিভিত্তিক এই উৎসবে খেত থেকে সোনার দানা ঘরে এনে খাবার তৈরি করা আনন্দে খাওয়া-দাওয়া করা হয়। তাই ভোগালি বিহু আমাদের জাতিসত্ত্বার এক বিমল আনন্দোৎসব। সমাজের সকল শ্রেণির জনসাধারণকে একত্রে প্রীতভোজ করে পবিত্র মেজি (ভেলাঘর) প্রজ্বলনের মাধ্যমে জাতিসত্ত্বাকে উজ্জীবিত করার স্বপ্ন রচনা করে। এই উৎসব কেবলমাত্র এক আনুষ্ঠিকতাই নয়, জাতিকে প্রাণবন্ত করা, জাতির প্রাণ সঞ্চার করার এক আশার উৎসব।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই উৎসব আমাদের মধ্যে বিদ্যমান মৈত্রীর বাঁধন মজবুত করে কর্মক্ষেত্রে সগৌরবে বিজয়ধ্বজা ওড়াতে আমাদের অনুপ্রাণিত করবে। ভোগালি বিহুর এই শুভক্ষণে নতুন উদ্যমে রাজ্যকে সর্বক্ষেত্রে এগিয়ে নিয়ে যেতে সকলকে সংকল্পবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান মুখ্যমন্ত্রী ড় শর্মা।

সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী কোভিডের সংক্রমণ বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে সকলকে স্বাস্থ্যসম্মত নিয়ম-নীতি বজায় রেখে বিহু উদযাপন করার আহ্বান জানিয়েছেন।

পুথিবা

● প্রথম পাতার পর

কল্লানেই শুধুমাত্র পূজার্চনা করা হচ্ছে। অন্য কোন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বা মেলার আয়োজন করা সম্ভব হচ্ছে না। পরিস্থিতি ভালো হলে পরবর্তী বছরে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও মেলা হবে বলেও তিনি জানান।

ভয়াবহতা

● প্রথম পাতার পর

নাগাদ গুয়াহাটি-বিকানের এক্সপ্রেস লাইনচ্যুত হয়েছে। আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের নিউ ময়নাগুড়ি এবং নিউ দোমোহনি সেকশনে এই ঘটনা ঘটেছে। রিলিফ ভ্যান যাচ্ছে। ডিআরএম-রাও যাচ্ছেন। বাকি তথ্য এখনও জানতে পারিনি। জানলেই জানাব।"পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক একলব্য চক্রবর্তী বলেন, "রেলের আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে যাচ্ছেন। এখন আমাদের একমাত্র লক্ষ্য উদ্ধারকাজ।"

আলিপুরদুয়ারের ডিআরএম দিলীপ সিংবলেন, "লাইনচ্যুত হয়েছে বিকানের এক্সপ্রেস। এখনও হতাহতের খবর নেই। আমি ঘটনাস্থলে যাচ্ছি। আগে উদ্ধার কাজ। পরে অন্য কিছু। চারটে কামরা উল্টেছে বলে প্রাথমিক ভাবে জানতে পেরেছি।"যুদ্ধকালীন তৎপরতায় উদ্ধারকাজ শুরু হয়েছে। দুর্ঘটনাগ্রস্ত ট্রেনটি থেকে অনেকে নিজে বার হয়ে এসেছেন। বাকিদের উদ্ধার করার চেষ্টা চলছে। ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে রেলের উদ্ধারকারী দলও। ইতিমধ্যেই আশপাশের সদর হাসপাতাল এবং অন্যান্য হাসপাতালের সঙ্গেও যোগাযোগ করা হয়েছে।দুর্ঘটনার সময় রেললাইনের কী অবস্থা ছিল, দুর্ঘটনার জেরে কামরাগুলিতে কী প্রভাব পড়েছে এবং সেগুলি কতটা দূরে ছিটকে পড়েছে তা প্রাথমিক ভাবে খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তদন্ত কমিটি তৈরির প্রাথমিক কাজও শুরু হয়ে গিয়েছে বলে রেল সূত্রে খবর।

প্রধানমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

পাশাপাশি আতঙ্কের পরিস্থিতি যাতে তৈরি না হয় সে দিকেও আমাদের পূর্ণ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।' ভারতের টিকাকরণ অভিযান প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'ভারত যোগ্য জনসংখ্যার ৯২ শতাংশের বেশি প্রাপককে টিকার প্রথম ডোজ দিয়েছে। প্রায় ৭০ শতাংশ যোগ্য প্রাপককে দ্বিতীয় ডোজও দেওয়া হয়েছে। ভারত ইতিমধ্যে প্রায় ৩ কোটি ১৫-১৮ বছর বয়সী তরুণ-তরুণদের টিকা দিয়েছে।'

অর্থনীতির বৃদ্ধি যাতে থমকে না যায় সে দিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর কথায়, আর্থিক কার্যকলাপ যাতে প্রভাবিত না হয় সে দিকেও আমাদের নজর রাখতে হবে এবং আমাদের বৃদ্ধি অবশ্যই বজায় রাখতে হবে। এটি নিশ্চিত করার জন্য, আমাদের অবশ্যই স্থানীয়ভাবে নিয়ন্ত্রণে নজর দিতে হবে। আমাদের অবশ্যই সেই অঞ্চলে পরীক্ষা বাড়াতে হবে যেখান থেকে আরও সংক্রমণের ঘটনা ঘটছে।'

পাচারকারী

● প্রথম পাতার পর

উদ্ধার করে প্রথমে বক্সনগর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যায়। কিন্তু তাঁদের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় চিকিতকরা তিনজনকেই জি বি হাসপাতালে স্থানান্তর করেছে। তাঁরা বর্তমানে জিবি হাসপাতালে চিকিতাধীন রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে।

এদিকে, পাচারকারীদের সাথে বিএসএফের গাড়ির সংঘর্ষের খবর পেয়ে কলমচৌড়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে যান। দুর্ঘটনাগ্রস্থ বুলেরু গাড়ি ও কাপড় উদ্ধার করে থানায় নিয়ে গেছে। পুলিশ জানিয়েছে, বিশ্বজিত পাল, বিশ্বজিত নম এবং প্রদীপ দাস কাপড় পাচার করার সময় বিএসএফের গাড়ির সাথে সংঘর্ষে গুরুতর আহত হয়েছেন। তাঁরা সকলেই বক্সনগরের বাসিন্দা। আজ বৃহস্পতিবার সকালে বিএসএফ ওই বুলেরু গাড়ির চালক বিশ্বজিত দাসের বিরুদ্ধে মামলা করেছে। পুলিশের দাবি, প্রায় ১০ লক্ষ টাকা মূল্যের কাপড় উদ্ধার হয়েছে।

সাজা

● প্রথম পাতার পর

তাঁকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। পুলিশের জেরায় হিরন্ত ত্রিপুরা ওই মহিলাকে ধর্ষণ এবং খুনের অপরাধ স্বীকার করেন।

মৃতার স্বামীর অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ ভারতীয় ফৌজদারি দন্ডবিধি ৩৪১, ২০১, ৩৭৬(১) এবং ৩০২ ধারায় মামলা রুজু করে। তদন্তকারী আধিকারিক মহিলা সাব-ইন্সপেক্টর রুমা নোয়াতিয়া যথাসময়ে তদন্ত সমাপ্ত করে আদালতে চার্জশিট জমা দেন। আদালতে ১৭ জন স্বাক্ষীর বয়ান রেকর্ড করা হয়েছে। দীর্ঘ শুনানি শেষে আজ আজ বিলোনিয়া জেলা ও দায়রা আদালতের বিচারক আশুতোষ পান্ডে ধর্ষণ ও খুনের মামলায় অভিযুক্ত হিরন্ত ত্রিপুরাকে দোষী সাব্যস্ত করেন।

বিচারক হিরন্ত ত্রিপুরাকে ভারতীয় দন্ডবিধি ৩০২ ধারায় যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডিত করেন। সাথে ২০ হাজার টাকা জরিমানা। অনাদায়ে অতিরিক্ত তিন মাসের হাজতবাস করতে হবে। এছাড়া, ৩৪১ ধারায় এক মাসের জেল, ৩৭৬(১) ধারায় দশ বছরের সশ্রম কারাদন্ড ও ১৫ হাজার টাকা জরিমানা। অনাদায়ে ২ মাসের অতিরিক্ত হাজতবাস এবং ২০১ ধারায় তিন বছরের জেল ও ৫ হাজার টাকা জরিমানা করেন বিচারক। অনাদায়ে ১৫ দিনের হাজতবাসের সাজা শুনিয়েছেন বিচারক।

ক্যান্টিন

● প্রথম পাতার পর

চালু করার জন্য পুলিশ ও তাদের পরিবারের তরফ থেকে দীর্ঘদিন ধরে দাবি জানানো হচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত পুলিশ সপ্তাহে কেন্দ্রীয়ভাবে অরুন্ধতী নগরে পুলিশ ক্যান্টিন চালু করা হয়। তাতে পুলিশ ও তাদের পরিবারের লোকজন সন্তোষ ব্যক্ত করেছেন। তবে প্রত্যেককে এই সামাজিক দূরত্ব এবং অন্যান্য করোণা বিধি মেনে পুলিশ ক্যান্টিন থেকে বিভিন্ন সামগ্রী সংগ্রহ করতে আহ্বান জানিয়েছেন রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক।

করোনার গতি

● প্রথম পাতার পর

জানা গিয়েছে, পশ্চিম জেলাই করোনা সংক্রমণে শীর্ষস্থান দখলে রেখেছে। শুধু তাই নয়, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় পরিস্থিতি যথেষ্ট উদ্বেগজনক বলেই মনে করা হচ্ছে। গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে পশ্চিম জেলায় ৫৫৯ জন, উত্তর জেলায় ৪৪ জন, সিপাহীজলা জেলায় ৫৬ জন, দক্ষিণ জেলায় ৪৯ জন, ধলাই জেলায় ৬৬ জন, উনকোটি জেলায় ৪৯ জন, খোয়াই জেলায় ৩৮ জন এবং গোমতি জেলায় ৫৫ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন।

চালক

● প্রথম পাতার পর

চালক সঞ্জু দাস গাড়ি নিয়ে থানার উদ্দেশ্যে কিছুটা এগিয়ে অম্পি চৌমুনী এলাকায় আসা মাত্রই ঐ বাইক চালক আচমকা গাড়ি থামিয়ে গাড়ির চালক সঞ্জু দাস এর উপর হামলে পড়ে বলে অভিযোগ। এতে আহত হয় ঐ ম্যাজিক গাড়ির চালক সঞ্জু দাস। সঙ্গে সঙ্গে তাকে তেলিয়ামুড়া হাসপাতালে নিয়ে আসা হয় চিকিৎসার জন্য। এ বিষয়ে তেলিয়ামুড়া থানায় গাড়ির চালক সঞ্জু দাস অভিযোগ দায়ের করবে বলে জানায় তার সহকর্মী অপর এক গাড়ি চালক।

ইকো

● প্রথম পাতার পর

আহত হয় ঐ শিশুটি। অভিযোগ ধাক্কা দেওয়ার পর ঘটনাস্থল থেকে গাড়ির চালক পালিয়ে যায়। তড়িঘড়ি শিশুটিকে তেলিয়ামুড়া মহাকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে এলাকাবাসী এবং শিশুটির প্রাথমিক চিকিৎসার পর হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক তার অবস্থা গুরুতর হওয়াতে তাকে রাজধানীর রেফারেল জিবি হাসপাতাল উন্নত চিকিৎসার জন্য রেফার করে দেয়।

বিএমএসের

● প্রথম পাতার পর

দিয়েছে। যানবাহনের তুলনায় সিএনজি স্টেশন সীমিত। সে কারণেই ২৪ ঘণ্টা পরিসেবা চালু করা জরুরি বলে তারা মনে করেন। সে কারণে তারা এ বিষয়ে জেলা শাসকের হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন। তারা জেলাশাসকের উপর আস্থা রেখে আশ্বস্ত হয়েছেন খুব শীঘ্রই উদয়পুরে ২৪ ঘন্টা সিএনজি পরিষেবা চালু হবে।

ক্রীড়াঙ্গন

অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের ড্রয়ে জায়গা পেলেন জকোভিচ

মেলবোর্ন, ১৩ জানুয়ারি (হি.স.) : অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের ড্রয়ে জায়গা পেলেন বিশ্বের এক নম্বর টেনিস তারকা সার্বিয়ার নোভাক জকোভিচ ঊ বিতর্কের মাঝেই জকোভিচকে বৃহস্পতিবার অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের ড্রয়ে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সবকিছু ঠিকঠাক চললে প্রথম রাউন্ডে তাকে খেলতে হবে বিশ্বের ৭৮ নম্বরে থাকা সার্বিয়ার মিয়োমির কেসমানোভিচের বিরুদ্ধে।

এখনও করোনার ভ্যাকসিন না নেওয়ায় জকোভিচের ভবিষ্যৎ ঝুলে রয়েছে। গত সপ্তাহে মেলবোর্নে আসার পর জকোভিচের ভিসা প্রত্যাহার করা হয়েছিল। কারণ তিনি করোনা ভ্যাকসিনেশন নিয়মে চিকিৎসা ছাড়ের জন্য প্রয়োজনীয় মানদণ্ড পূরণ করেননি। পরে তিনি আইনি লড়াইয়ে জয়ী হন এবং তার ভিসা পুনর্বহাল করা হয়। অভিবাসন মন্ত্রী অ্যালেক্স হক আদালতের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তার ব্যক্তিগত কর্তৃত্ব প্রয়োগ করে ভিসা প্রত্যাহার করার কথা ভাবছেন। তাকে অস্ট্রেলিয়া সরকার বহিষ্কার করবে নাকি খেলার সুযোগ করে দেবে সে দিকে তাকিয়ে রয়েছে সকলে। সরকারের সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষা করছে বিশ্ব। তবে এই বিতর্ক সত্ত্বেও অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের আয়োজকরা তাকে ড্র-এ রেখেছেন। জকোভিচকে বৃহস্পতিবার অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের ড্রয়ে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সবকিছু ঠিকঠাক চললে প্রথম রাউন্ডে তাকে খেলতে হবে বিশ্বে ৭৮ নম্বরে থাকা সার্বিয়ার মিয়োমির কেসমানোভিচের বিরুদ্ধে। প্রধানমন্ত্রী স্কট মরিসন জাতীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকের পরে একটি সংবাদ সম্মেলন ডেকেছেন, যা একটি সিদ্ধান্তের মত দেখাচ্ছে। বছরের প্রথম গ্র্যান্ড স্ল্যামের ড্র ৭৫ মিনিটের জন্য স্থগিত করা হলে জল্পনা আরও তীব্র হয়। মহিলা এবং পুরুষদের বিভাগের জন্য ড্র স্থানীয় সময় বিকাল তিনটের সময় অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল, তবে টুর্নামেন্ট কর্মকর্তা বলেছেন যে এটি পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত স্থগিত করা হয়েছে। সোমবার থেকে শুরু হচ্ছে অস্ট্রেলিয়ান ওপেন।

এদিকে, কোয়ারেন্টাইন হোটেল থেকে বেরিয়ে এসে রড ল্যাভার অ্যারেনায় অনুশীলন চালিয়ে গেছেন জোকোভিচ। তিনি বুধবার সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি বিবৃতিতে স্বীকার করেছেন যে তার অস্ট্রেলিয়ান ভ্রমণের বিস্তারিত ফর্ম ভুল তথ্য দেওয়া হয়েছিল।

ফর্মে ভুল তথ্য দিলে তাদের অপসারণও হতে পারে। এমনটা হলে আগামী তিন বছর অস্ট্রেলিয়ায় আসতে পারবেন না তিনি। এটি তার জন্য একটি ধাক্কা হবে।-হিন্দুস্থান সমাচার/ কাকলি

বার্সেলোনাকে পরাজিত করে স্প্যানিশ সুপার কাপের ফাইনালে রিয়াল মাদ্রিদ

রিয়াদ, ১৩ জানুয়ারি (হি.স.) : স্প্যানিশ সুপার কাপেও বার্সেলোনার বিরুদ্ধে রিয়াল মাদ্রিদের দাপট অব্যাহত। সৌদি আরবের রিয়াদে 'এল ক্লাসিকো'তে নাগাড়ে পঞ্চমবার বার্সাকে পরাজিত করে রিয়াল মাদ্রিদ। টানটান ম্যাচ রিয়ালের পক্ষেই ৩-২ স্কোরলাইনে শেষ হয় ম্যাচ।আর এই জয়ের ফলেই সুপার কাপের ফাইনালে নিজেদের জায়গা পাকা করল লস ব্লাঙ্কোস।

ম্যাচের ২৫ মিনিটেই ভিনিসিয়াস জুনিয়ারের এই মরশুমের ১৫তম গোলে রিয়াল ম্যাচে লিড নিয়ে নেয়। তবে গোটা প্রথমার্ধে রিয়াল দাপট দেখালেও ৪২ মিনিটে লুক ডি'জংয়ের গোলে প্রথম ৪৫ মিনিটের পর খেলা সমতায় শেষ হয়। দ্বিতীয়ার্ধে ভিনিসিয়াসের পাশাপাশি এই মরশুমে রিয়ালের সেরা ফুটবলার করিম বেঞ্জেমা তাঁর দলের হয়ে গোল করে ফের একবার রিয়ালকে লিড এনে দেন। ৭২ মিনিটে বেঞ্জেমার গোল রিয়ালকে ফাইনালে পৌঁছে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট বলেই মনে হচ্ছিল। তবে বার্সার হয়ে ১০ নম্বর জার্সিধারী সেই সময়েই জ্বলে উঠেন। ৮৩ মিনিটে আন্সু ফাতি, ম্যাচে দ্বিতীয়বার ব্লগরানাকে সমতায় ফিরিয়ে আনেন। ৯০ মিনিটেও ম্যাচের মীমাংসা না হওয়ায়, খেলা গড়ায় অতিরিক্ত সময়ে। সাবস্টিটিউট হিসেবে নামা ফেডরিকো ভালভার্দে, ৯৮ মিনিটে রিয়ালকে ম্যাচে তৃতীয়বার লিড এনে দেন। তবে এইবার আর বার্সার কাছে কোনও জবাব ছিল না। টানটান ম্যাচ রিয়ালের পক্ষেই ৩-২ স্কোরলাইনে শেষ হয়। এটি তাদের চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী বার্সার বিরুদ্ধে রিয়ালের ১০০তম জয় ছিল। সুপার কাপ খেতাব জয়ের লক্ষ্যে রিয়াল মাদ্রিদ, অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ ও অ্যাথলেটিক বিলবাওয়ের ম্যাচে জয়ী দলের বিরুদ্ধে মাঠে নামবে।---হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

ভামব্রির পরাজয়, অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে কোয়ালিফায়ারেই শেষ সিঙ্গেলসে ভারতের লড়াই

মেলবোর্ন, ১৩ জানুয়ারি (হি.স.) : বছরের প্রথম গ্র্যান্ড স্ল্যামের সিঙ্গেলস ড্রয়ের প্রধান রাউন্ডের কোয়ালিফায়ারে হেরে গেল ভারতের যুকি ভামব্রি। বৃহস্পতিবার চেক প্রজাতন্ত্রের টমাস মাশাকের বিরুদ্ধে স্ট্রেট সেটে ১-৬, ৩-৬ ব্যবধানে একেবারে উড়ে গেলেন সদ্য কামব্যাক ঘটানো ভামব্রি। ভামব্রির হারের ফলে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের সিঙ্গেলসে কোয়ালিফায়ারেই শেষ হয়ে গেল ভারতের লড়াই।

বছরের প্রথম গ্র্যান্ড স্ল্যামের সিঙ্গেলস ড্রয়ের প্রধান রাউন্ডে কোয়ালিফাই করার ক্ষেত্রে ভারতের তরফে শেষ আশা ছিলেন যুকি ভামব্রি। তবে বৃহস্পতিবার ভামব্রির পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গেই ভারতের আশাও ভঙ্গ হয়ে গেল। চেক প্রজাতন্ত্রের টমাস মাশাকের বিরুদ্ধে কোন প্রতিরোধই গড়ে তুলতে পারেননি তিনি। চেক টেনিস তারকা মাশাক সাম্প্রতিক সময়ে বেশ ভাল ফর্মে রয়েছেন। গত বছরের শেষে নভেম্বরেই সিঙ্গেলস (১৩১) এবং ডাবলস (৪৭০), উভয় বিভাগেই নিজের কেরিয়ার সেরা রাঙ্কিংয়ে পৌঁছেছেন তিনি। তাঁর বিরুদ্ধে স্ট্রেট সেটে ১-৬, ৩-৬ ব্যবধানে একেবারে উড়ে গেলেন সদ্য কামব্যাক ঘটানো ভামব্রি। গত ম্যাচে ভামব্রির দুর্দান্ত নেট প্লে দেখে সাময়িক আশা জাগলেও তিনি শেষমেশ হতাশই করলেন। ভামব্রির আগে রামকুমার রামানাথনও সিঙ্গেলস বিভাগে গ্র্যান্ড স্ল্যামের মুখ্য ড্রয়ে পৌঁছানোর নিজের ২৩তম প্রয়াশে ব্যর্থ হন। মহিলাদের সিঙ্গেলস বিভাগেও বিশ্বের ২০৩ নম্বর মহিলা টেনিস তারকা অঙ্কিতা রায়নাও মাত্র ৫০ মিনিটে বিনা প্রতিরোধেই পরাজিত হন। ইউক্রেনের লেসিয়া সুরেঙ্কো ৬-১, ৬-০ ব্যবধানে স্ট্রেট সেটে পরাজিত করেন অঙ্কিতাকে। ফলে, গত বছরের শেষ গ্র্যান্ড স্ল্যাম যুক্তরাষ্ট্র ওপেনের মত এ বছরের শুরুতে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের সিঙ্গেলসেও কোনো ভারতীয়কে কোর্টে দেখা যাবে না।—হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

ছয়-সাতে থাকতে ইউনাইটেডে আসিনি: রোনালদো

মাঠে সময়টা মোটেও ভালো কাটছে না ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের। কঠিন এই সময়ে সতীর্থদের ঘুরে দাঁড়াতে বাড়তি তাগাদা দিলেন ক্রিস্তিয়ানো রোনালদো। পর্তুগিজ তারকা স্মরণ করিয়ে দিলেন, প্রিমিয়ার লিগে পয়েন্ট টেবিলের ছয়ে-সাতে থেকে মৌসুম শেষ করার জন্য তিনি ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে ফেরেননি।

গত গ্রীষ্মের দলবদলে ইউভেন্তুস থেকে পুরনো ঠিকানায় ফেরেন রোনালদো। দলের টানা বাজে পারফরম্যান্সে গত নভেম্বরে ছাঁটাই হন তখনকার কোচ উলে গুনার সুলশার। তার জায়গায় দায়িত্ব নেন রালফ রাংনিক। জার্মান কোচের হাত ধরে সাত ম্যাচের চারটিতে তারা জিতেছে। তবে এখনও লিগে ১৯ ম্যাচে ৩১ পয়েন্ট নিয়ে দলটি আছে সাত নম্বরে, শীর্ষে থাকা নগরপ্রতিদ্বন্দ্বী ম্যানচেস্টার সিটির চেয়ে পিছিয়ে ২২ পয়েন্টে।

লিগে নিজেদের পরের ম্যাচে আগামী শনিবার অ্যাস্টন ভিলার মুখোমুখি হবে রাংনিকের দল। বৃহস্পতিবার স্কাই স্পোর্টসকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে রোনালদো জানিয়ে দিলেন তার লক্ষ্যের কথা।

"প্রিমিয়ার লিগে শীর্ষ তিনের চেয়ে নিচে থাকার মানসিকতা আমি মেনে নেব না। ষষ্ঠ কিংবা সপ্তম, এমনকি পঞ্চম হতেও এখানে থাকতে চাই না। আমি এখানে জিততে এসেছি, প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে এসেছি।"

"আমি মনে করি, ভালো কিছু তৈরি করতে কখনও কখনও কিছু বিষয় বাদ দিতে হয়। তাহলে কেন নয়? নতুন বছর, নতুন জীবন এবং আমি আশা করি, ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড সেই স্তরে যেতে পারে, যেটা সমর্থকরা চায়। এটা তাদের প্রাপ্য।" ভালো করতে হলে কিছু বিষয়ের পরিবর্তন প্রয়োজন বলে মনে করেন রোনালদো। সেসব অবশ্য জনসম্মুখে প্রকাশ করতে চান না ৩৬ বছর বয়সী তারকা। একই সঙ্গে দলের সবার মানসিকতারও পরিবর্তন দেখতে চান তিনি। 'আমরা এখন কিছু বিষয় পরিবর্তন করতে সক্ষম। উপায়টা আমি জানি, কিন্তু এখানে তা উল্লেখ করতে চাই না। কারণ এটা আমার পক্ষ থেকে বলা নৈতিক হবে না। আমি যা বলতে পারি তা হলো আমরা আরও ভালো করতে পারি- আমরা সবাই।" "আমরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছি, কিন্তু এখনও নিজেদের সেরা ফর্মে পৌঁছাতে পারিনি। আমাদের উন্নতি করার অনেক পথ বাকি। আমার বিশ্বাস, যদি আমাদের মানসিকতার পরিবর্তন করতে পারি তাহলে আমরা বড় কিছু অর্জন করতে পারব।"

অবসর বাতিল করে পুনরায় শ্রীলঙ্কার হয়ে খেলার ইচ্ছাপ্রকাশ রাজাপক্ষের

কলম্বো, ১৩ জানুয়ারি (হি.স.) : মত বদল। অবসর বাতিল করে পুনরায় জাতীয় দলের হয়ে খেলার ইচ্ছাপ্রকাশ করলেন শ্রীলঙ্কার বাঁ-হাতি ব্যাটার ভানুকা রাজাপক্ষে। বৃহস্পতিবার শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ডের তরফে জানানো হয়, ভানুকা তাদের তাঁর অবসরের সিদ্ধান্ত বদলের কথা জানিয়েছেন।

সকলকে চমকে দিয়ে পারিবারিক কারণে হঠাৎ করেই ৩ জানুয়ারি আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় জানিয়েছিলেন শ্রীলঙ্কার ভানুকা রাজাপক্ষে। তবে সেই সিদ্ধান্তের ১০ দিন কাটতে না কাটতেই মত বদল। অবসর বাতিল করে পুনরায় জাতীয় দলের হয়ে খেলতে চান ভানুকা রাজাপক্ষে। বৃহস্পতিবার শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ডের তরফে জানানো হয়, ভানুকা তাদের তাঁর অবসরের সিদ্ধান্ত বদলের কথা জানিয়েছেন। বোর্ডের তরফে এক বিবৃতিতে জানানো হয়, 'দেশের স্পোর্টস তথা ইয়ুথ মন্ত্রী নামাল রাজাপক্ষে এবং শ্রীলঙ্কার জাতীয় নির্বাচকদের সঙ্গে আলোচনার পর, ভানুকা রাজাপক্ষে বোর্ডকে জানিয়েছেন যে তিনি ৩ জানুয়ারি, ২০২২ নেওয়া তাঁর অবসর সিদ্ধান্ত ফিরিয়ে নিতে চান।'

একই বিবৃতিতে শ্রীলঙ্কা বোর্ডের তরফে জানানো হয়, ৩১ বছর বয়সী রাজাপক্ষে আসন্ন সময়েও জাতীয় দলের জার্সি গায়ে নিজের প্রিয় ক্রিকেট খেলা চালিয়ে যেতে চান। রাজাপক্ষে এখনও অবধি জাতীয় দলের হয়ে পাঁচ ওয়ান ডেতে ৮৯ রান ও ১৮টি বিশ ওভারের ম্যাচে মোট ৩২০ রান করেছেন। রাজাপক্ষের অবসর ঘোষণার পর কিংবদন্তি লাসিথ মালিঙ্গা তাঁকে তাঁর সিদ্ধান্ত পুনর্বিচার করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। অবসর নেওয়ার পরে লঙ্কান বোর্ডের নতুন নিয়ম অনুযায়ী কোনও ফ্রাঞ্চাইজি লিগে খেলার ওপর নানা বিধিনিষেধ আরোপ হওয়াও ভানুকার মত বদলের অন্যতম কারণ হতে পারে।-হিন্দুস্থান সমাচার/

অ্যাস্টন ভিলার বিপক্ষে ফিরতে আশাবাদী রোনালদো

চোটের কারণে খেলতে পারেননি অ্যাস্টন ভিলার বিপক্ষে এফএ কাপের ম্যাচে। ফিটনেস ফিরে পেয়ে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের পরবর্তী ম্যাচ দিয়ে মাঠে ফেরার ব্যাপারে আশাবাদী দলটির তারকা ফরোয়ার্ড ক্রিস্তিয়ানো রোনালদো। এফএ কাপের তৃতীয় রাউন্ডে গত সোমবার অ্যাস্টন ভিলাকে ১-০ গোলে হারায় ইউনাইটেড। ম্যাচ শেষে দলটির কোচ রালফ রাংনিক জানিয়েছিলেন, সামান্য চোট থাকায় ঝুঁকি এড়াতে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছিল রোনালদোকে। আগামী শনিবার প্রিমিয়ার লিগে আবারও ভিলার বিপক্ষে মাঠে নামতে যাচ্ছে রাংনিকের দল। এই ম্যাচকে সামনে রেখে ইউনাইটেডের ওয়েবসাইটে নিজের সেরে ওঠা নিয়ে ইতিবাচক খবর দিলেন রোনালদো। "আমি ভালো আছি। আমরা মাঝে মধ্যে একটু ব্যথা পাই। এটা তেমন বড় কিছু নয়। আশা করি, শিগগিরই সুস্থ হয়ে যাব।" ভিলার বিপক্ষে খেলার জন্য ফিট হতে পারবেন কি-না, প্রশ্নের জবাবে ৩৬ বছর বয়সী এই ফুটবলার বলেন, এই ম্যাচ দিয়ে মাঠে ফেরার ব্যাপারে তিনি আশাবাদী। "আমরা বৃহস্পতিবার চেষ্টা করে দেখব। আমি স্বাভাবিকভাবে অনুশীলন করার চেষ্টা করব। দেখা যাক, শরীর কীভাবে সাড়া দেয়।" লিগে ১৯ ম্যাচে ৯ জয় ও চার ড্রয়ে ৩১ পয়েন্ট নিয়ে সাত নম্বরে আছে ইউনাইটেড। দুই ম্যাচ বেশি খেলা ম্যানচেস্টার সিটি ৫৩ পয়েন্ট নিয়ে আছে শীর্ষে।

আইএসএল-এ ওড়িশার বিরুদ্ধে জয় নিয়ে আবারও শীর্ষে কেরালা

গোয়া, ১৩ জানুয়ারি (হি.স) : এফসি হিরো ইন্ডিয়ান সুপার লিগ (আইএসএল)-এ কেরালা ব্লাস্টার্স পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষস্তানে ফের পুনরুদ্ধার করল। বুধবার ভাস্কো দা গামার তিলক ময়দান স্টেডিয়ামে খেলা লিগ ম্যাচে কেরালা ব্লাস্টার্স ওডিশা এফসিকে ২-০ গোলে পরাজিত করেছে। এই জয়ের মাধ্যমে ব্লাস্টার্স তাদের অপরাজিত থাকার ধারা ১০ ম্যাচে বাড়িয়েছে। ম্যাচে গোল করা এবং তার দুর্দান্ত রক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করার জন্য হরমনজোত খবরকে হিরো অফ দ্য ম্যাচের পুরস্কার দেওয়া হয়।

পঞ্চম জয়ের পর কেরালা ১১ ম্যাচে ২০ পয়েন্ট নিয়ে লিগের শীর্ষস্থানে উঠেছে। কোচ ইভান ভুকোমানভিচের দল এখন পর্যন্ত পাঁচটি ম্যাচে জিতেছে এবং পাঁচটিতে ড্র করেছে। একই সময়ে ওড়িশা ১০ ম্যাচে ১৩ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের অষ্টম স্থানে রয়েছে। স্প্যানিশ কোচ কিকো রামিরেজের দল তার খাতায় চারটি জয় ও একটি ড্র করেছে।

The Executive Engineer, Khowai Division, PWD(R&B), Khowai, Tripura invites e-tender against Press NIeT No 29/EE/PWD/KHW/2021-22 Date- 10-01-2022

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION
1	DNIT No. CE (Buildings) /PWD/DNIT /ACE/ Project Unit/ 10/2021-22 (4th Call)	₹2,95,96,978.27	₹2,95,970.00	12 (twelve) months

All details DNIT can be seen in the office of the undersigned during office hours from 11-01-2022 to 09-02-2022 upto 15.00Hrs. For more details kindly visit : https://tripuratenders.gov.in & pwdkhw@gmail.com

ICA-C-3327/2021-22

Executive Engineer
Khowai Division Division, PWD(R&B)
Khowai, Tripura.

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER (PNIeT)

1. The Executive Engineer,WRD-I,Kunjaban,Agartala, on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage Rate e-tender for the following work:
2. NIeT No.:- NIeT No-29/EE/WRD-I/e-tender/2021-2022. Dated-11.01.2022
3. DNIeT No.:-15/SE/WRC-I/DNIeT/2021-22.
4. Name of work: Protection of Bramakunda Colony at Brahmakunda GP ward no-3 near downstream of Brahmakunda Sluice gate under Mohanpur RD Block/SH:- Manufacturing and Placing of cement concrete block (Length-45.00 mtrs) under BADP.
5. Estimated Cost: Rs. 44,15,859.00 6. Bid Fee: Rs. 1,000.00
7. Last date & time for online Bidding: 21.01.2022 upto 3:00 PM
8. TIME AND DATE OF OPENINGOF BID:- 21.01.2022 at 4:00 PM(if possible)

The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal **https://tripuratenders.gov.in**

Note:- For all details, clauses, terms and condition, etc. may be seen in the DNIeT

FOR & ON BEHALF OF THE GOVERNOR OF TRIPURA

ICA-C-3321/2021-22

Executive Engineer
WRD No-I, Kunjaban,Agartala

ABRIDGED NOTICE INVITING e-TENDER (3rd Call)

It is hereby notified for general information that e-tender is invited for settlement of 01 (one) no. Foreign Liquor Warehouse within the limits of the Sepahijala District for the period of November 2021 to March 2023 as per the provisions of Rule 155A(1) of the Tripura Excise Rules,1990 read with Order No.F.II-2(5)-EX/2016/44-61 dated,04.01.2019 subject to certain terms and conditions through e-procurement website of the Government of Tripura, (https://tripuratenders.gov.in).

The other details related to e-tender can be seen and obtained from the website (https://tripuratenders.gov.in) and available in the office Notice Board of the Office of the Collector of Excise (DM 85 Collector), Sepahijala District, Bishramganj.

Intending tenderer shall submit e-tender addressed to the Collector of Excise, Sepahijala District. The bids shall be uploaded/ submitted by the bidders within 21(Twenty one) days from the date of publication of e-tender i.e. on 12 .01.2022.

Last date of submission of e-tender addressed to the Collector of Excise, Sepahijala District will be on 03 .02.2022 up to 5.30 PM.

Corrigendum/ addendum, if any will be published in due course only on the above website.

ICA-C-3322/2021-22

(Vishwasree B., IAS)
Collector of Excise
Sepahijala District : Bishramganj.

ASSISTANT DEFENCE ESTATES OFFICE, AGARTALA
Lichubagan By Pass Road, P.O. Salbagan, Agartala-12
Phone No. 0381-2397076, E-Mail:-adeoagar-state@nic.in

NOTICE INVITING OUTATION

Assistant Defence Estates Office, Agartala on behalf of the President of India invites Quotation from reputed, experienced and financially sound agencies for site clearance and detailed contour survey of 01 acre land with 10m grid and 0.25m contour interval. The agency shall have to make own arrangements for clearance of site for the survey work. The agency should provide R.L. sheets and 03 sets of contour maps with softcopy in dxf. Format. Further details on terms and conditions alongwith quotation format may be obtained from the office of ADEO, Agartala.

The Quotations should be submitted by 1200 hours on 28.01.2022 and will be opened on the same day at 1400 hours in the office of ADEO, Agartala.

ASSTT. DEFENCE ESTAES OFFICER
AGARTALA

Dated: 28.12.2021
No. ADW/AGAR/234/HRG/EQPMT/VOL-III

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

পুথিবা উৎসব শুরু আগরতলায়। বৃহস্পতিবার তোলা নিজস্ব ছবি।

অসাবধানবশত চলল গুলি রাজৌরিতে মৃত্যু দুই সেনা জওয়ানের

জম্মু, ১৩ জানুয়ারি (হি.স.): ”অসাবধানবশত” রাইফেল থেকে গুলি ছিটকে জম্মু ও কাশ্মীরের রাজৌরি জেলায় প্রাণ হারালেন দু”জন সেনা জওয়ান। বৃহস্পতিবার মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে রাজৌরি জেলায় নিয়ন্ত্রণরেখার কাছে ফরওয়ার্ড এলাকায়। সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, রাজৌরি জেলায় নিয়ন্ত্রণরেখার কাছে হাঞ্জান ওয়ালি এলাকায় গুলিবিদ্ধ হয়ে দু”জনের মৃত্যু হয়েছে।

নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর ফরওয়ার্ড এলাকায় মোতায়েন ছিলেন ওই দুই জেনে জওয়ান। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, অসাবধানবশত রাইফেল থেকে গুলি ছিটকে দুই জওয়ানের মৃত্যু হয়েছে। এই ঘটনায় তদন্ত শুরু হয়েছে। পুলিশ ও সেনাবাহিনী যৌথ তদন্ত করছে। মৃত জওয়ানদের নাম ও পরিচয় জানা যায়নি।

কৃষকের আয় দ্বিগুন করার লক্ষ্যে কাজ করছে রাজ্য সরকার ঃ কৃষি মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জানুয়ারি।। রাজ্য সরকার কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে। বৃহস্পতিবার ডুকলীত পঞ্চায়েত সমিতি আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এই কথা বলেন কৃষি কল্যাণ মন্ত্রী প্রনজিৎ সিংহ রায়। এদিন পঞ্চায়েত সমিতির অফিসে প্রাঙ্গণে কৃষকদের মধ্যে কৃষি বীজ ও চারা গাছ বিতরণ উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে অতিবর্ষণ ও বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের মধ্যে বিভিন্ন চারা গাছ বিতরণ করা হয়েছে।

এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি কল্যাণ মন্ত্রী। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান, জেলা সভাধিপতি, দপ্তরের কর্মকর্তা সহ অন্যান্যরা। অনুষ্ঠানে সুবিধাভোগীদের হাতে বিভিন্ন চারা গাছে তুলে দেওয়ার পাশাপাশি কৃষি কল্যাণ মন্ত্রী বলেন বর্তমান সরকার কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার লক্ষ্যে বিভিন্ন পরিকল্পনা হাতে নিয়ে কাজ করে চলেছে। সরকারি সুযোগ-সুবিধা যাতে প্রকৃত কৃষকদের মধ্যে পৌঁছে দেওয়া যায় সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে কাজ করার জন্য তিনি পঞ্চায়েত সমিতি গুলিকে পরামর্শ দিয়েছেন।

কৃষি কল্যাণ মন্ত্রী আরো বলেন, প্রকৃত কৃষকরা যাতে কোনোভাবেই বঞ্চিত না হয় সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। তিনি অভিযোগের সুরে বলেন, বিগত দিনে বিশেষ করে বাম আমলে কৃষকরা নানাভাবে বঞ্চিত হয়েছেন। দেশের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করতে হলে কোন রাজনৈতিক রঙ বিচার করা যাবে না। প্রত্যেক কৃষককে সরকারি সুযোগ সুবিধা পৌঁছে দিতে হবে। কৃষি কল্যাণ মন্ত্রী বলেন, কৃষকদেরকেও আন্তরিকভাবে কাজ করতে হবে। আন্তরিকভাবে কাজ করলেই কৃষকরা আর্থিক দিক দিয়ে স্বাবলম্বী হতে পারবে। সরকার সাধ্যমত কৃষকদের সাহায্য করতে সব সময় এগিয়ে আসবে বলেও তিনি আশ্বস্ত করেছেন।

কৃষিমন্ত্রী আশা ব্যক্ত করেন, কৃষকরা আর্থিক দিক দিয়ে সমৃদ্ধ হলে রাজ্যের অর্থনৈতিক অবস্থা সমৃদ্ধ হবে দেশ সমৃদ্ধ হবে। কৃষকরা দেশের অর্থনীতিকে অনেক সামনের সারিতে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন বলেও তিনি উল্লেখ করেন। কৃষিমন্ত্রী এদিন পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে পতিত জমি কৃষি জমি হিসেবে প্রস্তুত করার প্রয়াসের ভূয়শী প্রশংসা করেন। তিনি সংশ্লিষ্ট জমি পরিদর্শন করেন। ওই জমিতে চাষাবাদ করার জন্য হর্টিকালচার দপ্তরকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতাসহ প্রসারিত করতে কৃষি কল্যাণ মন্ত্রী আহ্বান জানিয়েছেন। প্রত্যেকটি পঞ্চায়েত সমিতিকে এই ধরনের কাজে এগিয়ে আসার জন্য তিনি আহ্বান জানিয়েছেন।

উন্নাওয়ের ধর্ষিতার মাকে প্রার্থী করল কংগ্রেস চমকপ্রিয়ঙ্কার

উন্নাও, ১৩ জানুয়ারি (হি.স) : ভোটের নির্ঘন্ট ঘোষণা হতে দফায় দফায় প্রার্থী তালিকা ঘোষণা শুরু হয়েছে। উন্নাওয়ের ধর্ষিতা নিহত তরুণীর মাকে প্রার্থী করল কংগ্রেস। ভোটের তিন মাস আগেই কংগ্রেস সাধারণ সম্পাদক প্রিয়ঙ্কা গান্ধী বলেছিলেন, উত্তরপ্রদেশে ৪০ শতাংশ মহিলা প্রার্থী দেবে কংগ্রেস।

উন্নাও গণধর্ষণ কাণ্ড তোলপাড় ফেলে দিয়েছিল জাতীয় রাজনীতিতে। ওই ধর্ষণে মূল অভিযুক্ত ছিলেন বিজেপি বিধায়ক কুলদীপ সেঙ্গার। তার যাবজ্জীবন কারদণ্ড হয়েছে। এবার সেই তরুণীর মাকে উন্নাও বিধানসভা কেন্দ্রে প্রার্থী করল কংগ্রেস।

বগাফা কৃষিদপ্তরের উদ্দ্যোগে চলছে ধান ক্রয়ের প্রক্রিয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১৩ জানুয়ারি।। রাজ্যসরকার কৃষকদের আয় দ্বীগুন করার লক্ষ্যে প্রচেষ্টা চালিয়েযাচ্ছে। রাজ্য সরকারের প্রচেষ্টাকে সাফল্যমন্ডীত করতে প্রতিনিয়ত প্রয়াস চালিয়েযাচ্ছে বগাফা কৃষি দপ্তর। বগাফা কৃষিদপ্তরের উদ্দ্যোগে পকৃত কৃষকদের বাছাইকরে সরকারিভাবে কৃষকদের কাছথেকে ধানক্রয়ের কাজ চালিয়েযাচ্ছে। গত ডিসেম্বরের ২৮ তারিখথেকে ৩রা জানুয়ারী ২০২২ পর্যন্ত শান্তির বাজারের ৩৯৭ জন কৃষকের কাছথেকে ৮৬৮ পয়েন্ট ৩০৭ মেট্রিকটন ধান ক্রয়করাহয়েছে। বর্তমানে গত ৬ ই জানুয়ারী থেকে ১২ ই জানুয়ারী পর্যন্ত বাইখোড়ায় ৫৮০ জন কৃষকের কাছথেকে ১২৩২ পয়েন্ট ৬৩৭ মেট্রিকটন ধানক্রয় করাহয়েছে। এইধান ক্রয়ের কাজ কৃষদপ্তরের উদ্দ্যোগে আরো ২ দিন বৃদ্ধীকরাহয়েছে। কিছু সংখ্যক অসাধু ব্যাক্তি রাজ্যসরকার ও কৃষিদপ্তরের এইধরনের কর্মসূচীকে কালিমালিপ্ত করার প্রয়াস চালিয়েযাচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেআসছে। অপরদিকে রাজ্যে এক প্রভাতি সংবাদমাধ্যমে কৃষিদপ্তরকে নিয়ে ভিত্তিহীন সংবাদপ্রকাশ করাহয়েছেবলে জানান বগাফা কৃষিদপ্তরের তত্বাবধায়ক সুজীতকুমার দাস। কৃষি তত্বাবধায়ক রাজ্যসরকারের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে প্রতিনিয়ত অক্লান্ত পরিশ্রমকরেযাচ্ছে যা কিছু সংখ্যক লোকজন ভালোভাবে মেনেনিতে পারছেনা। কৃষিতত্বাবধায়ক সুজীতকুমার দাস জানান আগামী কিছুদিনের মধ্যে জোলাইবাড়ীতে সরকারিভাবে ধানক্রয়ের কাজ শুরুহবে। বগাফা কৃষিদপ্তরে প্রতিনিয়ত পকৃত কৃষককে সুবিধাপ্রদানে অঙ্গীকারবদ্ধহয়েছেন। কৃষিদপ্তরের এইধরনের উদ্দ্যোগকে সকলে সাধুবাদ জানান।

দায় কার ? প্রশ্ন জনমানসে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ১৩ জানুয়ারি।। আমরা ধর্মপ্রান মানুষ। রাজ্যের কৃষ্টি সংস্কৃতি আমাদের জানান দেয় এই রাজ্যটা সব ধর্মের পৃষ্ঠপোষক। হিন্দু সনাতন ধর্মের চিরাচরিত ঐতিহ্য অনুযায়ী আমরা দেখতে পাই বিভিন্ন এলাকায় ভগবানের নামে গবাদি পশুদের ছেড়ে দেওয়া হয়, তাকে আমরা বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন নামে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করি(যেমন-ধর্মের ষাঢ়, মহাদেব, ভৈরব ইত্যাদি)। এই পর্যন্ত ঠিকঠাক। এরকমই এক ধর্মের নামে উৎসর্গকৃত পশুর (ছাগলের) যন্ত্রনায় অতীষ্ট গ্রামবাসীরা হন্যে হয়ে পরিত্রান চাইছেন। ঘটনা কল্যাণপুরের পূর্ব কল্যাণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত বাতেখা গ্রামে। বেশ কিছুদিন ধরেই এই উৎসর্গকৃত পশু হিংস্র আক্রমণ করে চলেছে, ইতিমধ্যে বেশ কয়েকজন এই আক্রমনের শিকারও হয়েছেন, শুধু আক্রমনের শিকার হন তা নয়, এতটাই মারাত্মকভাবে আক্রান্তিত হয়েছেন যে হাসপাতালে পর্যন্ত চিকিৎসার পরিসেবা গ্রহণ করতে হয়েছে। কিন্তু সাধারণ মানুষরা জানেন না এই ঘটনার বা এই সমস্যা থেকে পরিত্রান কিভাবে পাবেন ? বাধ্য হয়ে সাধারণ মানুষ একবার পুলিশ একবার বন্দর কখনোবা অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের কাছে যাচ্ছেন কিন্তু কেউই কোনো সদুত্তর দিতে পারছেন না বা ভগবানের নামে উতর্গীকৃত এই পশুর আক্রমণ থেকে কিভাবে সাধারন মানুষরা রক্ষা পাবে তার পথ বলতে পারছেন না কেউই। ঘটনার শিকার সাধারণ মানুষরা দাবি করছেন এই ঘটনা থেকে নিস্তার। কিন্তু এই সমস্যা থেকে সাধারণ দের রক্ষা করবে কে ? এই প্রশ্নটাই এখন মুখ্য বিষয়। তবে যেভাবে এই আক্রমনের বহর বাড়ছে তাতে আগামী দিনে বড়সড় দূর্ঘটনা ঘটলেও অবাক হবার কিছু থাকবে না।

জমি সংক্রান্ত বিবাদকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের মারপিটে আহত ছয়, আটক দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ১৩ জানুয়ারি।। জমি সংক্রান্ত বিবাদকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের মারপিটে আহত উভয় পক্ষের ছয় জন।সকলেই কদমতলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। আশঙ্কাজনক অবস্থা জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ফারুক মিয়া ওরফে বাচ্চু নামের এক ব্যক্তি।পুলিশ একটি মামলা হাতে নিয়ে দিলওয়ার হোসেন ও শিলু মিয়া নামের দুই যুবককে আটক করে তদন্ত শুরু করে দিয়েছে।ঘটনা কদমতলা থানাধীন বরগোল গ্রাম পঞ্চায়েতের জুলাইবাসা এলাকায়।

ঘটনার বিবরনে জানা যায়, বৃহস্পতিবার দুপুর সাড়ে বারোটা নাগাদ উত্তর জেলার কদমতলা থানাধীন বরগোল গ্রাম পঞ্চায়েতের পাঁচ নং ওয়ার্ডের ফারুক মিয়া ওরফে বাচ্চু ও দুলু মিয়ার মধ্যে জমি সংক্রান্ত বিবাদকে কেন্দ্র করে প্রচন্ড মারপিট হয়। ফারুক মিয়া ওরফে বাচ্চু তার নিজের যায়গাতে বেড়া দিতে আসলে অপর সীমানার দুলু মিয়া বাঁধা দেয় বলে অভিযোগ। যদিও দুলু মিয়ার বক্তব্য উক্ত জায়গাটি তার।তখন উভয়পক্ষের মধ্যে বাকবিতণ্ডা থেকে হাতাহাতিতে রূপ নেয়। অভিযোগ,একটা সময় দুলু মিয়া ও তার আত্মীয় পরিজন মিলে দা লাঠি দিয়ে ফারুক মিয়া ও বাচ্চুকে আক্রমণ করলে তার আত্মীয়-স্বজনরা ছুটে আসে। তাতে তাদের উপরও আক্রমণ চালায় দুলু ও তার সাগরেদরা। তাদের আক্রমণে আহত হয় ফারুক মিয়া ওরফে বাচ্চু (৩৮),তমিরুন নেশা (২৮),আজিরুন বেগম (৪৬) এবং রুফিনা বিবি(৫৫)।অপরদিকে আক্রমনে আহত হয় অপর পক্ষের দুলু মিয়া(২৮) এবং গোলাইস মিয়া(৫০)। রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে পরে থাকা উভয়পক্ষের ছয়জনকে তাদের আত্নীয় ও এলাকাবাসীরা তড়িঘড়ি কদমতলা সামাজিক হাসপাতালে নিয়ে আসে। কর্তব্যরত চিকিৎসক সকলের প্রাথমিক চিকিৎসা করে হাসপাতাল ভর্তি করে দেন। তবে ফারুক মিয়া ওরফে বাচ্চুর মাথায় আঘাত গুরুতর হওয়াতে আশঙ্কাজনক অবস্থায় ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে করেন। বর্তমানে ফারুক মিয়া আশঙ্কাজনক অবস্থায় জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘটনার খবর পেয়ে কদমতলা থানার পুলিশ অকুসলে ছুটে গিয়ে সরেজমিন তদন্ত করে একটি মামলা হাতে নিয়েছে।সাথে অপর পক্ষ দুলু মিয়ার আত্মীয় দিলওয়ার হোসেন(২৬) এবং শিলু মিয়া (২৭) নামের দুই যুবককে আটক করে কদমতলা থানায় নিয়ে আসে। গোটা ঘটনায় জুলাইবাসা এলাকা জুড়ে তীব্র উত্তেজনা বিরাজ করছে।

আগরতলার এমবিবি বিমানবন্দরের নতুন টার্মিনাল ভবনের যাত্রা শুরু ১৫ই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জানুয়ারি।। : এমবিবি বিমানবন্দরে নতুন টার্মিনাল ভবনের যাত্রা শুরু হচ্ছে আগামী ১৫ জানুয়ারি। গত ৪ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী নতুন টার্মিনাল ভবনের উদ্বোধন করেছিলেন। দশ দিনের মধ্যে টার্মিনাল দিয়ে যাত্রী পরিষেবা চালু করা ভীষণ কঠিন ছিল বলে দাবি করেছেন বিমানবন্দরের অধিকর্তা। তবে সেই অসাধ্য সাধন সম্ভব হয়েছে, প্রত্যয়ের সুরে বলেন তিনি। প্রসঙ্গত, সমস্ত আধুনিক ব্যবস্থা পনায় এমবিবি বিমানবন্দরের নতুন টার্মিনাল ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। এতে ব্যয় হয়েছে সাকুল্যে ৪৩৮ কোটি টাকা। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী গত ৪ জানুয়ারি ওই টার্মিনাল ভবনের উদ্বোধন করেছেন। প্রতিদিন অন্তত ১,২০০ জন যাত্রীধারণ ক্ষমতা নিয়ে টার্মিনাল ভবনটি নির্মাণ করা হয়েছে।

খাস জমিতে পরিত্যাক্ত বাড়িঘরের সামগ্রী খুলে নিয়ে যাচ্ছে মানুষ, প্রশাসনের হস্তক্ষেপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, সাব্রুম, ১৩ জানুয়ারি।। আজব কান্ড! খাস জমিতে থাকা পরিত্যাক্ত বাড়িঘর থেকে বিভিন্ন সামগ্রী নিয়ে যাচ্ছে একাংশের সুবিধাবাদী মানুষ। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার সাব্রুমের আইসিপি সংলগ্ন এলাকায় সরকার অধিকৃত জায়গা থেকে বিভিন্ন ঘরবাড়ি ভেঙে নিয়ে যাচ্ছে একাংশের লোকজন। ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশের পদস্থ আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে ছুটে যান।

পুলিশের এক আধিকারিকের জানিয়েছেন, সরকার ওই এলাকার জমি অধিগ্রহণ করে বাড়ির মালিকদের প্রয়োজনীয় অর্থ মিটিয়ে দিয়েছে। সরকার অধিগৃহীত জায়গায় যে সব ঘরবাড়ি রয়েছে সেগুলো ভেঙ্গে না নেওয়ার কথা। অথচ একাংশের মানুষ ওইসব ঘর বাড়ি ভেঙে বিভিন্ন জিনিসপত্র নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। সে কারণেই পুলিশ ও প্রশাসনের কর্মকর্তারা সেখানে ছুটে যান। ঐ সব এলাকা থেকে বাড়িঘর ভেঙ্গে জিনিসপত্র না নেওয়ার জন্য চূড়ান্তভাবে সতর্ক করা হয়েছে। অন্যথায় সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে আইনানুগ কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে জানানো হয়।

করোনার কারনে চাকমাঘাটে মকর সংক্রান্তির মেলা ভেস্তে গেল

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৩ জানুয়ারি।। করোনার তৃতীয় ঢেউয়ের দাপাদাপিতে ভেস্তে গেল তেলিয়ামুড়া চাকমা ঘাটের খোয়াই নদীর ব্যারেজ প্রাঙ্গণে আয়োজিত পৌষ মেলা। মুখ্য সচিব এবং জেলাশাসকের নির্দেশ মোতাবেক খোয়াই জেলার অন্যতম পৌষ মেলা স্থগিত করা হয়েছে। স্থগিত করা হয়েছে জমায়েত।জানা যায়,বর্তমান করুণা পরিস্থিতির কথাকে মাথায় রেখে অন্যান্য বছরের মতো এ বছর হচ্ছে না তেলিয়ামুড়া খোয়াই নদীর ব্যারেজ প্রাঙ্গণে অবস্থিত পৌষ সংক্রান্তি বা মকর সংক্রান্তি উপলক্ষে আয়োজিত পৌষ মেলাটি। এ বছর চাকমাঘাটের ব্যারেজ প্রাঙ্গণে মেলা অনুষ্ঠিত না হলেও প্রচুর সংখ্যক পুণ্যার্থীরা মকরসংক্রান্তি উপলক্ষে পূর্বপুরুষদের আত্মার চিরশান্তি কামনার্থে মাথার চুল কামিয়ে পূর্বপুরুষদের অস্থি বিসর্জন, তিল-জল দান এবং পিন্ডদান করতে দেখা গেল এদিন তেলিয়ামুড়া চাকমাঘাট ব্যারেজ প্রাঙ্গণে বর্তমান করুনার বিধি নিষেধ গুলোকে মান্যতা দিয়ে। সেই সঙ্গে খোয়াই নদীর পবিত্র জলে দাঁড়িয়ে পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে তর্পণ করতেও প্রত্যক্ষ করা যায়। যদিও ধর্ম অবলম্বী পুণ্যার্থীরা পুণ্যস্নানের জন্য সকাল থেকেই খোয়াই নদীর ঘাটে ভীর জমাতে দেখা যায়।

মকর সংক্রান্তিতে তিল্লাই-বাতাসার বাজার মন্দা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৩ জানুয়ারি।। সংক্রান্তি বললেই একটি কথাই মনে আসে, বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণ। আর সেটা যদি হয় মকর সংক্রান্তি তবে তো আর কিছুই বলার নেই। তবে এই বছর করোনা পরিস্থিতিতে মকর সংক্রান্তির মেলা সহ বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান হচ্ছে না। মকর সংক্রান্তি উপলক্ষে বাজারজাত করা তিল্লাই-বাতাসা বাজারে বিক্রি হচ্ছে অগ্নিমূল্যে।

এরকমই চিত্র উঠে এলো তেলিয়ামুড়া বাজারের বিভিন্ন এলাকা থেকে। তেলিয়ামুড়া বাজারের তিল্লাই-বাতাসা ব্যবসায়ীদের সাথে কথা বলে শোনা গেল এক হতাশার সুর। এক অজানা হতাশার মধ্য দিয়ে তিল্লাই-বাতাসা ব্যবসায়ীরা জানালেন এবছর করুণা মহামারীর কারণে তাদের তৈরি করা তিল্লাই-বাতাসার খুচরা বাজার অত্যন্ত মন্দা তবে তিল্লাই-বাতাসার পাইকারি বাজার অনেকাংশেই ভালো। ব্যবসায়ীদের অভিমত মূলত করুনার কারণেই এবছর বাজারে মন্দা ঝড় বইছে। ফলে এক প্রকার তিল্লাই-বাতাসা ব্যবসায়ীদের মাথায় চিন্তা ভাজ। অন্যান্য বছর বাজারে তিল্লাই-বাতাসার চাহিদা ছিল অনেকাংশেই বেশি কিন্তু এবছর করুনার কারণে মন্দার ঝড় বইছে বাজারে। ব্যবসায়ীদের অভিমত অন্যান্য বছর মানুষ যতটা পরিমাণ তিল্লাই-বাতাসা ক্রয় করত এবছর তার থেকে প্রায় অর্ধেক পরিমাণ তিল্লাই-বাতাসা ক্রয় করছে মানুষ। ফলে ক্ষতির সম্মুখীন হতে হচ্ছে তেলিয়ামুড়া বাজারের তিল্লাই-বাতাসা ব্যবসায়ীরা।।

ছাব্বিশ ঘন্টা পথ অবরোধ করেও মহোৎসবের অনুমতি দিলনা প্রশাসন ভেস্তে গেল সকল আয়োজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ১৩ জানুয়ারি।। ছাব্বিশ ঘন্টা পথ অবরোধ করেও মহোৎসবের অনুমতি দিলনা প্রশাসন।ভেস্তে গেল সকল আয়োজন। বর্তমান করোনা পরিস্থিতির কারনে প্রশাসনিক তরফে তারকপুর কালাচাঁদ মিলন মন্দিরের মহোৎসবের অনুমতি না দেওয়াতে মন্দির কতৃপক্ষ ও সানীয় জনগণ বুধবার সকাল এগারোটা থেকে কদমতলা-রানী বাড়ি সড়ক অবরোধ করে বসেন।চলে বৃহস্পতিবার দুপুর একটা পর্যন্ত। কিন্তু কোন প্রশাসনিক আধিকারিক অকুস্থলে এসে পথ অবরোধকারীদের বিকল্প ব্যবস্থা অথবা আশ্বস্ত করেন নি। অবশেষে টানা ছাব্বিশ ঘন্টা পথ অবরোধের পর সকল আয়োজনে জল ঢেলে মহোৎসব বাতিলের সিদ্ধান্ত নেয় মন্দির কতৃপক্ষ। স্বাভাবিকভাবে বাৎসরিক মহোৎসব ভেস্তে যাওয়ায় ক্ষোভে ফুঁসছেন ধর্মপ্রাণ জনগণ।ঘটনার বিবরণে প্রকাশ,উত্তর জেলার কদমতলা ব্লকাধীন তারকপুর কালাচাঁদ মিলন মন্দিরে মকর সংক্রান্তির দিন থেকে পঞ্চাশ তম বার্ষিক মহোৎসব হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বর্তমান করোনা পরিস্থিতির কারনে মঙ্গলবার জেলাশাসকের কাছে অনুমতি চেয়েছিলেন মন্দির কতৃপক্ষ।জেলাশাসক উৎসবের অনুমতি দিলেও মেলা করার অনুমতি দেননি। কিন্তু বুধবার সকালে কদমতলা থানার ওসি মেলা এবং বাৎসরিক উৎসব দুটোই বন্ধের নির্দেশ দেন। কিন্তু তারকপুর কালাচাঁদ মিলন মন্দিরে দীর্ঘ ঊনো পঞ্চাশ বছর থেকে বাৎসরিক উৎসব পালিত হচ্ছে।তাই কদমতলা থানার ওসি মহোৎসব না করার নির্দেশ দেওয়াতে মন্দির কতৃপক্ষ সহ এলাকাবাসীরা বুধবার সকাল এগারোটা থেকে কদমতলা-রানীবাড়ী সড়ক অবরোধ করে বসেন।তাদের বক্তব্য, প্রশাসন কভিড বিধি মেনে ছোট্টো পরিসরে বাৎসরিক মহোৎসব করার অনুমতি প্রদান করুক।পথ অবরোধ চলে টানা ছাব্বিশ ঘন্টা।

কিন্তু কোন প্রশাসনিক আধিকারিক অকুস্থলে এসে বিকল্প ব্যবস্থা অথবা অবরোধকারীদের আশ্বস্ত করেন নি বলেও অভিযোগ। অবশেষে টানা ছাব্বিশ ঘন্টা পথ অবরোধের পর বৃহস্পতিবার দুপুর একটা নাগাদ কালাচাঁদ মিলন মন্দির কতৃপক্ষ ও সানীয় জনগণ তাদের অনির্দিষ্টকালের জন্য পথ অবরোধ প্রত্যাহার করে আপাতত মহোৎসব বন্ধই করে দিলেন।

স্বাভাবিকভাবে ঐতিহ্যবাহী তারকপুর কালাচাঁদ মিলন মন্দিরের বাৎসরিক মহোৎসব ভেস্তে যাওয়াতে ক্ষোভে ফুঁসছেন ধর্মপ্রাণ জনগণ। পাশাপাশি টানা ছাব্বিশ ঘন্টা কদমতলা-রানী বাড়ি সড়ক অবরোধের ফলে যাত্রীদের দূর্ভোগ পোহাতে হয়।

ডুকলীতে কৃষকদের মধ্যে কৃষি বীজ ও চারা গাছ বিতরণ অনুষ্ঠানে কৃষিমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়। ছবি নিজস্ব।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।